ষষ্ঠ-ভাগের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বভূত-হৃদয়বৃত্তি-প্রকাশক ভগবানের ইচ্ছায় ক্রমশঃ 'হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা' ষষ্ঠভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হইল। সদনুষ্ঠানদ্বারা মানবের যেমন সদগতিলাভ হয়, তদ্রূপ অসদনুষ্ঠানে অধোগতি হইয়া থাকে, না বুঝিয়া বা বুঝিয়া কিম্বা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া, দৈবাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, সেই পাপমুক্ত হইবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানি মহর্ষিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কি উপায় স্থির করিয়াছেন, ইহা আত্মোৎকর্ষবিধানশীল ব্যক্তির অগ্রে জানা আবশ্যক এবং লঘু বা কঠোর প্রায়শ্চিত্তশাসন দেখিয়া পাপের লাঘব গৌরব বুঝিলে পাপপ্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিয়া, বিবেকাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে প্রায় যাবতীয় প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ লিখিলাম। শেষে নানা ব্যবস্থা সহ কালীপূজাদি লেখা হইল। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

সপ্তমভাগে,—সব্যবস্থা-পুরশ্চরণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত দুর্গা-পূজাদি ষষ্ঠভাগের আকারেই লেখা হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

অষ্টমভাগাদিতে,—সংস্কার, ব্রতাদিপ্রতিষ্ঠা ও বৃষোৎসর্গাদি ছাপা হইবে। মূল্য ও পুস্তকের আকার ষষ্ঠভাগের ন্যায়ই থাকিবে। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহা দ্বারাও বিনা উপদেশে কর্ম্ম করা যাইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চমভাগ,—বিবাহলক্ষণাদি প্রস্তাব, সপিণ্ডাদি বিবেচনা, সানুবাদ-সাম ও যজুর্ব্বেদীয় সম্প্রদান প্রকরণ, দারোপগমন বিধি, রাস, দোল, দানবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, কূপাদিশুদ্ধি, কবচশুদ্ধি, গায়ত্রীকবচ ও সূর্য্যকবচাদি আছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থভাগে,—সানুবাদ-মহিম্নস্তব, শনিস্তব, আদিত্যহৃদয়, মুমূর্ষু কৃত্য, শবদাহ, পর্ণনরদাহ, অশৌচ, দশপিণ্ডাদি আছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয়ভাগে,—সানুবাদ-সব্যবস্থা সাম ও যজুর্ব্বেদী যাবতীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড, মুমুক্ষুকৃত্য, উপনয়ন, বৃষোৎসর্গ, এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠাদির ফর্দ্দাদি আছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়ভাগে,—সানুবাদ-স্তবসমূহ, শতনাম, সানুবাদ শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও স্বস্ত্যয়নাদির প্রণালী বিস্তৃতরূপে লেখা হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

চতুর্থ সংস্করণ প্রথম ভাগে —প্রাতঃস্মরণীয় হইতে স্নান, তর্পণ, ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা, ঐ নিত্য কাম্য পূজা, জন্মতিথি, [illegible]পূজা ও ঘটোৎসর্গাদি সব্যবস্থা আছে। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা।

ষষ্ঠ-ভাগ।

প্রায়শ্চিত্ত-লক্ষণাদিপ্রস্তাব।

পাপক্ষয় মাত্র সাধনত্ব থাকিয়া বিধি বোধিত যে কর্ম্ম তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। অর্থাৎ আমি পাপ বিশিষ্ট হইয়াছি কোন ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান হইলে পর কেবল সেই সঞ্চিত পাপ ক্ষয়ের জন্যই অনুষ্ঠিত যে বৈধ (যথাশাস্ত্রোপদিষ্ট) কর্ম্ম তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে, নচেৎ যে আপনাকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় না জানে তাহার প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই এবং পাপক্ষয় ও স্বর্গাদিলাভ এই উভয় কামনা দ্বারা অনুষ্ঠিত যে অশ্বমেধ যজ্ঞাদি তাহাও প্রায়শ্চিত্ত নহে।

যেরূপ বস্ত্র সকলকে ক্ষারযোগে সিদ্ধ করিয়া, আঘাত প্রক্ষালনাদি দ্বারা মল-বিনির্ম্মুক্ত করিতে

হয়, যেমন জল দ্বারা শরীরের মল বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি সংযোগে স্বর্ণাদি ধাতু সকল যেরূপে বিশুদ্ধতা লাভ করে, সেইরূপ আলস্য কিম্বা লোভ মোহ বা ভয়াদি প্রযুক্ত পাপ সঞ্চয় হইলে পর তৎক্ষণাৎ ক্লেশকর তপস্যা দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা আত্ম পরিশুদ্ধির জন্য বিশেষরূপে সচেষ্টিত হইবে।

শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ;—পাপ কার্য্য করিয়া, যে ব্যক্তি অনুতাপ না করে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করে ; সে ঘোর নরক ভোগ করিয়া, জন্মান্তরে নিন্দিত চিহ্ন (অন্ধ বধিরাদি বা কুষ্ঠাদি রোগ) বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ;—বিহিত (নিত্য নৈমিত্তিক) কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা, নিন্দিত (শাস্ত্র নিষিদ্ধ) কর্ম্মের আচরণ করা এবং ইন্দ্রিয় সকলের অনিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত হইয়া মিতাচারী না হওয়া, এই সকল অসৎ কার্য্যই মনুষ্যের অধোগতি প্রাপ্তি হইবার কারণ।

আপনাকে পাপী বলিয়া জ্ঞান হইলে, শীঘ্রই প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা আবশ্যক, কারণ দেবল বলেন,—সম্বৎসর অতীত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান ও দ্বিগুণ রাজদণ্ড দিলে * পরে শুদ্ধি লাভ হইবে, সুতরাং সম্বৎসরের অধিক [illegible] বা ন্যূন কালে উহারই অংশমত দণ্ডাদি দিতে হইবে। পাপ নিশ্চয়

হইলে, যত সত্বর হইয়া উঠে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কারণ অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, পাপ নিশ্চয়ের পর প্রায়শ্চিত্তাদির চেষ্টা না করিয়া, ভোজন করিলেও পাপ বৃদ্ধি হইবে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—কোন প্রকারে পাপ অনুষ্ঠিত হইলে এই সকল কার্য্য দ্বারা তাহার ক্ষয় সাধন হইতে পারে ; যথা—পাপী যদি (আপনাকে দুর্ভাগ্য জ্ঞানে) সকলের নিকট স্বকৃত পাপ প্রকাশ করেন কিম্বা বিশেষ অনুতপ্ত হয়েন অথবা ইন্দ্রিয় সংযম ও শরীরশোষক উপবাস ব্রতাচরণাদির (তপস্যার*) অনুষ্ঠান করেন কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক সৎশাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে পাপ ক্ষয় হইতে পারে এবং আপৎকালে দান দ্বারাও পাপ নাশ হয়, এইজন্য তপস্যাদি কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের লোক দিগের পক্ষে দুঃসাধ্য বোধে আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ তপস্যার প্রতিনিধি স্বরূপ দানকেই সর্ব্ব পাপ নাশক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, কলিযুগে দানেরই প্রাধান্য, অন্যান্য কার্য্যে নানা বিঘ্ন আছে কিন্তু দান প্রায় নিষ্ফল হয় না (৫ম ভাগে দানবিধি দেখ)। মনু বলিয়াছেন যে, সরীসৃপ অর্থাৎ সর্পাদি বধ জনিত পাপক্ষয়ের জন্য যদি দান করিতে অশক্ত হয়, তবে প্রাজাপত্যাদি

* শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে কষ্টসহন, তাহাকেই তপস্যা বলে, নচেৎ দেবতা পিতৃলোক বা ব্রাহ্মণদিগের জন্য (কিম্বা সংসারের জন্য) যে কষ্ট সহন তাহাকে তপস্যা বলে না এবং উহা কোন প্রায়শ্চিত্তও নহে।

ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ইহা দ্বারা এস্থলে দানেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রতাদির তৎ প্রতিনিধিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন, হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান দ্বারা মহাপাতকজ পাপেরও ধ্বংস হয়। অগ্নিপুরাণে কথিত আছে, যে, অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ধ্বং[illegible] এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তিমে স্বর্গ লাভ হয়। সহস্র সংখ্যক ব্রাহ্মণকে মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইলে কিম্বা নানা প্রকারের লক্ষ সংখ্যক পুষ্পদ্বারা দেবার্চ্চনা করিলে অথবা প্রতিদিন আহারাদি দান দ্বারা গোসেবা করিলে কিম্বা তীর্থ পর্য্যটন বা বেদপাঠ (কিম্বা গায়ত্রী জপাদি) দ্বারা মহাপাতকজ পাপ ধ্বংস হয়। যম বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি তিল দান করেন, তিল স্পর্শ করেন, তিল ভোজন করেন এবং তিলযুক্ত জলে স্নান করেন ও তিল দ্বারা হোম করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

প্রায়শ্চিত্তোপদেশ গ্রহণ বিধি।

পাপগ্রস্ত হইলে, ধর্ম্মশা[illegible] ন্যায়বান্ অধ্যাপকের নিকট সমুপস্থিত হইয়া, অতি বিনিতভাবে অকপট চিত্তে নিজের পাপ বৃত্তান্ত [illegible]তরূপে বর্ণনা করিবে, শূদ্রেরা পুরোহিত বা অন্য কোন ব্রাহ্মণকে

কেহ প্রায়শ্চিত্তোপদেশ দেন এবং সেই উপদেশ যদি যথাশাস্ত্র হয়, তবেই তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে কর্ত্তা পবিত্র হইবেন, কিন্তু যথাশাস্ত্র উপদেশ না হইলে পাপিকে পুনশ্চ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ উপদেশককে উভয়থাই সেই পাপের ভাগী হইতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ জানিয়া যদি পাপি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন কারণে তাহা উপদেশ না করা হয়, তবে সে স্থলেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসুর পাপভাগী হইবেন। উপদেশকের নিকট হইতে ব্যবস্থা জানিয়া যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তিন জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি একমতে যাহা বলিবেন তাহা বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা লইতে হইলে, অধ্যাপককে পারিশ্রমিক কিঞ্চিৎ ধন বা বস্ত্রাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবস্থা লওয়া উচিত। পাপির নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ (পারিশ্রমিক) দ্রব্যাদি এবং প্রায়শ্চিত্তদ্রব্য গ্রহণে প্রতিগ্রহ দোষ নাই, যেহেতু অদৃষ্টার্থ (অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনায়) পরিত্যক্ত উৎসর্গীকৃত দ্রব্য স্বীকারকেই প্রতিগ্রহ বলে।

সাক্ষাৎ গোবধস্থলে গোস্বামিকে মৃত গোর উচিত মূল্য দিয়া, পরে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, গোর পরিবর্ত্তে এই মূল্য বা অন্য পশু গ্রহণে গোবিক্রয় জনিত দোষ হইতে পারে না। গবাদি বা অন্য কোন বস্তু ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া, যদি তাহাতে দোষ দৃষ্ট হয় তবে তাহা শীঘ্র ফিরাইয়া দিবে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়া, কোন অজ্ঞাত দোষ দৃষ্ট হইলে, ফিরাইয়া দিব যদি এইরূপ কথা থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতাকে (কিছু বিলম্বেও) গবাদি ফিরাইয়া দিয়া, মূল্য ফিরত লইলে গোবিক্রয় দোষ হইবে না।

প্রায়শ্চিত্তোপদেশ বিধি।

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, ব্যবস্থাপক অগ্রে এই সকল বিবেচনা করিবেন ; যথা, পাপটি উপপাতক বা মহাপাতক কিম্বা অতিপাতক ইত্যাদির মধ্যে কোন শ্রেণীভুক্ত ? পাপ করার অভিসন্ধি কিরূপ, অর্থাৎ মাতৃপোষণার্থ পাপ করিয়াছে ? কিম্বা বেশ্যার নিমিত্ত পাপ করিয়াছে ? একবার করিয়াছে ; কি বারম্বার পাপ করিয়া থাকে ? তিনি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কোন জাতীয় ? এবং তিনি বালক, কি বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোক অথবা মূর্খ কি পণ্ডিত ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া, অবস্থা বিবেচনায় একটু গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বলিবে, যেন প্রায়শ্চিত্ত ভয়ে পুনশ্চ পাপে প্রবৃত্তি না হয়, এবং প্রথমে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত জানাইয়া, পরে শূদ্রাদি বলিয়া য... অনুগ্রহ করিবেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলিবেন।

গুরু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা লঘু পাপ নাশ হয় ; কিন্তু লঘু প্রায়শ্চিত্তে কদাচ গুরুপাপ নাশ হয় না

যাবৎ কাল আমি নিষ্পাপী হইলাম বলিয়া মন শুদ্ধ না হইবে, সেই কাল পর্য্যন্ত দান, উপবাস, বেদাভ্যাস ও তীর্থপর্য্যটনাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তাত্মক কার্য্যে রত থাকিবে।

যে পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, উহার অন্যূন যে কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ যাইতে পারে, অর্থাৎ গৃহিণী রোগে পরাকের বিধান হইলেও পাঁচটি প্রাজাপত্য দ্বারাও সেই গৃহিণী রোগ সূচিত জন্মান্তরীণ মহাপাতক শেষ পাপের ক্ষয় হইতে পারে, এবং প্রধান পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ক্ষুদ্র পাপের প্রায়শ্চিত্তও প্রসঙ্গাধীন সিদ্ধ হয়, যেমন ব্রাহ্মণবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, শূদ্র বধ পাপের প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হয়, জন্মান্তরীণ মহাপাতক সম্ভূত যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, প্লীহাদি উপপাতকজ রোগের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়, এই প্রকার গোবধ ও শূদ্রান্ন ভোজনাদিরূপ ঐহিক উপপাতক ব্যতীত তন্ত্রতা দ্বারাও এক প্রায়শ্চিত্তে নানা পাপ বিনাশ হয়, যেমন এক ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহু ব্রহ্মহত্যা পাপ ধ্বংস হয় এবং গৃহিণী রোগের প্রায়শ্চিত্ত করিলে তত্তুল্য মহাপাপোদ্ভব কাশ প্রমেহ প্রভৃতি রোগের স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এ সকলের বিশেষ বিবরণ শাস্ত্রজ্ঞেরা অবগত আছেন, এ ক্ষুদ্র সংগ্রহে বিশেষ আমি লিখিলাম না, কারণ বিনা উপদেশে যদি কেহ বিপরীত বুঝিয়া ব্যবস্থা দেন তবে আমাকেও প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। পণ্ডিতদিগের কিঞ্চিৎ সুবিধার্থই এই প্রারম্ভ।

প্রায়শ্চিত্ত-দিন-নির্ণয়।

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে না। কেহ কেহ বলেন শনিবারে এবং মঙ্গলবারেও প্রায়শ্চিত্ত করিবে না। সাবকাশ স্থলে ব্যবস্থাপকেরা শনি মঙ্গলবার ত্যাগ করেন।

জনন কিম্বা মরণাশৌচ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ বিষ্ণুঋষি বলিয়াছেন যে, কেহ যদি অশৌচি ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন তবে তাঁহারও তাবৎকাল অশৌচ হইবে এবং সেই অশৌচান্তের পরে অশুচ্যন্ন ভোজন জনিত পাপেরপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তার্হরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অশৌচ অবস্থায় মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইলে, প্রায়শ্চিত্ত বৈতরণী প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং কিম্বা অসমর্থে পুরোহিতাদি শুচি প্রতিনিধি দ্বারা করাইবেন। (৪র্থ ভাগে মুমূর্ষু কৃত্য প্রকরণ দেখ)।

বালকাদিভেদে প্রায়শ্চিত্ত বিধান।

ঐহিক পাপে অর্থাৎ গোহত্যাদি উপপাতকে কিম্বা ঐহিক মহাপাতকাদিতে ষোড়শ বৎসরের ন্যূন (অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া অবধি) বয়স্ক বালকের * এবং যে ব্যক্তির অশীতি বৎসর

বয়স পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার এবং স্ত্রীলোকদিগেরও সর্ব্বদা রোগ যুক্ত ব্যক্তির স্বজাতি বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক করিলে পাপ যাইবে।

এতদ্ভিন্ন একাদশ বৎসরের ন্যূন (অর্থাৎ পূর্ণ দশম বৎসর পর্য্যন্ত) বয়স্ক বালকের পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগের এক ভাগ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উক্ত বালকের (এবং অসমর্থ স্থলে সকলেরই) প্রতিনিধি হইয়া, গুরু সুহৃদ্ ইঁহারা যে কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিতে পারেন। সাত বৎসর তিন মাসের ন্যূন বয়স্ক অনুপনীত বালকের কোন অপরাধ বা পাপ নাই; সুতরাং তাহার রাজদণ্ড বা (পাতিত্যজনক মহাপাতকাদি ব্যতীত) ঐহিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অজ্ঞান কৃত পাপে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত কথিত না থাকিলে, সর্ব্বত্রই জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধেক * প্রায়শ্চিত্ত এবং গোহত্যাদি ঐহিক উপপাতকে শূদ্রদিগেরও জ্ঞানতঃ অজ্ঞানত অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। একে

তরুণী, এবং পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তৎপরে বৃদ্ধা বলে, প্রায়শ্চিত্তে অশীতি বৎসরের পর বৃদ্ধা বলিয়া গ্রাহ্য। এই বয়স নিরূপণ বিষয় ভেদে নানা প্রকার আছে।

* পাপের ন্যায় অজ্ঞানতঃ গঙ্গা-স্নানাদিতেও অর্দ্ধেক পুণ্য হয়, এইজন্য শিবরাত্রি ব্রতকথায়ও দেখা যায় যে, ব্যাধের অঙ্গসংস্পৃষ্ট বিল্বপত্র ও নীহার জল পাতে মহাদেবের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। এইরূপ কাম্য কর্ম্মের অঙ্গ

উভয় ধর্ম্ম থাকিলে অর্থাৎ স্ত্রীত্ব শূদ্রত্ব বা স্ত্রীত্ব বালকত্ব অথবা একাধারে যদি বালকত্ব স্ত্রীত্ব ও রোগযুক্তত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মত্রয় (তিনভাব) ও থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ বিহিত পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত গোবধে জ্ঞানকৃত প্রায়শ্চিত্তের পাদ এবং অজ্ঞানকৃত গোবধে অজ্ঞান কৃত গোবধ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, পাদ অপেক্ষা ন্যূনতর প্রায়শ্চিত্ত নাই (গোবধ প্রকরণ দেখ)। যেখানে কেবল জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, তথায় অজ্ঞানতঃ তদর্দ্ধ বুঝিতে হইবে এবং যথায় অজ্ঞানকৃত বলিয়াছেন, তথায় জ্ঞানতঃ হইলে তদ্দ্বিগুণ বুঝিতে হইবে এবং অনুগ্রহে উহারই পাদাদি কল্পনা করিবে।

ধেনুমূল্য ব্যবস্থা।

কলিকালে প্রাজাপত্য বা চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ করা দুরূহ, এজন্য যুগভেদে বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রতাচরণ, ত্রেতায় ধেনুদান, দ্বাপর ও কলিতে ধেনু মূল্য দান করিবার আদেশ

ধেনু দানে অসমর্থ হইলে, উহার মূল্য অবস্থাবিশেষে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা,—ধনবান্ লোকদিগের পক্ষে ধেনুমূল্য পাঁচ কাহন এবং মধ্যশ্রেণী সাধারণ গৃহস্থদিগের পক্ষে তিন কাহন (অর্থাৎ গো মূল্য দুই কাহন ও বৎস্য মূল্য এক কাহন,) এবং নিতান্ত নিঃস্বদিগের সম্বন্ধে গোমূল্য এক কাহন মাত্র* নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ বৎসহীন গাভীর মূল্যও এক কাহন, এবং বৃষ মূল্য পাঁচ কাহন। সক্ষম ধনাঢ্য ব্যক্তির পক্ষে কাল অনুসারে ধেনুর উচিৎ মূল্য দেওয়াই প্রশস্ত। যে প্রায়শ্চিত্তে দানের আদেশ মাত্র আছে, কিন্তু দ্রব্য বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, সেই স্থলে, গো, অশ্ব, স্বর্ণ, বস্ত্র, ভূমি, তিল, ঘৃত ও অন্ন এই সকল দ্রব্য দান প্রশস্ত, কিন্তু অমুক দ্রব্য অমুক পাপে দিবে, এরূপ বিশেষ আদেশ থাকিলে, সেই সেই দ্রব্য দিতে হইবে, আদিষ্ট দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য দিতে হইলে অনুকল্পরূপে উল্লেখ হইবে। সর্ব্বত্রই গো মূল্য বরাটক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এজন্য তন্মূল্য রজতাদি দিতে হইলে, তল্লভ্য বলিতে হয়, যেমন চান্দ্রায়ণে 'সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী লভ্য রজত দান রূপং ইত্যাদি প্রকার উল্লেখের আবশ্যক। কার্ষাপণ বলিলে আর বরটক না বলিলেও হয়, কারণ কার্ষাপণ শব্দে সাধারণতঃ কড়ির কাহন বুঝায়।

---

* পণ্ডিতেরা বলেন, যে ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইলেও প্রায়শ্চিত্তের উচিত ব্যয় সংগ্রহ না হয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র, তাহার পক্ষেই ধেনু মূল্য এক কাহন।

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

যে দিবস প্রায়শ্চিত্ত করা নিশ্চয় হইবে, তৎপূর্ব্ব দিনে পূর্ব্বাহ্নে সশিখ মুণ্ডন ও শ্মশ্রু বপন এবং নখাদি ছেদন করিতে হইবে। কেশ ধারণেচ্ছায় যদি কেহ (প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে) মস্তক মুণ্ডন না করেন, তবে তাঁহাকে দ্বিগুণ দান করিতে হইবে, নচেৎ যাঁহার পাপ তাঁহাতেই থাকিবে এবং বক্তাও (অশাস্ত্র উপদেশ করায়) নিরয়গামী হইবেন। যেখানে দান দ্বিগুণ তথায় নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণাও দ্বিগুণ পরিমাণে দিতে হইবে, দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যৎকিঞ্চিৎ দিলে হইবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা এবং স্ত্রীলোক ইহাঁদিগের কেবল মহাপাতক (অতিপাতক) ও গোবধ প্রায়শ্চিত্ত স্থলেই মুণ্ডন করিতে হইবে, অন্য উপপাতকাদিতে নহে। অনেকে বলেন গায়ত্রীবেত্তা ব্রাহ্মণেরও ঐ নিয়ম, শূদ্রদিগের সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তেই মুণ্ডনের আবশ্যকতা। প্রয়াগ ভিন্ন সধবাদিগের মুণ্ডন প্রয়োজন হইলে, (প্রায় সর্ব্ব-স্থলেই) কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ কেশচ্ছেদন করিলেই মুণ্ডন সিদ্ধ হইবে।

খাইতে পারে এবং গুরু বা ব্রাহ্মণের অনুমতি ক্রমে অন্য দ্রব্যও খাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত] ফল মূলাদিও গুরু বা ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়াই খাইতে হয়, সর্ব্বত্রই ব্রতাদির উপবাসে অসমর্থ স্থলে এই বিধি, কিন্তু উহা খাইলেও উপবাসে অসমর্থ বলিয়া আটপণ কড়ি উৎসর্গ করা ব্যবহার আছে। দেহশুদ্ধি জনক ও পাপনাশক বলিয়া কেবল ঘৃতের প্রশংসা আছে, উহা নিয়ম বিধি নহে, এজন্য একাদশী ব্রত প্রভৃতি উপবাসের পরদিনে প্রায়শ্চিত্তকরণস্থলে পূর্ব্বাহকৃত্যে ঘৃত ভোজন না ঘটিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান বিধি।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিনে একটু প্রত্যুষে উঠিয়া, প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা তর্পণাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দৃষ্টান্তার্থ চান্দ্রায়ণের মূল্য দানাদির প্রকরণ লেখা হইল, যাহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষা গুরুতর নহে,এরূপ দুই বা তিন প্রকার * ঐহিক পাপ বা জন্মান্তরীণ পাপাদি রোগ সম্বন্ধে

---

* কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পাপে অর্থাৎ গো হত্যাদি বা জন্মান্তরীণ মহাপাতকাদি স্থলে তাহারই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক, যদিও চান্দ্রায়ণ দ্বারা তদ্ভূত নাস্ত সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইতে পারে, তথাপি বিশেষ নির্দ্দেশ থাকায় অধ্যাপকেরা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন।

হইলে কিম্বা যে কোন সময়ে হউক অনির্দ্দিষ্ট পাপ নাশ দ্বারা দেহ পবিত্র করিবার বাসনা হইলে, চান্দ্রায়ণ করা যায়। চান্দ্রায়ণে সার্দ্ধসপ্তধেনু মূল্য সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী বরাটক অভাবে তন্মূল্য দিবে।

চান্দ্রায়ণ-ব্যবস্থাপত্র লিখন প্রকার *।

চান্দ্রায়ণ-ব্রত-নাশ্য-সর্ব্বপাপ ক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী লভ্য রজত দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতামতং ॥

এই ব্যবস্থা পত্রানুসারে দানীয় বরাটকাদি তাম্রাদি পাত্রে আহরণ পূর্ব্বক সেইগুলি হরিদ্রা রঞ্জিত করিয়া, তাহার উপর একখানি হরিদ্রারঞ্জিত গামচা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে, পরে যথাসময়ে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ও গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া, দানীয় বরাটক ধরিয়া "সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী পরিমিত বরাটকেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য [illegible] মাসি (মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ হইবে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা চান্দ্রায়ণ-ব্রতনাশ্য সর্ব্ব পাপ ক্ষয়কাম-এতান্ সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী পরিমিত বরাটকান্ অর্চ্চিতান্ * শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

দক্ষিণান্ত।—অদ্যেত্যাদি চান্দ্রায়ণব্রতনাশ্য সর্ব্বপাপক্ষয় কামনয়া কৃতৈতৎ সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে। প্রায়শ্চিত্তান্তে পুরুষের (শুদ্ধ্যর্থ সংজ্ঞক) পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ইহাতে জীবৎপিতৃকেরও অধিকার আছে। স্ত্রীলোকদিগের এইসময় বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ একটি ভোজ্য উৎসর্গ করা ব্যবহার আছে (৩য় ভাগে ৪০ পৃষ্ঠায় দেখ)। পরে গোগ্রাস দিবে।

গোগ্রাসদান।—'এতৎ পাদ্যং ওঁ গবে নমঃ' এই মন্ত্রে (অপর ব্যক্তির) গাভীকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, উহার শৃঙ্গে তৈল হরিদ্রা ও ললাটে সিন্দূর দিয়া দিবে, পরে পরিষ্কার ঘাস বস্ত্রপত্র কদলী ও তণ্ডুল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য মস্তকে লইয়া,—

* রজতদান হইলে, ইদং সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী লভ্য রজতমর্চ্চিতং ইত্যাদি উল্লেখ হইবে। সেতুমূল্য বরাটকের অভাবে রজত কিম্বা সুবর্ণ যাহা উৎসর্গ হইবে, তাহা এক জাতীয় হওয়া আবশ্যক, কতক স্বর্ণ কতক রৌপ্য এরূপ না হয়, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়াও ভালো।

"ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ। প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"
এই মন্ত্রে গোরুকে উহা খাইতে দিবে, [যদি গাভী সন্তুষ্ট হইয়া উহা ভক্ষণ করেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইল বলিয়া নিশ্চয় করিবে, নচেৎ অসিদ্ধ, অর্থাৎ পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, বিবেচনা করিয়া পুনশ্চ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।] পরে গো প্রণাম করিবে, যথা,—

ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

ব্রাহ্মণভোজন।—প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইতে সমর্থ না হইলে অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, কারণ যজ্ঞপার্শ্ব বলিয়াছেন যে, গর্ভাধান প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যে দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়, নিতান্ত অসমর্থ হইলে পাঁচটি অথবা তিনটি ভোজন করানও ব্যবহার আছে, উপবাসে অশক্ত স্থলেও একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। যদি নিরবকাশ নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে না পারে, তবে ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে

নরক হয়, তবে দূরস্থ বান্ধব কিম্বা কুটুম্বাদিকে ভোজন করাইলে বা গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে দোষ নাই।

প্রাজাপত্য ব্রত নিরূপণ।

প্রজাপত্যব্রতের নিয়ম এই যে, পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য করিয়া, পরে প্রথম তিন দিন রাত্রিকালে কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ দ্বাবিংশতি গ্রাস করিয়া অন্ন ভোজন করিবে, তৎপরে তিন দিবসে তাদৃক্ প্রমাণ ষড়্‌-বিংশতি গ্রাস অন্ন ভোজন করিবে, তৎপরে তিন দিন অযাচিত (অর্থাৎ কেহ যদি যাচ্ঞা ব্যতীত দেন তবেই) চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস অন্ন ভোজন (অভাবে উপবাস) করিবে, অবশিষ্ট তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে, এই দ্বাদশাহ সাধ্য কার্য্যকেই প্রাজাপত্য বলে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পয়স্বিনী ধেনু দান, তদভাবে উহার উচিত মূল্য, তদভাবে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মূল্য তিন কাহন * বরাটক তদভাবে তন্মূল্য রজতাদি দিলেও ব্রতের সমান ফল হয়, (এতদ্বিবরণ ধেনুমূল্য প্রকরণে দেখ) দৃষ্টান্তের জন্য এই প্রাজাপত্যব্রত দেখাইলাম, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত অতি গুরুতর এই কারণেই অনুগ্রহ করিয়া ঋষিগণ কলিতে ব্রতের পরিবর্ত্তে দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

---

* পূর্ব্বকালে ধেনুমূল্য এত সুলভ থাকা আশ্চর্য্য নহে, মুসলমান রাজত্বকালেই টাকায় আট মণ চাউল মিলিত।

বিপ্রস্বামিক-গোবধ প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক গো কিম্বা বৃষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কর্ত্তৃক অজ্ঞানতঃ সাক্ষাৎ বধ হইলে, হন্তা সপ্তদশ প্রাজাপত্যব্রতানুকল্প সপ্তদশ ধেনু দান অভাবে সপ্তদশ ধেনুমূল্য (৫১) একপঞ্চাশৎ কাহন বরাটক তদভাবে তন্মূল্য রজতাদি দান করিবেন এবং (১৫) পনের কাহন দক্ষিণা দিবেন। ভবদেব ভট্ট মতে (১৬) কাহন দান এবং (১৫) কাহন দক্ষিণা দিতে হইবে।

ব্যবস্থাপত্র।

বিপ্রস্বামিক-গোঃ সকৃদজ্ঞানকৃত-সাক্ষাদ্বধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত ব্রতাচরণাদ্য-সমর্থেন পঞ্চদশকার্ষাপণী দক্ষিণক একপঞ্চাশৎকর্ষাপণী দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

বিপ্রস্বামিক গো ব্রাহ্মণ, স্ত্রী কর্ত্তৃক বা বালক বৃদ্ধ রোগী কিম্বা শূদ্র কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত সাক্ষাৎ বধ হইলে * অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ (২৫৷৷০) কাহন দান এবং (৭৷৷০) দক্ষিণা

---

* বালকাদির ব্যবস্থায় বা উৎসর্গাদিতে বালকেন স্ত্রিয়া ইত্যাদি এবং বরাটক সংখ্যার যাহা বিশেষ হইবে, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

দিবে। একে উভয়ধর্ম্ম থাকিলে, অথবা একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকার পাদ প্রায়শ্চিত্ত (বালকাদিভেদে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দেখ) অর্থাৎ (৩৸০) দক্ষিণা ও (১২৸০) দান হইবে। ভবদেব ভট্ট কথিত প্রায়শ্চিত্তেরও অর্দ্ধেক এবং পাদ এই প্রকারে এ স্থলে সর্ব্বত্র কল্পিত হইতে পারে।

বিপ্রস্বামিক গোর অজ্ঞানকৃত সাক্ষাৎ বধ হইলে, ব্রাহ্মণাদিরা (২৫৷৷০) কাহন দান এবং (১) এক কাহন দক্ষিণা দিবেন, অনেকে এস্থলে (৭৷৷০) কাহন দক্ষিণাও দিয়া থাকেন। বিপ্রাদির স্ত্রী ও বালকাদি এবং শূদ্রগণ এই অজ্ঞানতঃ বধে ইহার অর্দ্ধেক (১২৸০) দান ও (৷৷০) পণ দক্ষিণা দিবেন। একে উভয় ধর্ম্ম থাকিলে এবং একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালিকাদির পাদ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ (।০) পণ দক্ষিণা ও (৬৷৴০ উৎসর্গ হইবে।

ব্যবস্থাপত্র।

বিপ্রস্বামিক গোঃ সকৃদজ্ঞানকৃত সাক্ষাদ্বধ জনিত পাপক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ ব্রতাচরণাদ্যসমর্থেন অষ্টপণী দক্ষিণক দ্বাদশপণ্যধিক দ্বাদশকার্ষাপণী দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং ॥

বিপ্রস্বামিক-গোবৎসবধপ্রায়শ্চিত্তবিধি। ব্রাহ্মণস্বামিক এক বর্ষীয় গোবৎসের জ্ঞানকৃত বধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ (৩৸০) দক্ষিণা এবং (১২৸০) দান করিতে হইবে। এস্থলে স্ত্রীশূদ্রাদির প্রায়শ্চিত্ত হ্রাস হইবে না, কারণ পাদ ন্যূন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।

ব্যবস্থাপত্র।—বিপ্রস্বামিকৈকবর্ষীয় গোবৎসস্য সকৃজ্জ্ঞানকৃত সাক্ষাদ্বধজনিত পাপাক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত ব্রতপাদাচরণদ্যসমর্থেন দ্বাদশ পণ্যধিক ত্রিকার্ষাপণী দক্ষিণক দ্বাদশপণ্যধিক দ্বাদশকার্ষাপণী দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

দ্বিবর্ষীয় বৎসবধে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ (৭৷০) দক্ষিণা এবং (২৫৷০) কাহন দান করিবে। এস্থলে শূদ্রাদির অর্দ্ধেক দান ও অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে, কিন্তু একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক প্রভৃতির এইপাদ অপেক্ষা ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। ত্রিবর্ষীয় বৎসবধে ত্রিপাদ অর্থাৎ (১১৷০) কাহন দক্ষিণা এবং (৩৮৷০) কাহন দান হইবে। শূদ্রাদির অর্দ্ধেক অর্থাৎ (৫॥৵০) পণ দক্ষিণা এবং (১৯৵০) পণ দান হইবে। একে উভয় ধর্ম্ম থাকিলে বা একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালিকাদির এস্থলে অনুগ্রহ ধর্ম্মবলে মূল প্রায়শ্চিত্তের পাদ অর্থাৎ (৩৸০) পণ দক্ষিণা এবং (১২৸০) দান হইতে পারে।

বিপ্রস্বামিক একবর্ষীয় গোবৎসের ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কিম্বা শূদ্র কর্ত্তৃক বা স্ত্রী ও বালকাদি কর্ত্তৃক অজ্ঞানকৃত বধে সর্ব্বত্রই যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত, (।০) পণ দক্ষিণা এবং (৬।৶০) দান হইবে। দ্বিবর্ষীয় বৎস বধে দ্বিপাদ অর্থাৎ (৷০) পণ দক্ষিণা এবং (১২৸০) দান হইবে। স্ত্রী শূদ্র ও একাদশবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকাদির ইহার অর্দ্ধেক, ত্রিবর্ষীয় বৎস বধে ত্রিপাদ অর্থাৎ (৸০) দক্ষিণা এবং (১৯৶০) দান হইবে। শূদ্রাদির অর্দ্ধেক অর্থাৎ (।৶০) দক্ষিণা (৬॥/০) দান হইবে। একে উভয় ধর্ম্ম থাকিলে বা অতি বালকের পূর্ব্ববৎ মূল প্রায়শ্চিত্তের পাদ হইবে।

গর্ভিণ্যাদি-গোবধপ্রায়শ্চিত্ত।

গর্ভিণী, কপিলা, বহুক্ষীরা, হোমধেনু এবং সুখদোহ্যা গাভী হননে সর্ব্বত্রই জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ স্বজাত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক গর্ভিণী গাভী বিপ্রকর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত হনন হইলে (৩০) কাহন দক্ষিণা এবং (১০২) কাহন বরাটক উৎসর্গ করিতে হইবে। অজ্ঞানতঃ বধে এবং শূদ্রাদি কর্ত্তৃক বধে পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধাদি প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

ব্যবস্থাপত্র।—শূদ্রস্বামিকায়া গোগর্ভিণ্যাঃ সকৃজ্জ্ঞানকৃত সাক্ষাদ্বধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ

প্রাজাপত্য ব্রত-দ্বয়-দ্বিগুণাচরণাদ্যনমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক দ্বাদশকার্ষাপণী লভ্য রজত দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং ॥

যদি লগুড়াদির আঘাতে গো জিবিত থাকিয়া উঁহার কেবল গর্ত্তপাত হয়, তবে উৎপন্ন মাত্র (অর্থাৎ দুইমাসের মধ্যে) গর্ত্তপাতে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত, গাত্রাবয়ব সম্পন্ন (চারিমাস অবধি) গর্ত্তপাতে দ্বিপাদ এবং সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন অচেতন (অর্থাৎ পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসীয়) গর্ত্তপাতে পাদত্রয় এবং সপ্তম মাসীয় প্রভৃতি (চৈতন্যবিশিষ্ট) গর্ত্তনাশে সম্পূর্ণ গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক গোর চৈতন্যবিশিষ্ট গর্ত্তস্থ বৎস নাশে জ্ঞানতঃ সপ্তদশ ধেনুমূল্য (৫১) কাহন উৎসর্গ ও (১৫) কাহন দক্ষিণা হইবে। অজ্ঞানতঃ সর্ব্বত্র অর্দ্ধেক।

অতিবৃদ্ধাদি গোবধপ্রায়শ্চিত্ত।

তৃণছেদনে অসমর্থ এরূপ অতিবৃদ্ধা কিম্বা অতিকৃশা অথবা দোহন বাহনের অযোগ্যা-রোগযুক্তা গোকে হনন করিলে, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক অতিবৃদ্ধা গো ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত বধে (৭॥০) কাহন দক্ষিণা এবং (২৫॥০) কাহন দান হইবে,

ব্যবস্থা পত্রাদিতে অতিবৃদ্ধা গো বলিয়া নির্দ্দেশও থাকিবে, অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক। অত্যন্ত ব্যাধিপীড়িত মুমুর্ষু দশাগ্রস্ত, অন্ধ কিম্বা উন্মত্ত গোহননে পাদ প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে।

শূদ্রস্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত।

শূদ্রের গো যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হত্যা হয়, তবে চারিটি ধেনু মূল্য (১২) বার কাহন বরাটক দান ও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান করিবে। অজ্ঞানতঃ বধে তদর্দ্ধ (৬) কাহন দান এবং দক্ষিণা যৎকিঞ্চিৎ হইবে। স্ত্রী শূদ্রাদির জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক, একে উভয় ধর্ম্ম ঘটিলে বা একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের পাদ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শূদ্র স্ত্রী কর্ত্তৃক অজ্ঞানকৃত-শূদ্রস্বামিকগোবধ ব্যবস্থাপত্র।

শূদ্রস্বামিকগোঃ সকৃদজ্ঞানকৃত সাক্ষাৎ বধজনিত পাপ ক্ষয়ার্থিন্যা শূদ্র্যা প্রাজাপত্যব্রত-দ্বয়-পাদাচরণাদ্যসমর্থয়া যৎ কিঞ্চিদ্দক্ষিণক সার্দ্ধকার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

শূদ্রস্বামিক গোবৎস বধ প্রায়শ্চিত্ত।

শূদ্রস্বামিক একবর্ষীয় গোবৎস বধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জ্ঞানতঃ (৩) কাহন। অজ্ঞানতঃ (১॥০) কাহন শূদ্রাদি কর্ত্তৃকও জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ ইহা অপেক্ষা ন্যূন

প্রায়শ্চিত্ত আর হইবে না। দ্বিবর্ষীয় বৎসবধে এবং ত্রিবর্ষীয় বৎসবধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ এবং ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত এবং শূদ্রাদির অর্দ্ধাদি যথাক্রমে হইবে [বিপ্রস্বামিক বৎস বধ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দেখ]।

রোধাদিনিমিত্ত-গোবধপ্রায়শ্চিত্ত।

ক্ষীণা গোকে অক্ষীণা ভ্রমে (অর্থাৎ দুর্ব্বল বলিয়া না বুঝিয়া) রোধাদি করাতে, যদি সেই রোধাদি কার্য্যই তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, তবে সেই রোধাদি কর্ত্তাকে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ক্ষীণা গো দিবসে রুদ্ধ থাকায় পান আহার ও ব্যায়ামাদি করিতে না পারায় যদি মরে, তবে এই প্রকার রোধকর্ত্তা প্রাজাপত্যের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং পূর্ব্ব দিনে (মুণ্ডনের পরিবর্ত্তে) কেবল অঙ্গ লোম বপন করিবেন। যদি কুশা বা কেশের রজ্জু দ্বারা দিবসে বদ্ধ থাকায় (আহার বিহারাদির অভাবে) ক্ষীণা গোর মৃত্যু হয়, তবে বন্ধনকর্ত্তা প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক এবং এস্থলে শূদ্রাদিরা তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং পূর্ব্ব দিনে শ্মশ্রু ও লোম ছেদন করিতে হইবে। হল শকটাদিতে যোজিত হইয়া ক্ষীণা গোর যদি অতিশয় বহন নিবন্ধন (পরিশ্রমে মৃত্যু হয়, তবে ব্রাহ্মণাদির প্রাজাপত্যের পাদত্রয় এবং শূদ্রাদির তদর্দ্ধ, একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের প্রাজাপত্যের পাদ প্রায়শ্চিত্ত এবং

শিখা ব্যতীত নখ লোম ও কেশের ছেদন করিতে হইবে *। আর যদি অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র স্থূল ও হস্তপ্রমাণ দীর্ঘ, সার্দ্র ও সপল্লব দণ্ডের আঘাতে কিম্বা ক্ষুদ্র লোষ্ট্রাদির আঘাতে ক্ষীণা গোর মৃত্যু হয়, তবে পূর্ণ প্রাজাপত্য, অসমর্থ হইলে, ধেনুমূল্য (৩) কাহন উৎসর্গ করিবে, শূদ্রাদির অর্দ্ধেক ও অতিবালকাদির পাদ-প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ইহা-অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত তর দণ্ডের আঘাতে বা পূর্ব্বোক্ত অতিশয় বাহনাদি নিবন্ধন যদি গোর প্রাণ নাশ হয়, তবে চ্যবন ঋষি বলিয়াছেন, দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ প্রাজাপত্যদ্বয় করিতে হইবে। ভবদেব ভট্ট বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভয়প্রাপ্ত হওয়ায়, উচ্চস্থান-হইতে পড়িয়া বা কূপাদিতে পড়িয়াও, গোর মৃত্যু হয়, তবে সেই ভয়প্রদর্শকও প্রাজাপত্য করিবেন। যদি ক্ষীণা বলিয়া বোধ থাকে এবং রোধাদি-দ্বারা মরিলেও মরিতে পারে, এরূপ বুঝিয়াও যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার রোধাদি-কারণে গোর মৃত্যু হয়, তবে যথাক্রমে চান্দ্রায়ণের পাদাদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; শূদ্রাদিরও এই পাদ অপেক্ষা ন্যূনতর প্রায়শ্চিত্ত আর হইবে না। দ্বিপাদ ও ত্রিপাদ-স্থলে পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ হইবে ; এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র দণ্ডাদির আঘাত হইলে, পূর্ণ চান্দ্রায়ণ করিতে

* ব্যবস্থাপত্র।—ক্ষৈণ্যাজ্ঞানকৃত-ক্ষীণগব-সকৃদ্ধলাদি-যোজন-নিমিত্তক-বধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন ব্রতাদ্য-সমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-চতুষ্পণাধিক-দ্বিকার্ষাপণী—দান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং।

হইবে এবং কথঞ্চিৎ প্রশস্ত দণ্ডপাতে চান্দ্রায়ণ দ্বয় করিতে হইবে। শূদ্রাদির অর্দ্ধেক, অতিবালকাদির পাদ প্রায়শ্চিত্ত। যদি ক্ষীণা না হইয়া পুষ্টিযুক্ত গোর পূর্ব্ববৎ রোধাদি-নিমিত্ত বধ হয়, তবে যথাস্বামি-বিহিত যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদাদি করিতে হইবে।

অপালন-নিমিত্ত-গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত।

অত্যন্ত হিম কিম্বা প্রবল বায়ু বা বজ্রাগ্নি-দ্বারা আহত, কিম্বা উদ্বন্ধন-মৃত (অর্থাৎ,রাত্র্যাদিকালে পালকের অসাক্ষাতে গোর গলদেশে রজ্জু-সংযোগ থাকিয়া, যদি অজ্ঞাত রোগাদি-দ্বারাও গোর মৃত্যু হয়), অথবা প্রাচীরাদি-বিহীন ও রক্ষকশূন্য গৃহে উপেক্ষা-নিবন্ধন যদি গোর জীবন নাশ হয়, কিম্বা সর্পাদি যে কোন শ্বাপদ প্রাণিদ্বারা, অথবা গর্ত্তে, অগাধ জলে বা স্বল্পজলে পতন-দ্বারা ইত্যাদি-প্রকার যে কোন কারণেই হউক, পালকের অনবধান-নিবন্ধন গোর প্রাণবিয়োগ হইলে, উহাকে অপালন-নিমিত্তক গোবধ বলে।

বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে, অর্থাৎ, দেবতা বা পিতৃ-লোকের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত যে বৃষ বা বৎসতরী, তাহাতে কাহারও স্বত্ব না থাকায়, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার অপালন-বধ ঘটিলে, উৎসর্গকারকের কোন দোষ নাই, এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, হস্তি, অশ্ব, উৎসৃষ্ট পশু, কাণা, খোঁড়া বা

অত্যন্ত অক্ষম পশু, নব-প্রসূতা গো, ভয়-প্রাপ্তা গো এবং গ্রামান্তর-হইতে নবাগত পশুদ্বারা যদি শস্য হানি হয়, তবে কাহারও দণ্ড হইবে না ; অন্যথা পালকের দণ্ড হইবে।

যাহার হস্তে পশুর রক্ষণাবেক্ষণের এবং আহারাদি-দানের ভার সংন্যস্ত থাকে, তাহাকেই তাহার পালক বলে। যদি গবাদির রক্ষণাদির ভার দিবসে পালকে অর্পিত থাকে এবং রাত্রি-কালে গো-স্বামির গৃহে যদি পালক কর্তৃক সেই গবাদি প্রত্যর্পিত হয়,তবে যে সময়ে উহার বিনাশ হইবে, তৎকালে যাহার উপর উহার রক্ষার ভার থাকিবে তিনিই পালক সুতরাং তাঁহাকেই অপালন-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্যবস্থার্ণবকার বলেন যে, যবনাদি-কর্তৃক অপহৃত গোর বধেও (জানিতে পারিলে) গোস্বামিকে স্ব-স্বামিক গোর অপালন-বধ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

পালকের যদি প্রায়শ্চিত্ত করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে গোস্বামি তাঁহাকে ধনাদি দ্বারা সাহায্য করিবেন, কিম্বা সে যদি স্বেচ্ছায় না করে, অথবা পালক যদি ম্লেচ্ছাদি বিধর্ম্মী লোক হয়, তবে গোস্বামিকেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পঞ্চম মাসের পর, অর্থাৎ ষষ্ঠাদি—মাসীয় [কেহ বলেন, অষ্টম মাসের পর (সদা রজঃক্ষরণাশৌচ-বশতঃ) নবমাদি-মাসীয়] গর্ভযুক্তা স্ত্রী-দিগের প্রায়শ্চিত্তাদি বৈদিক কার্য্যে অধিকার নাই ; প্রতিনিধি-দ্বারা করাইতে হইবে (১ম ভাগের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ)।

অবিভক্ত গৃহস্থ-দিগের মধ্যে অপালন—বধে সাধারণ ধন-দ্বারা কর্ত্তা প্রায়শ্চিত্ত করিলে, সকলেই নিষ্পাপী হইবেন ; ভ্রাতা-দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ না পারিলে, যে কোন ভ্রাতা করিলেই, হইবে। সর্ব্বত্রই একান্নবর্ত্তী গৃহস্থের মধ্যে পিতৃ-কার্য্য, দেবকার্য্য বা অতিথি-সেবা কিম্বা প্রায়শ্চিত্তাদি প্রায় যে কোন বৈদিক কার্য্য এক জন করিলে, সকলেরই কর্ত্তব্য সমাধা হইবে। দম্পতীর মধ্যেও ভর্ত্তৃকৃত প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা উভয়ের পাপ নাশ হইবে। বহু-পালক স্থলে পালকগণ একান্নবর্ত্তী না থাকিলে, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদ, অর্থাৎ, চতুর্থাংশ করিয়া প্রত্যেককে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিম্বা সকলের নিকট-হইতে অংশমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন লইয়া, এক জনে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ; বহু গোর অপালন-বধে দ্বিগুন প্রায়শ্চিত্ত এবং বহু গোর বহু-পালক-সত্ত্বে অপালন-বধে প্রত্যেকের দ্বিপাদ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত (ইহার বিশেষ বিবরণ বহু-গোবধাদি-প্রকরণে দেখ)।

বিপ্রস্বামিক গোর অপালন-বধ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যস্বামিক গোর ব্রাহ্মণাদি-কর্ত্তৃক অপালন-বধ ঘটিলে, ইতিকর্ত্তব্যতা (আনুষঙ্গিক ক্রিয়া) সহিত প্রাজাপত্য ব্রত করণীয় তদসমর্থে, ধেনুদ্বয় দান ; তাহাতে অসমর্থ হইলে তদনুকল্প ধেনুদ্বয়ের মূল্য (৬) ছয় কাহন কড়ি বা তন্মূল্য-লভ্য রজতাদি দিবে [ধেনু—মূল্য প্রকরণ দেখ]।

ইহার দক্ষিণা বৃষ-সহিত গো, অভাবে বৃষ-মূল্য (৫) পাঁচ কাহন ও গোমূল্য (১) কাহন, একুনে (৬) কাহন দান; তদভাবে তন্মূল্য রজতাদি দিবে। শূদ্রস্বামিক-স্থলে দক্ষিণা বিশেষ নাই।

ব্যবস্থাপত্র।—বিপ্রস্বামিকগোরপালন নিমিত্তক-বধ-জনিত-পাপ-ক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন সেতিকর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্যব্রতাচরণাদ্যসমর্থেন ষট্-কার্ষাপণী-দক্ষিণক-ষট্কার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

ব্রাহ্মণী-কর্ত্তৃক অপালন-বধ।—বিপ্রস্বামিক-গোরপালননিমিত্তক-বধ-জনিত-পাপক্ষয়ার্থিন্যা ব্রাহ্মণ্যা সেতি-কর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্যব্রতার্দ্ধাচরণাদ্যসমর্থয়া ত্রিকার্ষাপণী-দক্ষিণক-ত্রিকার্ষাপণী—দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

বিপ্রস্বামিক গোর বিপ্রবালক বৃদ্ধ বা শূদ্রাদি-কর্ত্তৃক অপালন-বধেও এই অর্দ্ধেকপ্রায়শ্চিত্ত। একাদশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বালকের এবং স্ত্রীত্ব-শূদ্রত্ব-প্রভৃতি একে উভয় ধর্ম্ম থাকিলে, পাদ-প্রায়শ্চিত্ত।

শূদ্রী-কর্ত্তৃক অপালন-বধ-ব্যবস্থা।—বিপ্রস্বামিকায়া-গোরপালন-নিমিত্তক-বধ-জনিত-পাপক্ষয়ার্থিন্যা শূদ্র্যা সেতিকর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্য-ব্রতপাদাচরণাদ্যসমর্থয়া সার্দ্ধকার্ষাপণী-দক্ষিণক-সার্দ্ধকার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং।

বিপ্রস্বামিক-গোবৎসাপালন-বধ।

পূর্ণ-তৃতীয়-বৎসর-বয়স-পর্য্যন্ত গোকে বৎস বলে। বিপ্রস্বামিক গোবৎসের অপালন-বধে, সর্ব্ববর্ণেরই পূর্ব্বোক্ত পাদ-প্রায়শ্চিত্ত হইবে; তদ্ব্যবস্থা পত্র, যথা—বিপ্রস্বামিকাপ্রাপ্ত-দম্যাবস্থ-গোবৎসাপালন-নিমিত্তক-বধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন (শূদ্রাদিনা বা) সেতি-কর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্য-ব্রতপাদা-চরণাদ্য-সমর্থেন সার্দ্ধকার্ষাপণী-দক্ষিণক-সার্দ্ধকার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

শূদ্রস্বামিক গোর শূদ্রকর্ত্তৃক অপালন-বধ-ব্যবস্থা-পত্র।

শূদ্রস্বামিক গোরপালন-নিমিত্তক-বধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ সেতিকর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্য-ব্রতার্দ্ধাচরণাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-ত্রিকার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

শূদ্র, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধাদি ইহার অর্দ্ধেক, অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণা এবং (১॥০) কাহন দান করিবেন। একাদশ-বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বাল দিগেরও ঐ দেড় কাহন প্রায়শ্চিত্তই হইবে।

শূদ্রস্বামিক-গোর-ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক-অপালনবধে যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক ষট্‌কার্ষাপণী-দান; ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও ব্রাহ্মণবালকাদি-ইহার অর্দ্ধেক করিবেন।

শূদ্রস্বামিক গোবৎসের ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অপালনবধে, যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক (ষট্‌কার্ষাপণীর পাদ) সার্দ্ধ-

কার্ষাপণী দান এবং শূদ্রাদিকর্ত্তৃক বধ হইলেও, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পাদ (বারপণ-স্থলে ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত) দেড় কাহন দেওয়া ব্যবহার আছে তন্ন্যূন দিবে না এবং সর্ব্বত্র শূদ্রস্বামিক-স্থলে দক্ষিণা যৎকিঞ্চিৎ হইবে।

শূদ্রীকর্ত্তৃক শূদ্রস্বামিক-গোবৎসাপালনবধ-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপত্র।

শূদ্রস্বামিকাপ্রাপ্তদম্যাবস্থ-গোবৎসাপালননিমিত্তক বধ-জনিত-পাপক্ষয়ার্থিন্যা শূদ্র্যা সেতিকর্ত্তব্যতাক-প্রাজাপত্যব্রতপাদাচরণাদ্যসমর্থয়া যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সার্দ্ধকার্ষাপণী—দানরূপঃ প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

বহু-গোবধাদি-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

অজ্ঞানতঃ এক-প্রযত্ন-নিষ্পন্ন কার্য্য দ্বারা এক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বহু-গোবধ বা গোদ্বয়-বধ হইলে, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রযত্নের (চেষ্টার) প্রভেদ থাকিয়া, ক্রমশঃ কৃত হইলে, প্রতি-গোবধেই পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; কারণ, উপপাতকে তন্ত্রতা নাই জ্ঞানতঃ হইলে, ত্রিগুণ। পূর্ব্ববৎ এক প্রযত্ন-দ্বারা একটী গো, বহু ব্যক্তিকর্ত্তৃক হনন হইলে, প্রত্যেককে পাদ-প্রায়শ্চিত্ত এবং গোদ্বয় বা বহু গো বহুব্যক্তিকর্ত্তৃক বধ হইলে, প্রত্যেককে দ্বিপাদ

করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; প্রযত্নের ভেদ থাকিলে, প্রত্যেকে প্রতি গোবধেই দ্বিপাদ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, এস্থলেও এক-প্রযত্ন-দ্বারা বহু ব্যক্তি—কর্ত্তৃক বহু-গোবধ যদি জ্ঞানকৃত হয়, তবে পাদদ্বয়ের দ্বিগুণ, অর্থাৎ, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। দুই ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এক-প্রযত্ন দ্বারা অজ্ঞানতঃ বহু গো হনন হইলে, দুই ব্যক্তিকেই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এস্থলেও জ্ঞানকৃত হইলে, পূর্ণপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অপালনস্থলে বহু গোবধ হইলেও, এইরূপে যথোক্তের দ্বিগুণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বহু গোর অপালন-বধ-ব্যবস্থাপত্র।—ব্রাহ্মণস্বামিকানাং অনেক গবানামপালনাৎ গৃহদাহাদিনিমিত্তকৈকদিন-বধজনিত-পাপক্ষয়ায় দ্বিগুণ ব্রতাদ্যশক্তৌ ব্রাহ্মণেন দ্বাদশকার্ষাপণী-দক্ষিণক-দ্বাদশকার্ষাপণী-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

গর্ভিণ্যাদি-বহু-গোবধে ইহার দ্বিগুণ, বহু-গোবৎস-বধে পাদ, শূদ্রাদি কর্ত্তৃক বধে অর্দ্ধেক, অতি-বলকাদি কর্ত্তৃক বধে পাদ, ইত্যাদি পূর্ববৎ সঙ্কলন হইবে।

অস্থি-ভঙ্গাদি-প্রায়শ্চিত্ত।

বৎস বা পূর্ণ-বয়স্ক গোর শৃঙ্গ ভঙ্গ বা অস্থি ভঙ্গ করিলে, কিম্বা কর্ণ বা লাঙ্গুল ছেদ করিলে, [যদি

ষণ্মাস-মধ্যে মৃত্যু সম্ভব থাকে, তবে ঐ কাল অপেক্ষা করিবে, নচেৎ তৎ-কাল-মধ্যেই,] সর্ব্ববর্ণেরই প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে ; তদশক্তে (৩) কাহন দান করিয়া, যৎ-কিঞ্চিদ্দক্ষিণা দিবে। অস্থি-ভঙ্গাদি-কারণে যদি ষণ্মাসের মধ্যে গোর মৃত্যু হয়, তবে অজ্ঞানকৃত সেই গোবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; তথায় অস্থি-ভঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত পৃথক আর করিতে হইবে না এবং ষণ্মাসের পরে মরিলে বধ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

অস্থিভঙ্গ-ব্যবস্থা-পত্র :—বিপ্রস্বামিক-গোরস্থিভঙ্গজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন (শূদ্রেণ বা) প্রাজাপত্য-ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-ত্রিকার্ষাপণী-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং ॥

বিপ্রকর্ত্তৃক গোরণ্ডমোচন-প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণ যদি গোর অণ্ডমোচন করেন, তবে চান্দ্রায়ণব্রত ; অসমর্থে, সার্দ্ধসপ্ত ধেনু-মূল্য (২২।০) কাহন দান করিবেন ও তাঁহার আদেশে যদি অপর কাহার দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হয়, তবে আদেষ্টা ব্রাহ্মণ অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত ও (১১।০) কাহন উৎসর্গ করিবেন।

গোমাংস-ভক্ষককে গোবিক্রয়াদি-প্রায়শ্চিত্ত।

গোভিল বলিয়াছেন,গোমাংস-ভক্ষক ম্লেচ্ছাদিকে গোবিক্রয় বা বদল করিলে,ব্রাহ্মণেরা শিশুচান্দ্রায়ণ-ব্রত,অশক্তে পাদোনধেনুচতুষ্টয়-মূল্য (১১।০) কাহন দান করিবেন ; শূদ্রেরা যথাস্বামিক অজ্ঞানকৃত-গোবধের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ শূদ্রস্বামিক গো যবনাদিকে বিক্রীত হইলে, সার্দ্ধকার্ষাপণী-দান ও যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণা দিতে হইবে। এই গো যদি যবনাদি-কর্ত্তৃক বধ হয়, তবে জানিতে পারিলে, বিক্রেতাকে যথাস্বামিক অজ্ঞানকৃত-গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপত্র।—গোমাংসখাদকাধিকরণক-গোবিক্রয়জনিতপাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন শিশুচান্দ্রায়ণ-ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সপাদৈকাদশকার্ষাপণী-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

হলশকটাদি-যোজন-প্রায়শ্চিত্ত।

যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বয়ং বৃষকে হলে বা শকটে যোজন করাইয়া, বাহন, করান, তবে তাঁহাকে প্রাজাপত্যব্রতদ্বয়ানুকল্প ধেনুদ্বয় অভাবে (৬) ছয় কাহন দান করিতে হইবে। যদি স্ত্রী গো-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করান হয়, তবে উহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ, (১২) বার কাহন দান করিতে হইবে। আর উৎসৃষ্ট বৃষ (বা বৎসতরী) বা কপিলা গো হলে, (বা শকটে) জ্ঞানতঃ যোজন করাইয়া, যে

কোন জাতি যদি বাহন করান, তবে তাঁহাকে চান্দ্রায়ণদ্বয়, অশক্তে (৪৫) কাহন উৎসর্গ করিতে হইবে, অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক।

গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত-নিষেধ।

গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত-নিষেধ।

গবাদির চিকিৎসার্থ মাংস বা শিরাচ্ছেদ কিম্বা দাহাদি যন্ত্রণা-দ্বারা বা অন্তর্মৃত-গর্ভবিমোচন-দ্বারা যত্ন করিয়াও, যদি গোর প্রাণনাশ হয় এবং প্রাণরক্ষার্থ প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্য ও জলপান-দ্বারা যদি গোর প্রাণ বিনাশ হয়, তবে পাপ হইবে না। যাগাঙ্গ বা চিহ্নার্থ ত্রিশূলাদি করণে এবং হলাদি বাহনে চর্ম্মনির্ম্মোচন হইলেও পাপ হইবে না। পালকের রক্ষা-চেষ্টা সত্ত্বেও শঙ্কারহিত স্থলে দৈবাৎ বন্ধন-রহিত গো যদি প্রজ্বলিত অগ্নি বা কূপাদিতে পতিত হয়, বা ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, বা গৃহ-বৃক্ষাদি-পতন-দ্বারা বিনষ্ট হয়, তবে পাপ হইবে না। দণ্ডাদির সামান্য আঘাতে ব্যাধিযুক্ত গো যদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, পরে উঠিয়া পাঁচ বা সাত পা গমন-পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রাসগ্রহণ ও জলপান করিয়া মরে, তবে পূর্ব্বব্যাধি-বিনষ্ট বলিয়া, উহাতেও পাপ নাই; যদি এস্থলে কোন ব্যাধি না থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ধর্ম্মার্থ নির্ম্মিত কূপ বা পরীখাদিতে পড়িয়া গো বিনষ্ট হইলে, কূপ-কর্ত্তার দোষ নাই। প্রতিদিন গোগৃহে মশকাদি নিবারণার্থ ধূম (সাঁজাল)

না করিলে, পালক মক্ষিকাপূর্ণ নরকে পতিত হইয়া, মক্ষিকাগণ-দ্বারা ভক্ষিত হইবেন, সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া, (পালকের রক্ষণাবেক্ষণ-চেষ্টা-সত্ত্বেও) যদি গোর মৃত্যু হয়, তবে দোষ নাই। পালকের অসন্নিধানে ঐরূপ মরণে অপালন-দোষ হইবে।

পঞ্চবিধ বধিত্বনির্ণয় ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত।

কর্ত্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তী, এই পাঁচ প্রকার কর্ত্তা। যৎকর্ত্তৃক প্রহারাদি-দ্বারা গবাদির প্রাণ-বিয়োগ হয়, তিনি কর্ত্তা। যে ব্যক্তি বধাদি-কার্য্য-সমাধার জন্য অন্য ব্যক্তিকে বেতনাদি-দ্বারা প্রবৃত্ত করান বা স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রণা দান ও বধোপায়াদি-প্রদর্শন দ্বারা উৎসাহিত করেন, তিনি প্রযোজক। যিনি বধ্য জীবের পলায়ন-পথ রোধ করেন, তিনি অনুগ্রাহক। আমি ইহাকে হনন করি, এই প্রকারে কথিত অন্য বাক্যে যিনি অনুমতি দেন, বা নিষেধে সক্ষম হইয়াও, যিনি এ কার্য্যে নিষেধ না করেন, তিনি অনুমন্তা। হনন হউক, এই ইচ্ছায় যিনি হন্তার ক্রোধোৎপাদন করেন তিনি নিমিত্তী। এই প্রযোজক-প্রভৃতিকে ক্রমশঃ মূল বধকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্তের পাদ-পাদ-ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; ইহা শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের মত। ভবদেবভট্ট বলেন, ক্রমশঃ হন্তার প্রায়শ্চিত্তের অষ্টভ গৈক ভাগ হানি হইবে।

গবেতর-পশুপক্ষ্যাদি-বধ।

যজ্ঞাদি-ব্যতিরেকে অকারণ জ্ঞানতঃ যদি অশ্বহত্যা করে, তবে বস্ত্র দান করিবে; গজহত্যায় পঞ্চ নীল-বৃষ দান এবং ছাগ মেষ বা গর্দ্দভ হত্যায় এক বর্ষীয় বৃষ দান করিবে। এই সকল যথোক্ত দানে অসমর্থ হইলে, প্রাজাপত্য-ব্রত, তদশক্তে (৩) কাহন দান। হংস, বক, ময়ূর, শ্যেন ও ভাসপক্ষী এবং কুক্কুরাদির বধে ত্রিরাত্রোপবাস, অসমর্থে (১৷৹) কাহন দান; বারম্বার বধে গোদান, অশক্তে তন্মূল্য (১) কাহন দান। কৃকলাসাদির সহস্রবধে এবং পূর্ণ-শকট-প্রমাণ পিপীলিকাদি-বধে (১১৷৹) কাহন দান। অস্থিমান ক্ষুদ্রপ্রাণিরবধে কিঞ্চিৎ ধান্যাদি দান ও অস্থিহীন ক্ষুদ্রজীব-বধে তিন বার প্রাণায়াম করিবে। অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক ও বালকাদিরও অর্দ্ধেক। অতিশয় ফলবান্ বৃক্ষলতাদি ছেদনে প্রাজাপত্য-ব্রত, অশক্তে (৩) কাহন দান সাধারণতঃ বৃক্ষ-লতাদি গৃহস্থোচিত কার্য্যের জন্য ছেদন করিলে, পাপ হইবে না। [অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে জীবন্ত বৃক্ষলতাদি ছেদন করিবে না।]

শূদ্রবধ-প্রায়শ্চিত্ত।

জ্ঞানকৃত শূদ্রবধে নবম মাসিক ব্রত, অশক্তে দ্বাদশ-ধেনুমূল্য (৩৬) কাহন দান করিবে; বালকবৃদ্ধাদির অর্দ্ধেক। রজকাদি অন্ত্যজ-বধে চান্দ্রায়ণ, অজ্ঞানতঃ পরাক এই সকল বধ প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্ববর্ণ-সাধারণ।

গবেতর পশু-পক্ষ্যাদি বধ।

জ্ঞানকৃত বিবাহিতা বা অবিবাহিতা ব্রাহ্মণিবধে ব্রহ্মহত্যার অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত; অশক্তে নবতি-ধেনুমূল্য (২৭০) কাহন উৎসর্গ। শূদ্রস্ত্রী-বধে একবার্ষিক-ব্রত, অশক্তে পঞ্চদশ-ধেনুমূল্য (৪৫) কাহন দান; অজ্ঞানতঃ সর্ব্বত্র অর্দ্ধেক, সর্ব্বত্র বালক বৃদ্ধাদির অর্দ্ধেক ও একে উভয় ধর্ম্ম থাকিলে, বা একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকাদির পাদ-প্রায়শ্চিত্ত এই সকল প্রায়শ্চিত্ত সবর্ণা-স্ত্রীবধে কিম্বা উত্তমবর্ণ-কর্তৃক অধমবর্ণা-স্ত্রীবধে জানিবে, উত্তমবর্ণা স্ত্রী-প্রভৃতিকে অধমবর্ণে বধ করিলে, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণীবধ-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপত্র।—সকৃৎ-জ্ঞানকৃত-ব্রাহ্মণীবধজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সপ্তত্যধিক-দ্বিশতকার্ষাপণীলভ্য-রজত-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

ব্যাভিচারিণী-বধ-প্রায়শ্চিত্ত।—একবার উত্তমবর্ণ বা সবর্ণব্যভিচরিত ব্রাহ্মণীকে জ্ঞানতঃ বধ করিলে, সাম্বৎসরিক-ব্রত-অশক্তে পঞ্চদশ-ধেনুমূল্য (৪৫) কাহন দান এবং (৪৫) কাহন দক্ষিণা। পূর্ব্বোক্ত

প্রকার শূদ্রা-বধে তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত অশক্তে ধেনুদ্বয়, অভাবে (৬) কাহন দান ও যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণা দিবে। বারম্বার সবর্ণ বা উত্তমবর্ণ-ব্যভিচারদূষিতা কিম্বা একবার অধমবর্ণ-সংগতা স্ত্রীবধে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত; যথা,—পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণী-বধে চর্ম্মনির্ম্মিত জীনদান, শূদ্রীবধে মেষদান, জ্ঞান কৃত বধে সর্ব্বত্র দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত; মেষাদির অভাবে তন্মূল্য দিবে। চাণ্ডালাদি-হীনবর্ণসংগতা-স্ত্রীবধে প্রায়শ্চিত্ত নাই; কারণ, বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, এরূপ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে বা বধ করিবে। হারিত বলিয়াছেন, উপপতি-দ্বারা গর্ব্ভিণী কিম্বা অধমবর্ণ-সংগতা, শিষ্য বা সুতগামিনী, পাপব্যসনাসক্তা, ধনধান্য-ক্ষয়কারিণী বা স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে ত্যাগ করিবে, বধ করিবে না। মিতাক্ষরা-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে, নীচবর্ণসংগতা স্ত্রীর যদি উপপতি-দ্বারা গর্ভ না হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, নচেৎ নহে। হীনবর্ণোপভুক্তা পতিতা স্ত্রীর জ্ঞানকৃত সহবাসে সদ্যঃ-পাতিত্য হয়, অজ্ঞানতঃ দুই বারে পাতিত্য। অশীতি-রক্তিকা-পরিমিত-স্বর্ণ-চৌর্য্যাদি-দ্বারা পতিতা স্বস্ত্রী-গমনে কিম্বা ঐ প্রকারে পতিত ব্যক্তির সহিত যৌনি-সম্বন্ধ বা যাজন অধ্যাপন কিম্বা একত্র শয়নাদি-দ্বারা গুরুসংসর্গ ঘটিলে, অজ্ঞানতঃ সম্বৎসরে এবং জ্ঞানতঃ ষণ্মাসে পাতিত্য হইবে। পতিত না হইলেও, পরদার গমনাদি-রূপ কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির সহিত ও সম্বৎসর-সহবাসে তত্তুল্যতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

গর্ব্ভবধ-প্রায়শ্চিত্ত।

গর্ব্ভবধে পুরুষ বা স্ত্রী বলিয়া জানিলে, যে বর্ণের গর্ব্ভবধ হইবে, তদ্বর্ণোক্ত পুম্বধ বা স্ত্রী-বধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বলিয়া জানিতে না পারিলে, তদ্বর্ণোক্ত পুম্বধ-প্রায়শ্চিত্তই করিবে এবং তদ্বর্ণের আত্রেয়ী *-বধেও তদ্বর্ণোক্ত পুম্বধ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

চাণ্ডাল-প্রভৃতির অন্নাদি-ভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত †।

চাণ্ডালান্ন বা শূদ্রান্ন কাহাকে বলে, তাহা চতুর্থ ভাগে মুমূর্ষু কৃত্য-প্রকরণে (৬২ পৃষ্ঠায়) দেখান হইয়াছে। এক সময়ে এক উপক্রমে একাসনে বসিয়া যে ভোজন, তাহাকেই একবার ভোজন বলে এই ভাবে প্রতি-গ্রাস-ভক্ষণকে পুনঃপুনর্ভোজন বলে না। পান-সম্বন্ধেও এই নিয়ম [এই বিষয়ে মহর্ষি

---

* স্ত্রীদিগের রজোদর্শনের ষোড়শ-দিন-ব্যাপী ঋতুকাল, ঐ কালে স্ত্রীদিগের নাম আত্রেয়ী। আত্রেয়ী-বধে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য হওয়ার কারণ এই যে, এইকালে পুরুষ-সংসর্গান্বিতা স্ত্রীর গর্ভ থাকিবার সম্ভব আছে।

† 'প্রায়ঃ'-শব্দে তপস্যা এবং 'চিত্ত'-শব্দে নিশ্চয়; সুতরাং পাপক্ষয়-সাধনত্ব-রূপে নিশ্চিত যে ক্লেশকর কার্য্য, তাহাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলে।

চাণ্ডাল প্রভৃতির অন্নাদি-ভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন দুই বার ভোজন করিতে পারেন। দিবাভোজন (দুই প্রহরের পর) আড়াই প্রহর বেলার মধ্যে এবং রাত্রি ভোজন (চারি দণ্ড রাত্রির পর) দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে প্রশস্ত। তৎপরে মহানিশা ; মহানিশায় ভোজন করা অবৈধ।]

অন্নাদি যদি মুখে দিয়াও, গলাধঃকরণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ এই ভক্ষণোদ্যমে ভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সর্ব্বত্র উচ্ছিষ্ট-দ্রব্য-ভোজনে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি)-ভোজনে সর্ব্বত্র পকান্ন-ভোজনের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত এবং জল কিম্বা আমান্ন (তণ্ডুলাদি)-ভোজনে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ পকান্ন-ভোজনের পাদ-প্রায়শ্চিত্ত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত দেখান হইবে, সর্ব্বত্র অভক্ষ্যভক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পাদ-পাদ ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত করিবে, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পাদ-প্রায়শ্চিত্ত করিবে। স্ত্রী, বালক, রোগী ও বৃদ্ধ স্ব স্ব-বর্ণবিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

যম বলিয়াছেন, মনুষ্যদিগের দুষ্কৃতি অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ; সুতরাং পাপিষ্ঠের অন্ন-ভোজনে পাপ-ভোজন হয়। চাণ্ডাল, শ্বপচ, মেথর, মুর্দ্দফরাস, ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি জাতিকে অন্ত্যাবসায়ী বা অন্ত্য জাতি বলে। (কেহ কেহ ইহাদিগকে অন্ত্যজও বলেন।) ইহাদিগের অন্ন ব্রাহ্মণেরা

জ্ঞানতঃ একবার ভোজন করিলে, তাঁহাদের চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে ; অজ্ঞানতঃ তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত, অসমর্থে পাদোন-ধেনু চতুষ্টয়-মূল্য (১১।০) কাহন দান করিবে। চাণ্ডালাদির অন্ন কেহ যদি বল-পূর্ব্বক ভোজন করায় তবে পরাক-ব্রত, অশক্তে পঞ্চধেনু মূল্য (১৫) কাহন উৎসর্গ করিবে। ঐ প্রকার বলাৎকার দ্বারা আমান্ন ভোজন করিলে, প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত, অশক্তে (১॥০) কাহন উৎসর্গ করিবে। ঐরূপ বলাৎকার-দ্বারা আপৎকালে অজ্ঞানতঃ অন্ন-ভোজনান্তর যদি বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে, তবে ধেনুদ্বয়, অশক্তে (৬) কাহন দান করিবে। এস্থলে যদি ঐরূপে উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া ঐরূপ বমি দ্বারা উদ্গীরণ করে, তবে পরাক-ব্রত, অশক্তে (১৫) কাহন দান করিবে। বলাৎকার-স্থলে, আমি এই কুকার্য্য করিতেছি, এই প্রকার বিষয়-জ্ঞান থাকায়, অজ্ঞানতঃ অপেক্ষা পাপাধিক্য-বশতঃ প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য হওয়াও উচিত।

ব্যবস্থাপত্র।—সকৃজ্জ্ঞানকৃত-চা[illegible]ণ্ডালান্নভোজনজনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

এই সকল চাণ্ডালান্ন-ভোজনাদি উপপাতক ; সুতরাং, ইহার অভ্যাসে, অর্থাৎ, বারম্বার ভোজনে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তি করিতে হইবে। চাণ্ডালাদির অন্ন অজ্ঞানতঃ আটচল্লিশ বার ভোজনে

পাতিত্য *। পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, অশক্তে একশত আশী ধেনু-মূল্য (৫৪০) কাহন দান করিতে হইবে। অজ্ঞানতঃ আটচল্লিশ বারের অধিক ভোজন-স্থলেও এই পাতিত্য-প্রায়শ্চিত্তই করিতে হইবে; (কারণ,যে পাপই হউক, অভ্যাস দ্বারা মহাপাতকের তুল্যতা

---

* প্রায়শ্চিত্ত-ব্যতিরিক্ত কোন বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী না থাকিয়া, পরকালে নরকভাগী হওয়াকে, পাতিত্য বলে। পতিতদিগের কেবল সন্ধ্যা-উপাসনা করায় এবং হরিনাম-স্মরণাদিতে অধিকার আছে। পতিতগণ সাধারণতঃ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত (প্রকরণে দেখ) করিলে, শুদ্ধ হইবে। পতিত ব্যক্তি পাতিত্যজনক বহু দুষ্কার্য্য করিলে, তাহার নানাপ্রকার নরক হইতে পারে; কিন্তু, তাহার পাতিত্য বারম্বার হয় না। ইহার কারণ, বোধ হয় যে, আত্মার, যে সকল গুণের অপচয় হইয়া, পাতিত্য জন্মে, দ্বিতীয় বারে তত্তদ্গুণের অভাব-হেতু পুনঃ-পুনর্ব্বার পাতিত্যের অসম্ভব। পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, সংস্পর্শন, শয়ন, উপবেশন, পংক্তি-ভোজন, পতিতের দান-গ্রহণ এবং নিশ্বাস-গ্রহণেও ক্রমশঃ পাপসংক্রম হইয়া থাকে, ইহা আশ্চর্য্য নহে, বিজ্ঞান সম্মতঃ; কারণ, যেরূপ লোকের সংসর্গে থাকা যায়, শারীরিক-তাড়িতশক্তির সংক্রম-গুণে উভয়ের দোষ-গুণ সংক্রামিত হইয়া ক্রমে সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করে; এই জন্য অন্ত্যজাতির অন্নভোজন-প্রভৃতি অপেক্ষা স্ত্রীসঙ্গমরূপ (আভ্যন্তরিক-ধাতু-সম্মীলন-জন্য) গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃ-পাতিত্য হইয়া থাকে। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, মনুষ্যেরা গুরু-লঘু-পাপ-দ্বারা ক্রমে 'অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, সৎকার্য্যদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার উৎকর্ষ হইয়া, সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপই কর্ম্ম-দোষে পাতিত্য জন্মে।

প্রাপ্তি হইলে, তত্রতাহেতুক এক প্রায়শ্চিত্তই হইবে)। জ্ঞানতঃ চব্বিশ বার ভোজনে পাতিত্য এবং আট-চল্লিশবার ভোজনে সাম্য অর্থাৎ তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হইবে। এই সাম্য-স্থলে মহাপাতকের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, পাপ নাশ হইবে ; কিন্তু, ব্যবহার্য্য † হইতে পারিবে না, বলিয়া শাস্ত্রের আদেশ আছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই, অর্থাৎ, জ্ঞানকৃত পাপে মহাপাতকের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলে, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, ব্যবহার্য্য হইবে না।

অন্ত্যজাতির অন্ন-ভোজন-প্রায়শ্চিত্ত।

রজক, চর্ম্মকার, শৌণ্ডিক, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদভিল্ল, কাপালিক, শৈলুষক, ডোম ইত্যাদি জাতিকে

---

† ব্যবহার্য্য না হইবার কারণ এইরূপ বোধ হয় যে, গুরুতর পাপ-দ্বারা পঞ্চকোষাত্মক দেহের সুক্ষ্মাবয়ব-জ্ঞান-পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া, তজ্জাতিত্ব (অর্থাৎ, চাণ্ডালাদি-বৎকর্ম্মানবিকারিত্ব)-লাভ হওয়ায়, স্বীয় জাতীয় অস্তিত্ব প্রভৃতি ধ্বংস প্রায় হইয়া যায় ; সুতরাং, প্রায়শ্চিত্তাদি চেষ্টা-দ্বা[illegible] আর অবিকল পূর্ব্ব ভাব লাভ হয় না ; কিন্তু, অজ্ঞানতঃ পাপে স্থূল আবরণ অষ্ট ধাতুর ও ওজঃ ধাতুর পরিণাম ব্রহ্মাণ্ডের [illegible] ধ্বংস হইয়া, পাতিত্য জন্মে ; কিন্তু, বিজ্ঞানময়-কোষ প্রভৃতি সূক্ষ্ম স্তরের বিকৃতি হয় না। যেমন, সর্প-বিষে রক্ত জলবৎ হইয়া গেলেও, যদি মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কাদি-যন্ত্রাভ্যন্তরে রক্ত থাকে, তবে তখনও ঔষধ দিলে, পুনর্জ্জীবন লাভ হইতে পারে ; কিন্তু, নীরক্ত হইলে, আর জীবন সঞ্চার হয় না।

'অন্ত্যজ' বলে। ইহাদিগের অন্ন এবং এই সকল অন্ত্যজের পুরোহিতের অন্ন, অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন, যাহার গৃহে উপপতি গমনাগমন করে, তাহার অন্ন, অতি নৃশংস ব্যক্তির অন্ন ও সূতিকার ব্রাহ্মণেরা একবার অজ্ঞানতঃ ভোজন করিলে, প্রাজাপত্যদ্বয়, অশক্তে ধেনুদ্বয়ের মূল্য (৬) কাহন দান করিবেন। নব্বইবার ভক্ষণে পাতিত্য-হেতুক মহাপাতক-প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় (৫৪০) কাহন দান করিতে হইবে। জ্ঞানতঃ একবার ভোজনে প্রাজাপত্য-চতুষ্টয়, অশক্তে (১২) কাহন দান; জ্ঞানতঃপঁয়তাল্লিশ বার ভোজনে পাতিত্য, নবতিবার ভোজনে তজ্জাতিত্ব-প্রাপ্তি হইবে। এস্থলে মহাপাতক-প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও,ব্যবহার্য্য হইবে না। সর্ব্বত্র জল পানে ও আমান্ন-ভোজনে পাদ এবং শুষ্কান্ন-ভোজনে অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত। শূদ্রদিগের সর্ব্বত্র পাদ-প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রীলোক ও বালকাদির সর্ব্বত্র স্বজাত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সাধারণতঃ সৎশূদ্রের অন্ন ভোজনে জ্ঞানতঃ প্রাজাপত্য। শূদ্রান্ন-ভোজনে ব্রহ্মতেজের হানি হয়। মৃগ, অজ এবং কুক্কুর ‡, এই সকল জীবিকার জন্য যে পোষণ করে,

---

‡ মার্জ্জার, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও বিহঙ্গম, এই সকল যদি জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণেরা পোষণ করেন, তবে নরক হইবে, নচেৎ বিশেষ দূষ্য নহে।

তাহার অন্ন এবং স্ত্রী-উপজীবী ব্যক্তির অন্ন, শক্রর অন্ন অবীরার অন্ন ও সংস্কারহীন নরনারীর অন্ন অভক্ষ্য ইহার প্রায়শ্চিত্ত অভ্যাস-অনভ্যাস-ভেদে প্রাজাপত্যাদি বিশেষ হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরান্ন ও পরগৃহে বাস ত্যাগ করিবেন, অমাবস্যায় পরান্ন-ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ।

তৃণ বৃক্ষপত্র কিম্বা অন্য কোনঃ পাত্র ব্যবধান-ব্যতীত ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য, পানীয়দ্রব্য, লবণ-ব্যঞ্জন, মধু, শাক ও দধিদুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য যদি কেহ, হস্তে করিয়া, কিম্বা লৌহ-পাত্রে করিয়া, পরিবেশন করেন, তবে উহা জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে, সান্তপন-ব্রত, অশক্তে (১) কাহন দান করিতে হইবে এবং দাতাও নরকগামী হইবেন। এক-হস্ত-দ্বারা প্রদত্ত এবং শূদ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করাও দোষজনক।

চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন-প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ একবার চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে, পতিত হইবেন, জ্ঞানতঃ একবার সহবাসেই তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এস্থলে দ্বি[illegible] প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, ব্যবহার্য্য হইবেন না। পাতিত্য-প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শূদ্রের পাদ-প্রায়শ্চিত্ত। সর্ব্বত্র অভিগমে যে বর্ণের পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইয়াছে, তদ্বর্ণের স্ত্রীর-ও সেই প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ, চাণ্ডাল স্ত্রীগমনে পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত, চাণ্ডাল-সংসর্গ-দূষিতা নারীরও সেই প্রায়শ্চিত্ত স্ত্রী বলিয়া এখানে অনুগ্রহ হইবে না।

অন্তজা বা অন্ত্যজ গমন-দ্বারা গর্ভোৎপত্তি ঘটিলে, উভয়েই সমত্ব-প্রাপ্তি হইবে। এস্থলে উচ্চ বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এরূপ উৎকট পাপিদিগের গঙ্গাস্নানই ভরসা-স্থল।

অন্ত্যজ-স্ত্রীগমন-প্রায়শ্চিত্ত।

অজ্ঞানতঃ একবার রজকাদি স্ত্রীগমন করিলে, ব্রাহ্মণকে চন্দ্রায়ণ করিতে হইবে ও জ্ঞানতঃ চন্দ্রায়ণ-দ্বয় করিবেন। অজ্ঞানতঃ চতুর্বিংশতি বার গমনে পাতিত্য এবং জ্ঞানতঃ দ্বাদশ বার গমনে পাতিত্য ও জ্ঞানতঃ চতুর্বিংশতি বার গমনে সাম্য, অর্থাৎ, তজ্জাতিত্ব-প্রাপ্তি হইবে। এস্থলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহার্য্য হইবে না। শূদ্রের পাদ-প্রায়শ্চিত্ত।

অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালাদির সহিত বাস।

আত্মপরিচয় গোপন করিয়া, চাণ্ডাল যবনাদি কোন অন্ত্যজাতি যদি গৃহে বাস করে, তবে সম্বৎসরের মধ্যে জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া, ব্রাহ্মণেরা তৎসর্গজনিত পাপের ক্ষয়ের জন্য চন্দ্রায়ণ করিবেন এবং শূদ্রেরা প্রাজাপত্য করিবে।

অপবিত্রসংস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজন ও জলাদি পানপ্রায়শ্চিত্ত।

সাধারণতঃ যৎস্বামিক অন্ন-ভোজনে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তৎস্পৃষ্টান্ন-

ভোজনে (তদামান্ন-ভোজনের ন্যায়) তাহার পাদ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার্ণব-সংগ্রহকার-প্রভৃতির এই মত। শঙ্খবচনেও উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মপতিত ব্যক্তির চাণ্ডালাদি অন্ত্যজের, রজস্বলার, অবধূতমতাবলম্বী ব্যক্তির, কুণী কুষ্ঠি কুনখী প্রভৃতি রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং অমেধ্য (অর্থাৎ, নপুংসকের বা জনন-মরণাশৌচ-বিশিষ্ট প্রভৃতি অপবিত্র) ব্যক্তির সংস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজনে অজ্ঞানতঃ প্রাজাপত্য, জ্ঞানতঃ প্রাজাপত্যদ্বয় করিতে হইবে।

চাণ্ডালাদির স্পৃষ্ট জল-পানে দ্বাহসাধ্য সান্তপন-ব্রত, অশক্তে এক কাহন দান জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালাদির ভাণ্ডে করিয়া জল পান করিলে, (১।•) কাহন দান করিবে। ম্লেচ্ছ-যবন এবং চাণ্ডালাদির সংস্পৃষ্ট দুগ্ধ পান করাও দোষ জনক।

চাণ্ডালাদির প্রতিগ্রহ-প্রায়শ্চিত্ত।

চাণ্ডালাদি-কর্ত্তৃক স্বর্গভোগাদি-ফ[illegible]-উদ্দেশ্যে উৎসর্গী-কৃত যে দ্রব্য, তাহা প্রতিগ্রহ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিলে, তৎ তৎ-জাতির অন্ন-ভোজনের যে প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানতঃ, ও অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণকে সেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানতঃ একবার প্রতিগ্রহে চান্দ্রায়ণ ও অজ্ঞানতঃ তপ্তকৃচ্ছ্র। কৈবর্ত্ত-রজকাদি অন্ত্যজের নিকট-হইতে জ্ঞানতঃ একবার প্রতিগ্রহে প্রাজাপত্য-চতুষ্টয় ও অজ্ঞানতঃ প্রাজাপত্য-

ব্যয় করিতে হইবে। এই পতিত জাতির নিকট হইতে বা দুষ্ক্রিয়াশালী তস্করাদির নিকটহইতে প্রতিগ্রহ বা যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা লব্ধ যে দ্রব্য তাহা ধর্ম্ম কার্য্যোপযোগী নহে, অর্থাৎ নরক জনক হইয়া থাকে। কুলটা, ক্লীব এবং পতিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির নিকট হইতেও অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা যায়। কেহ কেহ বলেন, কুলটা ক্লীব ও ঐহিক পতিত, এই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট থাকায় তদ্ভিন্ন জাতিপতিতদিগের নিকট হইতে অযাচিত দ্রব্য গ্রহণে দোষ নাই। [ইহার বিশেষ বিবরণ ৫ম ভাগে দানবিধিতে দেখ।]

অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।

অজ্ঞানতঃ একবার গোমাংস ভক্ষণ করিলে, প্রাজাপত্য, বারম্বার ভোজনে প্রত্যেক বারে প্রাজাপত্যের আবৃত্তি করিবে, জ্ঞানতঃ বারম্বার ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ, দক্ষিণা (৬) কাহন দিবে। গোমাংস কিম্বা অশ্ব হস্তি উষ্ট্র বা (শশকাদি ভক্ষ্য পঞ্চনখি ব্যতীত) পঞ্চনখিদিগের মাংস, মাংস-ভোজী জীবের মাংস ও গ্রাম্যকুক্কুট মাংস দীর্ঘকাল ভোজন করিলে, সম্বৎসর ব্রত, অশক্তে পঞ্চদশ ধেনু মূল্য (৪৫) কাহন উৎসর্গ করিবে।

(হি—ষ—৫)

পেঁয়াজ, রসুন, গাঁজর, ছত্রাক (পাতালকোঁড়), গ্রাম্যকুক্কুট ও গ্রাম্যশূকর জ্ঞানতঃ ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ এবং অজ্ঞানতঃ তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত অশক্তে পাদোন ধেনুচতুষ্টয় মূল্য (১২৷৹ কাহন) দান।

বিষ্ঠা, মূত্র ও শুক্র ভক্ষণে জ্ঞানতঃ চান্দ্রায়ণ এবং পঞ্চবর্ষের অধিক ও একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককর্ত্তৃক অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠাদি ভোজনে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত ও জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ।

এই গোমাংস প্রভৃতি উল্লিখিত অভক্ষ্য দ্রব্য জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ ভোজনে যথা কথিত প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণের পুনশ্চ উপনয়ন দিতে হইবে। এই উপনয়ন দক্ষিণায়ণাদি অকালে এবং অনধ্যায় দিনেও হইতে পারে, উপনয়ন দিতে না পারিলে, তৎপরিবর্ত্তে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

হংস, চক্রবাক, সারস, ভাস, খঞ্জন, বক, কাক ও কোকিলাদি পক্ষিমাংসে জ্ঞানতঃ ভোজনে প্রাজাপত্য। শম্বূক, শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দ্দক ভক্ষণে এবং রজস্বলাসংস্পৃষ্ট জলও দশদিনের মধ্যে নবোত্থিত নূতন কূপাদির জল বা বর্ষাভিন্ন কালের নূতন বৃষ্টিজল পানে এবং ঐ দশাহ কালের মধ্যে নবপ্রসূতা গো মহিষ বা ছাগাদির দুগ্ধ অজ্ঞানতঃ পানে পঞ্চগব্য মাত্র পান করিয়া, একাহ উপবাস অশক্তে (৷৹) আট পণ দান করিতে হইবে।

অজ্ঞানতঃ শবদূষিত কূপাদির জলপানে, দেড় কাহন, এস্থলে পচা শবদূষিত হইলে, তিন কাহন দান এবং মনুষ্য শবদূষিত হইলে, উভয়তঃ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত।

বিধবার একাদশীতে অন্নাদি ভোজনে চান্দ্রায়ণ, কেহ বলেন, প্রাজাপত্য করা কর্ত্তব্য। দেবতা বা পিতৃলোককে না দিয়া, ভক্ষ্যমাংসও বৃথা ভোজনে প্রাজাপত্য, কিন্তু, রোগিদিগের পক্ষে দোষ নাই। মাংসত্যাগী ব্যক্তির রোগ জন্য মাংস ভোজন আবশ্যক হইলে, ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাক্রমে ভোজন করিয়া, সুস্থ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে পঞ্চদশ দ্রব্য অভক্ষ্য, দৈবাৎ ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্যের পাদ। যে দ্রব্য ভোজনে যে দোষ, তাহা ক্রমে লিখিতেছি, যথা—কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি। ১। বৃহতী ভক্ষণে হরিনাম স্মরণ হয় না। ২। পটোলে বহুশত্রু বৃদ্ধি। ৩। মূলকে ধনহানি। ৪। বিম্বে কলঙ্ক। ৫। নিম্বে তীর্য্যগ্‌যোনির প্রাপ্তি। ৬। তালে শরীর নাশ। ৭। নারিকেলে মূর্খতা। ৮। অলাবু গোমাংসতুল্য। ৯। কলম্বী গোবধপাপজনিকা। ১০। শিম্বী (সীম) পাপকরী। ১১। পূতিকা (পুঁইশাক) ব্রহ্মঘাতিকা। ১২। বার্ত্তাকু সুতহানিজনক। ১৩। মাসকলাই চিররোগজনক। ১৪। মাংস মহাপাপ কর। ১৫॥

সর্ব্বত্র অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণের উদ্যমে (গলাধঃকরণ না হইলে) অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত এবং

অজ্ঞানতঃ ভোজন করিয়া, বমি দ্বারা শীঘ্র তুলিয়া ফেলিলেও পাপের অনেক লাঘব হয়। শূদ্র-দিগের অভক্ষ্য ভক্ষণস্থলে প্রায় সর্ব্বত্র পাদ প্রায়শ্চিত্ত।

উপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণাদির যজ্ঞোপবীত অন্য স্বজাতীয়কর্ত্তৃক দৈবাৎ সমুদায় ছিন্ন হইলে, অন্য যজ্ঞোপবীত পরিয়া, উভয়েই মনস্তাপ করিয়া, তিন বার প্রাণায়াম পূর্ব্বক একাহ উপবাস করিবেন। শূদ্র-কর্ত্তৃক যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হইলে, ব্রাহ্মণ অষ্টাধিক শতবার গায়ত্রী জপ করিয়া, একাহ উপবাস করি-বেন এবং স্বেচ্ছায় যজ্ঞোপবীতচ্ছেদক শূদ্রের প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক (১৷৷০) কাহন। চাণ্ডাল বা ম্লেচ্ছাদিকর্ত্তৃক কিম্বা রজকাদি অন্ত্যজকর্ত্তৃক যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হইলে, অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, অশক্তে ধেনুদ্বয়মূল্য (৬) কাহন দান করিতে হইবে।

অস্পৃশ্য স্পর্শ প্রায়শ্চিত্ত।

চাণ্ডাল ম্লেচ্ছ যবনাদি অন্ত্যজ, রজস্বলা, পতিত, অশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তি, শবসংস্পৃষ্ট ব্যক্তি, কুক্কুর, কুক্কুট, গ্রাম্যশূকর ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে, বা মনুষ্যের কাঁচা অস্থি ও বিষ্ঠাদি, কিম্বা অভক্ষ্য পঞ্চ-নখি জীবের শব সংস্পৃষ্ট হইলে, শিরোমজ্জনপূর্ব্বক পরিধান বাস সহ স্নান করিলে, শুদ্ধ হইবে। জ্ঞানতঃ

শবাদি স্পর্শ করিলে, স্নানের পর একটু ঘৃত ভোজন করা আবশ্যক, উপবাস করিতে হইবে না। উৎসবে, তীর্থে, বিবাহে, যাত্রাকালে, বিপদ্ সময়ে, যুদ্ধাদি দ্বারা বা অগ্নিদাহ দ্বারা বিপ্লব সময়ে এবং রোগ অবস্থায় স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দোষ নাই। কোন কারণে আপনাকে সামান্য অশুচি বলিয়া বোধ হইলে, হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বস্ত্রত্যাগ করিয়া, আচমন করিলে, হইতে পারে। প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও রোগিদিগের স্বল্প শৌচ। [গঙ্গোদক ও তুলসী স্পৃষ্ট জল অতি পবিত্রদায়ক]।

অশুচি অবস্থায় অন্ত্যজাদি স্পর্শ প্রায়শ্চিত্ত।

ভোজন করিয়া, মুখাদি প্রক্ষালন না করা পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট অবস্থা। এই অবস্থায় অজ্ঞানতঃ এক-বার অন্ত্য-জাতি-স্পর্শ ঘটিলে, প্রাজাপত্য। অর্দ্ধোৎসৃষ্ট, অর্থাৎ প্রথম গ্রাস কেবল মুখে দিয়াছে, উদরস্থ করে নাই, এই অবস্থায় কিম্বা আমান্ন-ভোজন-কালে অন্ত্যজাদি-স্পর্শ ঘটিলে, প্রাজাপত্য পাদ-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানতঃ সর্ব্বত্র দ্বিগুণ। মূত্রত্যাগ করিয়া, জলশৌচ না হইতে যদি শব রজস্বলা বা অন্ত্যজ-সংস্পর্শ ঘটে, তবে একাহ উপবাস, অসমর্থে (৷৷০) পণ দান। ঐরূপ বিষ্ঠাত্যাগ-দ্বারা অশুচি সময়ে সংস্পর্শে (১) কাহন, ঐরূপ মৈথুন-দ্বারা অশুচি অবস্থায় সংস্পর্শে (১৷৷০) কাহন এবং জল-পান-করণ-

অবস্থায় ঐরূপ স্পর্শ ঘটিলে, (২) কাহন উৎসর্গ করিতে হইবে, জ্ঞানতঃ সর্ব্বত্র দ্বিগুণ। শূদ্রদিগের সর্ব্বত্র পাদ, স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধাদির অর্দ্ধেক এবং একাদশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বালকের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

উচ্ছিষ্ট সবর্ণ-কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট সবর্ণ অজ্ঞানতঃ স্পৃষ্ট হইলে, উভয়ে স্নান করিবে, জ্ঞানতঃ রাত্রে ঘৃত-মাত্র ভোজন করিয়া নক্ত করিবে। উচ্ছিষ্ট শূদ্র-কর্ত্তৃক কিম্বা কুক্কুর-কর্ত্তৃক যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ সংস্পৃষ্ট হন, তবে একাহ উপবাস করিবেন। এস্থলে অনুচ্ছিষ্ট শূদ্র-স্পর্শে বিপ্র নক্ত, অর্থাৎ দিনে উপবাস করিয়া, রাত্রে ভোজন করিবেন। অনুচ্ছিষ্ট ব্যক্তি-কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট সবর্ণ-স্পর্শ ঘটিলে, হস্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবেন, এস্থলে উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির দোষ নাই। উচ্ছিষ্ট অধম বর্ণ-কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট উত্তম বর্ণ স্পর্শ ঘটিলে, অধম বর্ণ কেবল স্নান করিবে।

বিপ্রের ভোজন-সময়ে যদি অনুচ্ছিষ্ট সবর্ণ স্পর্শ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ অন্ন ত্যাগ করিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া, শুদ্ধ হইবেন, অজ্ঞানতঃ সেই অন্ন ভোজন করিলে, পঞ্চগব্য-মাত্র পান করিয়া, একাহ উপবাস করিবেন এবং জ্ঞানতঃ ভোজনে ব্রহ্মকূর্চ্চ-ব্রত, অশক্তে (১) এক কাহন দান করিবেন। ঐকালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু লোক বা ভার্য্যা সংস্পর্শে দোষ নাই।

রজস্বলাদি-স্পর্শ-প্রায়শ্চিত্ত।

ঋতুস্নানের পূর্ব্বে রজস্বলা-কর্ত্তৃক সবর্ণা অন্য রজস্বলা স্পৃষ্ট হইলে, ঋতুস্নানের পর পঞ্চগব্য-মাত্র পান করিয়া, একাহ উপবাস করিবে, অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত নক্ত ব্রত। ঐরূপ শূদ্রাস্পর্শে ষড়্রাত্র উপবাস, অশক্তে (৩) কাহন দান, অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত। চাণ্ডালাদি-কর্ত্তৃক রজস্বলা স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্য পান করিয়া, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, এই সকল প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানতঃ। এস্থলে দিন-ভেদ নাই। অজ্ঞানতঃ পতিত বা চাণ্ডালাদি-কর্ত্তৃক রজস্বলা স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, দিন-ভেদে ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ প্রথম দিন স্পর্শে ত্রিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে দ্বিরাত্র, তৃতীয় দিনে অহোরাত্র, চতুর্থ দিনে শুদ্ধি-স্নানের পূর্ব্বে স্পর্শে নক্ত ব্রত করিবে। শৃগাল, কুকুর ও গর্দ্দভ স্পর্শে এবং উচ্ছিষ্ট শূদ্রাদি স্পর্শেও এই দিনভেদে প্রায়শ্চিত্ত। সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্ত ঋতুস্নানের পর করিতে হইবে।

ভার্য্যাকে মাতৃত্বাদি-কথন-প্রায়শ্চিত্ত।

ক্রোধ বা মোহ-বশতঃ যদি স্বভার্য্যাকে মাতা বা ভগিনী বলিয়া কেবল সম্বোধন করে, তবে সর্ব্ব-বর্ণেরই প্রাজাপত্য করিতে হইবে, আর তোমাতে যদি গমন করি, তবে আমার মাতৃগমন বা ভগিনী-গমন করা হইবে। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, যদি পাতিত্যাদি-দোষরহিত ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে,

তবে ঋষি-চান্দ্রায়ণ ব্রত, অশক্তে পাদোন ধেনু-চতুষ্টয়-মূল্য (১১।০) কাহন উৎসর্গ করিয়া, পুনশ্চ গ্রহণ করিতে পারে। কেহ বলেন, ভার্য্যাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করিলেও ঐ অযুক্ত-শপথ-করণ-জন্যই ঋষি-চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাতিত্য-দোষ-রহিত পিতা, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য কিম্বা পতিকে পরিত্যাগ করেন, রাজা তাঁহাকে দণ্ড করিবেন, সুতরাং, সে পাপিষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠাগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ-প্রভৃতি-প্রায়শ্চিত্ত।

জ্যেষ্ঠের অগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে, সেই কনিষ্ঠের নাম পরিবেত্তা, জ্যেষ্ঠ পরিবিন্ন, কন্যা পরিবেদনীয়া, কন্যাদাতা পরিবেদায়ী এবং সেই বিবাহ-মন্ত্রাধ্যাপক পুরোহিত পরিকর্ত্তা, ক্রমশঃ ইহাদের এই সংজ্ঞা হইবে এবং ইহারা সকলেই পা[illegible]ষ্ঠ, ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বৎসর-যাবৎ প্রাজাপত্য, অশক্তে ত্রিংশদ্ধেনু-মূল্য (৯০) কাহন দান। কনিষ্ঠের বিবাহের সম্বৎসর-পরে অনুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ সমাগত হইলে কনিষ্ঠ পরিবেদন-পাপ-শুদ্ধির জন্য (১) কাহন দান করিবে। অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্ত্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলেও, পূর্ব্বোক্ত চারি ব্যক্তিকে পরাক-ব্রত, অশক্তে (১৫) কাহন দান করিতে হইবে। (৫ম ভাগে ১৯শ পৃষ্ঠা দেখ)। পিসিতো মাসিতো ও মামাতো ভগ্নী এবং সগোত্রাদি অবিবাহ্যা কন্যা

বিবাহে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। এই সকল কন্যাকে ও পূর্ব্বোক্ত পরিবেদনীয়া কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে এবং উঁহাদিগকে মাতার ন্যায় ভাবিয়া, ভরণপোষণ করিবে।

ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত।—পনেরো বৎসর তিন মাস বয়স অতীত হইলে, অনুপনীত ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বা সাবিত্রী পতিত বলে উঁহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ ও গো দক্ষিণা, গো অভাবে এক কাহন দক্ষিণা দিবে। পিতৃ-মাতৃ-হীন ব্যক্তির ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্যত্রয় অশক্তে (৯) কাহন উৎসর্গ করিবে। এই প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠানের পর উপনয়ন দিতে হইবে।

আত্মহত্যা-করণোদ্যম প্রায়শ্চিত্ত ।

যম ঋষি বলিয়াছেন আত্মহননেচ্ছায় অনুষ্ঠিত দীর্ঘকাল উপবাসদ্বারা অথবা জলপ্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, বিষভোজন, উদ্বন্ধন, শস্ত্রাঘাত, উচ্চ স্থান হইতে পতন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু মুখ হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইলে, সেই আত্মহননোদ্যম জনিত পাপ ক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ কিম্বা তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং বিশেষ বা কিঞ্চিৎ উদ্যোগের পর স্বয়ং নিবৃত্ত হইলে, প্রাজাপত্যাদি স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত করিলেও হইবে। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেও, এই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য (অদাহ্যদাহন প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দেখ)।

অবৈধমৈথুন প্রায়শ্চিত্ত।

পর্ব্বদিনে, অর্থাৎ অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি দিনে স্ত্রীসঙ্গম করিলে, চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ করণানন্তর তদ্দিনে স্ত্রীসংসর্গে একাহ উপবাস করিবে। ঋতুস্নানের পূর্ব্বে অর্থাৎ ঋতুর প্রথম তিন দিন মধ্যে রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্রোপবাস, অশক্তে [১৷৽] দেড় কাহন দান করিবে [এ ভাগে ৫১ম পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ]। পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত নিকটে থাকিয়াও ঋতু কালে অনিষিদ্ধ দিনে সুস্থদেহ ব্যক্তি জ্ঞানতঃ ভার্য্যা গমন না করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতার্দ্ধ অশক্তে দেড় কাহন দান করিবেন, অজ্ঞানতঃ একশত প্রাণায়াম করিবেন। দিবসে মৈথুন করিলে, নগ্ন হইয়া স্নান করিলে, অথবা নগ্না পর স্ত্রী দর্শন করিলে, একদিন উপবাস করিতে হইবে।

সবর্ণ বা উত্তমবর্ণ ব্যভিচরিত (পাতিত্যাদি দোষ রহিত) বেশ্যা একবার অভিগমনে বেশ্যাগামী ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে, অভ্যাসে চান্দ্র ... াদি করিবে।

সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত।

সূর্য্যের উদয় কিম্বা অস্ত সময়ে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নিদ্রা যায়, সেই বেদ-বিধিঘ্ন ব্যক্তি একাহ উপবাস করিয়া, অষ্টোত্তর শতবার গায়ত্রী জপ করিবে, জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ।

জলে কিম্বা অগ্নিতে বিষ্ঠা মূত্র কিম্বা শুক্রাদি অপবিত্র দ্রব্য জ্ঞানতঃ ত্যাগ করিলে, ধেনুদ্বয় অশক্তে (৬) কাহন দান করিবে, আপৎকালে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সংকল্পপূর্ব্বক ব্রত লইয়া, লোভ বা মোহবশতঃ তাহার আচরণ না করিলে, ইহকালে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি এবং জন্মান্তরে কুক্কুরযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে, ইহার প্রায়শ্চিত্ত মস্তক-মুণ্ডনপূর্ব্বক উপবাসত্রয় অশক্তে (১৷০) দেড় কাহন দান একবারের অধিক ব্রত ভঙ্গ হইলে, ব্রত নষ্ট হইবে, ইহা অনেকে বলেন।

আপৎকালে মূত্র কিম্বা পুরীষ ত্যাগ করিয়া তৎকালে জল শৌচ না করিলে, সবস্ত্র স্নান করিবে, আপৎকাল ব্যতীত জলশৌচ না করিলে, একাহ উপবাস করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হয়।

অপহরণ প্রায়শ্চিত্ত।—যাবাল বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি অশ্ব, গো, ভূমি অথবা কন্যা একবার অপহরণ করেন, তবে ঐ অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া পরে চান্দ্রায়ণ ব্রত অশক্তে (২২৷০) কাহন উৎসর্গ করিবেন। ক্ষুদ্র পশু হরণে প্রাজাপত্য করিবে, মণি মুক্তা প্রবাল কাংস্য প্রস্তর ও লৌহ হরণে ছয় দিন উপবাস অসমর্থে (৩) কাহন দান, বালকাদির অর্দ্ধেক, অতিবালকাদির পাদ প্রায়শ্চিত্ত। সর্ব্বত্র অন্যায় কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত ধন অগ্রে ধনস্বামিকে অথবা কোন সাধু ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়া, পরে সেই অবৈধ অর্জ্জনের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

অতিপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ হউক একবার কিম্বা বারম্বার হউক বিষ্ণু ঋষি বলিয়াছেন, গর্ভধারিণী-মাতৃ গমন, কন্যাগমন ও পুত্রবধূ গমন ইহাকে অতিপাতক বলে। শাস্ত্রীয়বিধি-অনুসারে প্রাণত্যাগই ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা মহাপাতক দ্বিগুণ চাতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত তদশক্তে তিন শত যাইট ধেনু মূল্য (১০৮০) কাহন দান এবং (২০০) কাহন দক্ষিণা দিবে, জ্ঞানতঃ ইহার দ্বিগুণ।

মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত *।

মহাপাতক পাঁচ প্রকার, যথা—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, এবং মহাপাতকির সহিত গুরুতর সংসর্গ। ইহার বিশেষ বিবরণ ক্রমে লিখিত হইতেছে।

---

* যে ব্যক্তি শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী ও সর্পাদির সাহ স্বেচ্ছায় ক্রীড়া করিতে কিম্বা বিষ, অগ্নি, জলাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন, অথবা অন্য কোন প্রকার প্রাণনাশক উৎকট কার্য্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া, আত্মহত্যা করেন, তিনি পতিত এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট, যিনি পাষণ্ড, অর্থাৎ জীবিকার জন্য রক্তবস্ত্র ও কমণ্ডলু ধারণ ও মস্তক মুণ্ডনাদি করেন, যিনি সদা পরাপকার নিরত ও ক্রূর-বুদ্ধি, যে ব্যক্তি সজ্জাতীয় হইয়া, চর্ম্মময় বা অস্থ্যাদিময় পাত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুশিল্প উপজীবি হয়েন এবং ক্লীব যে ব্যক্তি, তিনিও পতিত।

সাধারণতঃ মহাপাতক হইলে, অজ্ঞানতঃ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বা ষড়্‌বার্ষিক প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত। অশক্তে একশত আশী ধেনু মূল্য (৫৪০) কাহন দান করিবে, দক্ষিণা গোশত মূল্য (১০০) একশত কাহন দিবে। জ্ঞানতঃ মরণ কিম্বা দ্বাদশবার্ষিক ব্রত দ্বিগুণ চাতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত অশক্তে তিন শত বাইট ধেনু মূল্য (১০৮০) একহাজার আশী কাহন দান, যে স্থলে দান দ্বিগুণ, তথায় নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণাও দ্বিগুণ হইবে। এই জ্ঞানতঃ মহাপাতক দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ নাশ হইলেও ব্যবহার্য্য হইবে না।

ব্রহ্মহত্যা-অজ্ঞানতঃ উপনীত বা অনুপনীত ব্রহ্মহত্যায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বদান, যাবজ্জীবন ধন দাক্ষে দ্বাদশবর্ষকাল উপভোগের যোগ্য দ্রব্য সহিত গৃহ দান, ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক সেতুবন্ধ (রামেশ্বর শিব) দর্শন (৪র্থ পৃষ্ঠা দেখ) ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, অশক্তে পূর্ব্বোক্ত সাধারণতঃ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুকল্প ধেনু মূল্য (৫৪০) কাহন দান ও দক্ষিণা গোশত মূল্য (১০০) কাহন করিবে। জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ। এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষত্রিয়ের) দ্বিগুণ, বৈশ্যের তিনগুণ এবং শূদ্রের চতুর্গুণ করিতে হইবে। মরণানুকল্প ধেনু দান বা মূল্যাদিদানেই এই বৃদ্ধি হ্রাস হইবে, মরণ সকল জাতিরই তুল্য। সর্ব্বত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীদিগের স্বজাত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক। সর্ব্বত্র

বালকাদির প্রায়শ্চিত্ত স্বল্প হইলেও পাতিত্য-দোষ (দ্বাদশ-বার্ষিক-ব্রতার্হত্ব-প্রযুক্ত) সর্ব্বথা তুল্যই হইবে। অনেক বিপ্রবধে তন্ত্রতা-দ্বারা এক-বিপ্রবধ-প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বিপ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিলে, ক্ষত্রিয়াদি-হত্যা-পাপও প্রসঙ্গাধীন নাশ হইবে। নির্গুণ বা পতিত ব্রাহ্মণবধে এবং বেদাধ্যায়ী প্রভৃতি স্বগুণ ব্রাহ্মণ-বধে প্রায়শ্চিত্তের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে।

ব্যবস্থা-পত্র।—অজ্ঞানকৃত-ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত ব্রতাশক্তসমর্থেন একশত কার্ষাপণী দক্ষিণকং অশীত্যুত্তর-শতপয়স্বি-ধেনুদানানুকল্প-চত্বারিংশদধিক-পঞ্চশত কার্ষাপণী লভ্য রজত দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতম্॥

স্বরাপান প্রায়শ্চিত্ত।—গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী, এই ত্রিবিধ সুরা। সুরাপানে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত পাতিত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকব্রত, অশক্তে (৫৪০) কাহন দান, দক্ষিণা গোশত মূল্য (১০০) শত কাহন। পঞ্চম বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের সুরাপানে পাতিত্য হইবে। উহার প্রায়শ্চিত্ত উহার গুরু বা সুহৃদ্ করিবেন। ক্ষত্রিয়াদির পাদ পাদ প্রায়শ্চিত্ত ন্যূন হইবে। জ্ঞানতঃ যথোক্তের দ্বিগুণ, অর্থাৎ, বিপ্রের চাতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত, অশক্তে (১০৮০) কাহন দান এবং (২০০) কাহন দক্ষিণা হইবে।

শূদ্রের সুরাপান সাক্ষাৎ পাতিত্যজনক মহাপাতক নহে। শূদ্রের সুরাপানস্থলে কপিলা গোর

(কামধেনুর) দুগ্ধপানে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। বালক ও বৃদ্ধাদির স্বজাতিবিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক হইবে।

খর্জ্জুর, তাল, ইক্ষু, দ্রাক্ষা প্রভৃতির রসে উৎপন্ন (তাড়ী প্রভৃতি) যে একাদশ প্রকার মদ্য, ইহা জ্ঞানকৃত পানে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিয়া, বৃষসহিত গোমূল্য (৬) কাহন দক্ষিণা দিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। অজ্ঞানতঃ অতিকৃচ্ছ্র। এই অভক্ষ্যভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণের পুনশ্চ উপনয়ন দিতে অসমর্থ হইলে, চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত একাদশবিধ মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদির পাপ নাই। এই একাদশবিধ মদ্য যদি অপর্য্যুষিত হয়, তবে ব্রাহ্মণেরা উহা জ্ঞানতঃ একবার পান করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস, অসমর্থে (১৷৹) দেড় কাহন দান করিবেন। সর্ব্বত্র বালকাদির অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত।

স্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।—সাধারণতঃ চুরী করাকে স্তেয় বলে। এখানে বিপ্রস্বামিক আশীরতি-পরিমাণ সুবর্ণ অপহরণে মহাপাতক হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণের অজ্ঞানতঃ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়াদির পাদ পাদ ন্যূন শূদ্রের পাদ প্রায়শ্চিত্ত। আশীরতির কম স্বর্ণহরণে প্রথমোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অংশ অনুসারে ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ বা তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ ক্ষত্রিয়াদি স্বামিক স্বর্ণ-অপহরণে উপপাতক হইবে। জ্ঞানতঃ সর্ব্বত্র দ্বিগুণ, বালকাদির সর্ব্বত্র অর্দ্ধেক, কিন্তু সর্ব্বত্র অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দ্রব্যের স্বামি অভাবে কোন ব্রাহ্মণকে দিবে।

ভর্ত্তৃঙ্গনা গমন।—স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত পিতার শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা স্ত্রীরূপ যে বিমাতা, অজ্ঞানবশতঃ সেই বিমাতৃগমনে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণেরই তুল্য পাতিত্য হেতুক মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এবং জ্ঞানতঃ সর্ব্ববর্ণেরই মরণ কিম্বা চাতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শূদ্রের ব্রাহ্মণীগমনেও জ্ঞানতঃ ঐ চাতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত, অজ্ঞানতঃ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা ব্রতানুকল্প ধেনুদান, অশক্তে তন্মূল্য দিবে। সর্ব্বত্র (সম্বন্ধ থাকিলেও) ব্যভিচারিণী গমনে লঘু প্রায়শ্চিত্ত।

সংসর্গ।—পতিতের সহিত লঘু বা গুরুতর সংসর্গ ঘটিলেও (দীর্ঘকালে বা সদ্য) মহাপাতকী হইতে হয় (চাণ্ডালান্ন ভোজনের টিপ্পনী দেখ)। প্রথমসংসর্গী মূল পাপকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্তের পাদ ন্যূন অর্থাৎ, পাদত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তৎসংসর্গির [illegible] সংসর্গির পাদ, চতুর্থ সংসর্গের আর সংসর্গদোষ নাই। যে কালপর্য্যন্ত সংসর্গদ্বারা পতিতের তুল্য পাতিত্য প্রায়শ্চিত্ত হয়, তন্ন্যূন কাল-সংসর্গে উহারই অংশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। গুরুতর সংসর্গব্যতীত পাতিত্য হইবে না, উদ্বাহতত্ত্বে পরাশরসংহিতার বচন তাৎপর্য্যে ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। সংসর্গসম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে দেখা আবশ্যক। কলিতে, সামান্যতঃ পাতিত্যজনক পাপকর্ত্তাই পতিত হয়েন।

আপনার পিতৃব্য-স্ত্রী, পিতৃস্বসা, মাতামহী, মাতুলানী, মাতৃস্বসা, শ্বশুর-স্ত্রী, নৃপ-স্ত্রী, পুরোহিত-স্ত্রী, উপধ্যায়-স্ত্রী, আচার্য্য-স্ত্রী, আচার্য্যকন্যা, ভ্রাতৃভার্য্যা, শিষ্য-স্ত্রী, মিত্র-স্ত্রী, ভগ্নীর সখী, চাণ্ডালিনী, সগোত্রা-স্ত্রী, রজস্বলা-পরস্ত্রী, সন্ন্যাসিনী, ধাত্রী, শরণাগতা-স্ত্রী, অদৃষ্টরজস্কা-অবিবাহিতা-ব্রাহ্মণকন্যা কিম্বা উত্তমবর্ণাদি স্ত্রী (অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গমন কিম্বা শূদ্রের বৈশ্য-স্ত্রী বা ক্ষত্রিয়-স্ত্রী)-গমন ইত্যাদি পাপকে অনুপাতক বলে। 'অনু' শব্দ সাদৃশ্যার্থবাচক, সুতরাং, অনুপাতক বলিতে মহাপাতকের সদৃশ পাতক। ইহার প্রায়শ্চিত্তও মহাপাতকের ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, অশক্তে একশত আশী ধেনু মূল্য (৫৪০) কাহন দান। সংসর্গের উপক্রমাদি স্থলে এবং ব্যভিচারিণীগমনে সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তের লাঘব হইবে। জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ এবং জ্ঞানতঃ দ্বাদশবার্ষিকব্রত দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য্য থাকিবে, ইহা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকৃত চাণ্ডালিনী-গমন ও চাণ্ডালান্ন ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্যস্থলে দেখান হইয়াছে। গচ্ছিতদ্রব্য অপহরণ, কূটসাক্ষি দান, শরণাগতহত্যা, পিতৃনিন্দা প্রভৃতি কার্য্য বারম্বার অনুষ্ঠিত হইলে, অতিপাতকমধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে।

উপপাতক।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, সাধারণ পরস্ত্রী গমন, আত্মবিক্রয় (অর্থাৎ স্বয়ং পোষ্যপুত্র বা ক্রীতদাসাদি হওয়া), পাতিত্যদোষ ব্যতীত পিতা-মাতা-গুরু-পুত্র-ভার্য্যা প্রভৃতিকে ত্যাগকরণ, পরিবেত্তা পরিবিত্তি, (৫ম ভাগে ১৯শ পৃষ্ঠা দেখ), অদৃষ্ট-রজস্কা কন্যার যোনি বিদারণ, সুদের সুদ গ্রহণ, ব্রত ভঙ্গকরণ, স্ত্রী-পুত্রাদি কিম্বা সাধারণের উপকারজনক পুষ্করণী ও উদ্যানাদি বিক্রয়-করণ, জন্মাবধি সংস্কারহীনতা, ত্রিসন্ধ্যা-ত্যাগ, হীন ব্যক্তিকে বেদ অধ্যয়ন করান, বা হীন ব্যক্তির নিকট বেদ অধ্যয়ন করা, ব্রাহ্মণ হইয়া, লৌহ, লাক্ষা, লবণ, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, গুড়, তৈলাদি দ্রব্য বিক্রয়করণ, মনুষ্য বধ-নিমিত্ত অভিচারাদি মন্ত্র প্রবর্ত্তন, রাজার নিকট বা বিচারালয়ে অকারণ পরদোষ কীর্ত্তন, স্ত্রী উপ-জীবিক হওয়া, ব্রাহ্মণের ঔষধ বিক্রয়, পরহিংসা, কাষ্ঠের নিমিত্ত বহুতর জীবিত বৃক্ষ-লতাদি ছেদন, (অমা-বস্যায় বৃক্ষছেদনও পাপজনক) অতিথিসেবা বা ব্[illegible] কিম্বা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ না করিয়া, কেবল আপনার নিমিত্ত অন্ন পাককরণ, নিন্দিতান্ন (অর্থাৎ, গণক, দেবল ও তস্করাদির অন্ন) ভোজন, নানাপ্রকার দ্রব্য চুরিকরণ, পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ না করণ, নাস্তিক্য অর্থাৎ পরলোকাদির অস্বীকারকরণ, পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ নাস্তিকাদি শাস্ত্র অভ্যাসকরণ, ধান্য বাড়ি দেওয়া, তাম্রাদি চুরি করণ, পশ্বাদি চুরি

করণ, সর্ব্বদা নৃত্য গীত বাদ্যাদির অনুষ্ঠান, মদ্য-পানশীলের স্ত্রী কিম্বা মদ্য-পানশীলা স্ত্রীতে অভিগমন, স্ত্রী-শূদ্রাদি বধকরণ ইত্যাদি ঊনপঞ্চাশ প্রকার পাপকে 'উপপাতক' বলে। এই সকলই তুল্য-প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে এবং ইহার একবার বা বারম্বার অনুষ্ঠান-ভেদে গুরু-লঘু তারতম্য হইয়া থাকে। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। অভ্যাস-দ্বারা একটু গুরুতর হইলে, সাধারণতঃ চান্দ্রায়ণ-ব্রতই উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত। মহাপাতক হইতে উপপাতকের প্রভেদ এই যে, ইহার অভ্যাসদ্বারা পাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণপীড়ন, পলাণ্ডু লশুন বা মদ্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, মিত্রের সহিত কৌটিল্যাচরণ এবং পুংমৈথুন, এই সকল কর্ম্মকে 'জাতিভ্রংশকর' পাপ কহে। ইহার অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানতঃ সান্তপনব্রত, অশক্তে ধেনুদ্বয় দান এবং অজ্ঞানতঃ প্রাজাপত্য। ইহার একবার আচরণে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত।

গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ঘোটক, মৃগ, হস্তী, অজ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষ, এই দশবিধ জীবহিংসাকে 'সঙ্করীকরণ' পাপ বলে। নিন্দিত ব্যক্তি-হইতে ধনগ্রহণ, নিন্দিত বাণিজ্য, ম্লেচ্ছাদির সেবা করিয়া ধনগ্রহণ ও মিথ্যা-ভাষণ, ইহাকে 'অপাত্রীকরণ' পাপ বলে। কৃমি-কীটাদি হত্যা, মদ্যাদি-গত ফল ভোজন, ফল পুষ্প কাষ্ঠাদি চৌর্য্যকরণ ও অল্পাপচয়ে মহন্দগুকরণ, ইহাদিগকে 'মলাবহ' পাপ কহে।

অতিপাতক হইতে পর-পর ক্রমশঃ লঘু পাপ-সকল লিখিত হইল, ইহার প্রায়শ্চিত্তও ক্রমশঃ লঘু হইবে, কিন্তু, অভ্যাসে চান্দ্রায়ণাদি গুরু প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বিহিত নিত্য-কর্ম্মের অকরণ, ব্যাঘ্র-শৃগালাদি-কর্ত্তৃক দংশন, মিথ্যাপবাদ ইত্যাদি অনুক্ত প্রায় সর্ব্বপ্রকার পাপকে 'প্রকীর্ণিক' পাপ বলে (গায়ত্রী-জপ-প্রায়শ্চিত্ত দেখ)।

জন্মান্তরীণ-মহাপাতকাদি-প্রায়শ্চিত্ত।

বিষ্ণু ঋষি বলিয়াছেন, পাপিগণ, নরকভোগান্তে তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক পাপের শেষ-চিহ্ন-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, যথা—অতিপাতকী মহাকুষ্ঠ * রোগযুক্ত হয়, এইরূপ ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মাকাশ-যুক্ত এবং সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত, সুবর্ণহারী কুনখী ও বিমাতৃগামী দুশ্চর্ম্মা হয়। এই প্রকার সকল রোগই ঐহিক বা জ[illegible]ন্তরীণ পাপের শেষ-চিহ্ন সন্দেহ নাই।

---

* কুষ্ঠ আট প্রকার; যথা,—বিচর্চ্চিকা, দুশ্চর্ম্মা, (চ[illegible]রোগ), চর্চ্চরীয়, বিকর্চ্চু (গাত্রস্ফোট) ব্রণ এবং তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, এই আট প্রকার। উহা কতক কতক উপপাতক, মহাপাতক ও অতি-পাতক, এই তিন শ্রেণীরই অন্তর্গত হইয়া থাকে। উহা রোগোৎপত্তির নিদান দেখিয়া, বৈদ্যদ্বারা স্থির করিতে হইবে। স্বল্পশ্বিত্র মহাপাতক, সর্ব্বাঙ্গ-শ্বিত্র অতি-পাতক এবং যাহাতে সর্ব্বগাত্রে ক্ষত কিম্বা গণ্ডে কপালে ও নাসিকায় ব্রণের আকার দৃষ্ট হয়, উহাকে (অতি

মনু বলিয়াছেন; মানবগণ শরীরজ-কর্ম্মদোষে স্থাবরত্ব, বাচিক-কর্ম্মদোষে পশু-পক্ষিত্ব এবং মানসিক-কর্ম্মদোষে অন্ত্যজাতিত্ব লাভ করে। দুরাত্মাদিগের ইহ-কৃত কিম্বা পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্মফলে রূপ বিপর্য্যয়, অর্থাৎ কুষ্ঠাদি রোগ বা অন্ধত্ব বধিরত্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শাতাতপীয়-কর্ম্মবিপাকে উক্ত হইয়াছে, মহাপাতকজ-রোগ-চিহ্ন (প্রায়শ্চিত্ত না হইলে) সপ্তজন্ম-পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক-রোগ-চিহ্ন পঞ্চজন্মপর্য্যন্ত এবং অন্যান্য (প্রকীর্ণিকাদি) পাপ-চিহ্ন তিন জন্ম-পর্য্যন্ত ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল পাপজ-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, মনুষ্য জপ, দেবার্চ্চনা, হোম ও দানাদি কার্য্যদ্বারা উহার শমতার চেষ্টা পাইবেন (২য় ভাগে স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ দেখ)।

অতি-পাতকজ বা মহাপাতকজ রোগ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক, কারণ, কূর্ম্ম-পুরাণে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়া-হীন, যে ব্যক্তি গায়ত্রীজপ-রহিত, যে ব্যক্তি

পাপোদ্ভব) গলিত-কুষ্ঠ বা মহাকুষ্ঠ বলে। শুদ্ধিতত্ত্বের টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি বলেন, যাহার গণ্ড কপালাদি, সর্ব্বগাত্রে ক্ষতচিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে, তাহার তিন মাসের পর মৃত্যু হইলে (প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া), দাহ হইবে না এবং যাহার গণ্ড-কপাল-ভিন্ন কেবল সর্ব্বগাত্রে ব্রণবৎ কুষ্ঠ দৃষ্ট হয়, তাহার ষণ্মাসের পরে দাহ নিষেধ, কেহ কেহ বলেন মহাপাতকজ কুষ্ঠ তিন মাস পরেই অতিপাতকজ বলিয়া গণ্য হয়। সামান্য ছুলী প্রভৃতি উপপাপোদ্ভব।

স্বেচ্ছাচারী, অর্থাৎ, দ্যূত-বেশ্যাদিতে অতিশয় আসক্ত এবং যে ব্যক্তি মহারোগ-বিশিষ্ট হইয়াও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াছে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ, অর্থাৎ, সে সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও পতিত। জন্মান্তরীণ পাপে সর্ব্ববর্ণেরই তুল্য প্রায়শ্চিত্ত।

কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা *, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বৃহৎশ্বাস কিম্বা ক্ষয়কাশ, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশন ইত্যাদি মহাপাপ-সমুদ্ভব। ইহার অতিরিক্ত উন্মাদ

* কাশের সহিত রক্ত একবার মাত্র উঠিলেও যক্ষ্মা বলে; রক্তপিত্ত, জ্বর, গ্রহণী, মেহ এবং কাশ, এই পাঁচটি রোগ ক্রমশঃ মিলিত হয় বলিয়া উহাকে রাজযক্ষ্মা বলে, প্রকৃত যক্ষ্মা হইলে একাধিক সহস্র দিন মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে, বৈদ্যেরা এই কথা বলিয়া থাকেন। মূত্র-কৃচ্ছ্র, ইহাতে মা[illegible]দ্ধি হইয়া মূত্রদ্বার রোধপ্রায় হয়, কেহ কেহ বহুমূত্রকে মূত্রকৃচ্ছ্র বলেন, কেহ বা বহুমূত্র মেহ রোগের মধ্যে গণ্য করেন। অশ্মরী, পাথুরী। অতিসার, ত্রিদোষ দুষ্ট অতিরিক্ত মলনিঃসরণ; কেহ কেহ আমাশয়কেও বলেন। দুষ্টব্রণকে নালীব্রণ বলে, পচা বা বিষ-দূষিত ক্ষতও দুষ্টব্রণ মধ্যে গণ্য। অক্ষিনাশন শব্দে অনেকের মতে অন্ধকেই বুঝায়। বাতোদর মহাপাপোদ্ভব; কেহ বলেন, পিত্তোদর এবং জলোদর এই দুইটি উপপাপোদ্ভব।

ও উদরী রোগ মহাপাতকজ বলিয়া নারদ বলিয়াছেন। বিষ্ণু বলিয়াছেন, কুনখী * শ্যাবদন্ত এবং দুশ্চর্ম্মা, ইহাও মহাপাপ-সম্ভূত, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। রক্তপিত্তও মহাপাপোদ্ভব, কারণ, কর্ম্ম-বিপাকে বলিয়াছেন, মদ্যপায়ী ব্যক্তি রক্তপিত্ত-রোগগ্রস্ত হইবে। অনেকে বলেন, প্রবল শোথ-রোগও মহাপাপোদ্ভব।

জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূলরোগ, মধ্যমব্রণ, শ্বাসরোগ †, জীর্ণজ্বর, ছর্দ্দি (বমি), ভ্রম (ঘূর্ণি), মোহ, গলগ্রহ (গলগণ্ড), রক্তার্ব্বুদ (রক্তবর্ণ আব) ও বিসর্পাদি (চর্ম্মজ) রোগ উপপাপোদ্ভব। দণ্ডাবতানক

* প্রায়শ্চিত্ত-করণানন্তর কুনখ এবং কৃষ্ণবর্ণ দন্ত উত্তোলন করিয়া ফেলিবে। কুনখী, অর্থ,—কুনখ, কুৎসিত নখ; সঙ্কুচিত নখ, অর্থাৎ, যাহার নখাগ্র-ভাগ মাংস-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। শ্যাবদন্ত শব্দে স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ দন্ত, কেহ বলেন, প্রধান দন্তদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দন্তকেও বুঝায়। দুশ্চর্ম্মা শব্দে বাল্যাবধি স্বাভাবিক অপ্রাবৃত-মেঢ্র, অর্থাৎ, যবনদিগের ন্যায় যাহার লিঙ্গাগ্রভাগ স্বভাবতঃ অনাচ্ছাদিত।

† শ্বাসরোগ, অর্থাৎ যাহাতে স্বল্প কাশি থাকিয়া হাঁপানি থাকে, ইহাকে ক্ষুদ্র শ্বাসও বলে। সাধারণতঃ আবশ্যকীয় কতকগুলি রোগের বিবরণ লেখা হইল; রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় বৈদ্যেরা করিয়া দিলে, ব্যবস্থাপকেরা উহা কোন্ পাপোদ্ভব বুঝিয়া ব্যবস্থা দিবেন।

(বাতব্যাধি-বিশেষ), চিত্রবপুঃ, কম্প, বিচর্চ্চিকা (পক্ষাঘাত-বিশেষ), বল্মীক, পুণ্ডরীকাদি রোগ সাধারণ প্রকীর্ণিকাদি-পাপ-সমুদ্ভব। অর্শ ও বৃহৎ কুষ্ঠ বা গলিত কুষ্ঠরোগ অতিপাতক হইতে সমুদ্ভুত।

জন্মান্তরীণ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশরাত্র-সাধ্য পরাক-ব্রত, তদশক্তে পঞ্চধেনু-মূল্য (১৫) পনেরো কাহন, দক্ষিণা যৎকিঞ্চিৎ। জন্মান্তরীণ-উপপাতকজ রোগে উহার অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ, (৭৷৹) সাড়ে সাত কাহন দান ও দক্ষিণা যৎকিঞ্চিৎ। সাধারণ-বিচর্চ্চিকাদি রোগে মহাপাতকের ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ, (২৷৹) আড়াই কাহন দান এবং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা হইবে। কেহ কেহ এই সাধারণ-স্থলে চান্দ্রায়ণ করিতে বলেন। অতি-পাতকে মহাপাতকের দ্বিগুণ, অর্থাৎ, পরাক-দ্বয় অশক্তে (৩০) ত্রিশ কাহন দান করিতে ও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হইবে।

মহারোগোৎপত্তির পরে অকৃত-প্রায়শ্চিত্তক ব্যক্তির পুত্রোৎপত্তি হইলে, সেই অশুচি-শুক্রোৎপন্ন পুত্র মূল-প্রায়শ্চিত্তের তৃতীয়াংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং ঐরূপ অশুচি কন্যা পূর্ব্বোক্ত অশুচি পুত্রের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তের তৃতীয়াংশ দান করিবেন।

জন্মান্তরীণ-মহাপাতক-ব্যবস্থাপত্র।—যক্ষ্মকাশ-রোগসূচিত-জন্মান্তরীণ-মহাপাতকশেষ † পাপ-

† ব্যবস্থাপত্রে কেহ কেহ শেষ-শব্দ লিখেন না, এবং "যক্ষ্মকাশ-রোগ-সূচিত-দুরিত-ক্ষয়ার্থিনা," এরূপ লিখেন।

ক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন পরাকব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-পঞ্চদশ-কার্ষাপণী-লভ্য-রজতদান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতম্ * ॥

জন্মান্তরীণ-উপপাতক-ব্যবস্থাপত্র।—জলোদর-রোগ-সূচিত-জন্মান্তরীণোপপাতক-শেষ-পাপ-ক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ পরাকব্রতাদ্যাচরণাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সার্দ্ধ-সপ্ত-কার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং ॥

জন্মান্তরীণ-অতি-পাতক-ব্যবস্থাপত্র।—অর্শরোগ(বা বৃহৎ-কুষ্ঠরোগ-)-সূচিত-জন্মান্তরীণাতিপাতক-শেষ-পাপ-ক্ষয়ার্থিন্যা শূদ্র্যা পরাকব্রত-দ্বয়াচরণাদ্যসমর্থয়া যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-ত্রিংশৎ-কার্ষাপণী-লভ্য-রজত-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

---

* রোগী যদি, পূর্ব্বদিন উপবাস করিতে কষ্টবোধ করিয়া, দুগ্ধ জলাদি পান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ব্যবস্থাপত্রের নিম্নে "পূর্ব্বদিনোপবাসাকরণেঽষ্টপণ্যাপি দেয়েতি," এই প্রকার লিখিয়া দিবেন। উৎসর্গ-প্রণালী,—আটপণ কড়ি অর্চ্চনা করিয়া, অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা পূর্ব্বদিনে উপবাসাকরণজনিত পাপক্ষয়-কাম ইদং অষ্টপণী পরিমিত বরাটকমিত্যাদি।

প্রতিনিধি-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চম বৎসরের অধিক * একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের কিম্বা রোগী বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত পুত্রাদি সপিণ্ডগণ অথবা গুরু-পুরোহিত বা সুহৃদ্, ইঁহারা, প্রতিনিধি হইয়া, করিতে পারেন। পূর্ব্বাহ-কৃত্যে প্রতিনিধির মুণ্ডন নাই, কিন্তু, উপবাস আছে। প্রায়শ্চিত্তাঙ্গক-শ্রাদ্ধ-মাত্র করিলে, কেহ কেহ বলেন, উপবাস করিতে হইবে না; কিন্তু, সর্ব্বত্র পাপিকে মুণ্ডন করান ব্যবহার আছে।

মহাপাতকজ বা অতিপাতকজ রোগবিশিষ্ট ব্যক্তির (কিম্বা ঐহিক-মহাপাতকাদি-দ্বারা পতিত ব্যক্তির) প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া, মৃত্যু হইলে, উহার ঔর্দ্ধদৈহিক-কার্য্যাধিকারী পুত্রাদি, উহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, পরে দাহাদি করিবে। এই মৃত ব্যক্তির (প্রতিনিধি-দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে (নিরবকাশ-নিবন্ধন) পূর্ব্বাহ-কৃত্য উপবাসাদি নাই। এই মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, রাত্রিকাল প্রভৃতি পর্য্যুদস্ত-কাল-ভিন্ন (মলমাসাদি) সকল কালেই হইতে পারে। এস্থলে শবপর্য্যুষিত দোষ স্বীকার অগত্যা করিতে হইবে। পতিতের মরণে প্রায়শ্চিত্ত না-হওয়া-পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে না (৪র্থ ভাগে

* পঞ্চম বৎসরের অধিক, এই বিশেষ নির্দ্দেশ থাকায়, শ্যাবদন্ত-দুশ্চর্ম্মাপ্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির পঞ্চম বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে, দাহ প্রতিবন্ধক হইবে না; কারণ উহাদের (পাপী বলিয়া বোধ না থাকায়) প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই।

৯২ পৃষ্ঠা দেখ)। মহারোগবিশিষ্ট মুমূর্ষু ব্যক্তির পূর্ব্বাহকৃত্য মুণ্ডনাদি করা না হইলে, সাধারণ নিয়মে দ্বিগুণ দান করিতে হইবে। মুমূর্ষু ব্যক্তি সর্ব্বপাপ-ক্ষয়-কামনায় অশীতিরত্তিকা-পরিমিত স্বুবর্ণ দান করিলে, ভাল হয় (৪র্থ ভাগে ৬২ পৃষ্ঠায় দেখ)।

অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত-মহারোগমৃত-ব্যবস্থাপত্র।—অকৃত-প্রায়শ্চিত্তস্য মহারোগিণো মৃতস্য গ্রহণী-রোগ-সূচিত-জন্মান্তরীণ-মহাপাতক-শেষ-পাপ-ক্ষয়ার্থিনা তদৌর্দ্ধদৈহিকাধিকারিণা পরাকব্রতাদ্যসমর্থেন যৎ-কিঞ্চিদ্দক্ষিণক-পঞ্চদশ-কার্ষাপণী-লভ্য-রজতদান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

অদাহ্যদাহন-প্রায়শ্চিত্ত।

জন্মান্তরীণ-মহাপাতকজ বা অতিপাতকজ রোগবিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা পরে প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তবে উহার দাহাদি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হইবে না। যে ব্যক্তি এই পতিতের দহন-বহনাদি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিবেন, তাঁহাকে যতি-চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত, অশক্তে পাদোন-ধেনুচতুষ্টয়-মূল্য (১১।০) কাহন দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বারম্বার অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন কিম্বা মহাপাতকাদি ঐহিক-পাপকার্য্য-দ্বারা এককালে পতিত হইয়াছে, তাহারও মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, দাহাদি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হইবে না; স্বুতরাং, পতিত ব্যক্তি স্বয়ং জ্ঞানকৃত কিম্বা অজ্ঞানকৃত পাতিত্যের

প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, মৃত্যুর পর তৎপুত্রাদি উহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি কেহ এই (অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত) ঐহিক-পতিতদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া মোহবশতঃ সমাধা করেন, তাহা হইলে তিনি, তপ্ত-কৃচ্ছ্র ব্রত প্রায়শ্চিত্ত, অশক্তে সার্দ্ধ-সপ্ত-ধেনুমূল্য (২২৷৷০) কাহন দান করিলে, শুদ্ধ হইবেন। কেহ কেহ বলেন, পতিতের দহন বহন সংস্পর্শন প্রভৃতি সমুচ্চয় কার্য্য না করিয়া, যদি কেহ কোন একতর কার্য্য করেন, তবে আত্ম-শুদ্ধির জন্য যতিচন্দ্রায়ণ করিলে, হইবে। উদ্বন্ধন, বিষভোজন, জলপ্রবেশাদি করণ-দ্বারা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে, সেই ঐহিক-পতিত ব্যক্তিরও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, দশপিণ্ড-দান, শ্রাদ্ধাদি, কিছুই নাই এবং উহারও দাহাদি করিলে, পূর্ব্ববৎ তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে *। এই আত্মঘাতিকে অন্ত্যজ দ্বারা তীর্থে, সাধারণ নদী-স্রোতে কিম্বা বৃক্ষ-মূলে প্রক্ষেপ করিবে।

গর্ভিণীর মরণে (নিশ্বাস-রোধ-হেতুক) গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণ নাশ হইয়া থাকে; শ্মশানে দাহক স্বয়ং

---

* আত্মঘাতির প্রায়শ্চিত্ত নাই; তবে মদন-পারিজাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আত্মঘাতির পুত্রাদি, সম্বৎসরের পর জ্ঞান,-কৃত স্বজাতি-বধ-প্রায়শ্চিত্তের সহিত চান্দ্রায়ণ করণানন্তর, নারায়ণবলি করিয়া, মৃতপিত্রাদির কুশপুত্তলিকা দাহনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিতে পারেন। কেহ বলেন, সম্বৎসরের মধ্যেও উহা হইতে পারে।

কিম্বা চাণ্ডালাদিদ্বারা সেই গর্ত্ত নিঃসারণ না করাইয়া দাহ করিলে, অদাহ্য (ঊনদ্বিবর্ষীয় বালকের)-দাহন-জনিত (লঘু-প্রকীর্ণিক) পাপ-ক্ষয়ের জন্য প্রাজাপত্য কর্ত্তব্য।

জন্মান্তরীণ-মহারোগিদাহক-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপত্র।—অকৃতপ্রায়শ্চিত্তায়া মহারোগিণ্যা-মৃতায়াঃ স্ত্রিয়াস্তদ্দাহ-জনিত-পাপক্ষয়ার্থং দাহকেন তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সপাদৈকাদশ-কার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটক-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

উদ্বন্ধনমৃতদাহকব্যবস্থা।—উদ্বন্ধনমৃতদাহকেন তদ্দাহজন্যপাপক্ষয়ার্থং তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতদ্বয়াচরণাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণী-লভ্য-রজত-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

গর্ভিণীদাহক-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপত্র।—অনিঃসারিত-গর্ভায়া গর্ভবত্যা দাহে তদ্গর্ভস্থবালক-দাহ-জনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা দাহকেন প্রাজাপত্যব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক-ত্রিকার্ষাপণী-দান-রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং॥

গায়ত্রীজপ-প্রায়শ্চিত্ত।

নিয়ম-পূর্ব্বক গায়ত্রী-জপ-দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ-ধ্বংস হইয়া থাকে। জপ-সংখ্যা, যথা,—প্রকীর্ণ-পাতকে শতবার জপ, উপপাতকে সহস্রবার জপ, অনুপাতকে অযুতবার জপ এবং মহাপাতকে লক্ষবার

জপ করিলেই, পাপ মোচন হইবে। (জপের বিধি ১ম ভাগে দেখ)। এই লক্ষ-সংখ্যক জপ একদিন-সাধ্য কার্য্য নহে ; সুতরাং, প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে পূর্ব্বাহ-কৃত্য (মুণ্ডনাদি) করিয়া, পরদিনে জপ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য এবং জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত (পুরশ্চরণের ন্যায়, ৭ম ভাগে দেখ) প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজন-পূর্ব্বক সংযত চিত্ত থাকা আবশ্যক।

কৃষ্ণনামস্মরণ।—শ্রদ্ধাবান্ লোকের কৃষ্ণ-নাম জপেও সকল পাপ নাশ হয়। এই নাম স্মরণ ভক্তি-পূর্ব্বক করা বিশেষ আবশ্যক। এই-সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে, "ন রাম-শব্দোচ্চারণেন নরস্য মুক্তির্যথা বারি বারি কথয়তো ন যাতু তৃষ্ণা। হৃদয়োত্থিতপ্রেম্না যদ্রূপভক্তিমাবিশতি তথৈব নাম ফলমস্তি॥" অর্থাৎ যেমন, 'জল-জল', এই শব্দোচ্চারণেই পিপাসা শান্তি হয় না তেমন 'রাম', এই শব্দোচ্চারণ-দ্বারাই যে কেবল মানবের মুক্তি হয়, তাহা নহে। সুতরাং, হৃদয়োত্থিত প্রেম-দ্বারা যে প্রকার ভক্তির আবেশ হইবে, নাম-ফলও সেইরূপই লাভ হইবে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বলিয়াছেন যে, "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা, পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি॥" অর্থাৎ, হে ভগবন্ হরি! তোমার নাম-গ্রহণ-বিষয়ে কোন্ সময়ে আমার এই সকল ভক্তিচিহ্ন বিকাশ হইবে, অর্থাৎ, (বিগলিত ও আনন্দোচ্ছাসিত) অশ্রুধারাদ্বারা আমার নয়ন শোভিত হইবে এবং গদ্গদভাবে রুদ্ধপ্রায়

(ভক্তিপূর্ণ) বাক্যদ্বারা পূরিত বদনমণ্ডল, পুলকদ্বারা কণ্টকিত দেহাবয়ব সকল কবে আমার দৃষ্টিগোচর হইবে। যে প্রকার পাপী হউক না কেন, যে ব্যক্তি, পাপভয়ে আন্তরিক ব্যাকুল হইয়া, সমস্ত ছাড়িয়া, কেবল ভগবানে আত্মনির্ভরপূর্ব্বক, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, ডাকিতে পারে, দয়াময় কি তাহাকে ছাড়িতে পারেন? তিনি নিশ্চয় তাহার হাত ধরিয়া, উঠাইয়া লয়েন।

গঙ্গাপ্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন মনুষ্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কামনা করিয়া *, গঙ্গাস্নান করিলে, ঐহিক ও পারত্রিক, সর্ব্বপ্রকার পাপহইতে মুক্ত হইতে পারেন। পণ্ডিতগণ বলেন যে, যাঁহাদের গঙ্গার প্রতি তাদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তি নাই কিম্বা গঙ্গাহীন দেশে বাস-নিবন্ধন গঙ্গাস্নান যাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ, তাঁহাদের জন্যই বহুব্যয় ও কষ্টসাধ্য নানাবিধপ্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে। গঙ্গামাহাত্ম্যে

* যদিও যবনাদির প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক কার্য্যে অধিকার নাই, তথাপি যবন দরাপ খাঁ গঙ্গাস্নানে মুক্ত হইয়াছিলেন; তৎকৃত গঙ্গাস্তবে ইহা বর্ণিত আছে। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় সত্য ও হিতজনক ইত্যাদি প্রকার স্থির বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রীয়-বিধি-সমাযুক্ত যে কর্ম্ম, তাহাই সুবিশুদ্ধ (সাত্ত্বিক) ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই, অনন্ত ফলজনক হয়। অজ্ঞানতঃ গঙ্গাস্নানে পুণ্য হইলেও, প্রায়শ্চিত্তস্থলে কামনাদির আবশ্যকতা।

কথিত হইয়াছে যে, গঙ্গায় স্নানকরণমাত্রেই দুরাধর্ষ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ কি প্রকারে ধ্বংস হইবে? ইহা যে ব্যক্তি বলেন বা মনেও করেন, (গঙ্গা বলিয়াছেন যে,) আমি তাঁহাকে কোটী-ব্রহ্মবধোদ্ভব পাপ প্রদান করি; এই কথাও যদি কেহ স্তুতিবাদ (গৌরবসূচক বাক্য) বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে তিনি কুম্ভীপাক নরকে গমন করিবেন। বাস্তবিক গঙ্গার যে কতদূর মাহাত্ম্য, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই ঘোর কলিকালে বিশুদ্ধ ঘৃতাদি উপকরণ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, নির্ব্বিঘ্ন, ও নির্জ্জন স্থান, সদ্গুরু প্রভৃতি অতি দুর্লভ। এক্ষণে আমরাও নিতান্ত ক্ষীণদেহ, লোভ-মোহাক্রান্ত, দুর্ব্বলচিত্ত ও হীনাচারী অনার্য্যপ্রায় হইয়াছি; যজ্ঞ পূজা তপস্যাদি কোন কার্য্যই প্রায় এক্ষণে সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং আমাদিগের উদ্ধারের কোন উপায় নাই, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিয়াই, বিধাতার দয়া, দ্রবময়ী পতিত পাবনী গঙ্গারূপা হইয়া, আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র আর্য্যদেশ প্লাবিত করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ঋষিবাক্যের প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা যতই কেন পাপী হউন না, একবার ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিয়া, আপনাকে নিষ্পাপী বলিয়া, মনে করুন; কারণ, যে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে এত আঁটা আঁটী বাঁধাবাঁধি করা হইয়াছে, কথায় কথায় পাপ দেখান হইয়াছে, সেই আর্য্যশাস্ত্রেই গঙ্গার এই অপরিসীম মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু এত সুবিধা থাকি-

লেও, যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিব মনে করিয়া, পাপ করিবেন, জননী ভাগীরথী তাঁহাদের পাপ গ্রহণ করিবেন না। গঙ্গামাহাত্ম্যেই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, ষষ্টি সহস্র বিঘ্ন সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করে এবং অভক্ত ও পাপকর্ম্মরত ব্যক্তিকে নিবারণ করে (গঙ্গামাহাত্ম্য প্রথমভাগে ১১ পৃষ্ঠায় দেখ)।

গঙ্গাপ্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপত্র * ।—গ্রহণী রোগসূচিত জন্মান্তরীণ মহাপাতকজ-শেষ-পাপ-ক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন (পূর্ব্বদিনে মুণ্ডনোপবাসাদিকং কৃত্বা পরদিনে সামান্যস্নানানন্তরং) গঙ্গাস্নান—রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

গো-সেবা।

গো-সেবা হিন্দুর একটি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যেমন বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সন্তান, ইহাঁদের ভরণপোষণ জন্য (সম্ভবমত) শত অকার্য্য করা যায়, তদ্রূপ অবশ্য পোষ্য গোর ভরণপোষণজন্যও অকার্য্য করা যায়, অর্থাৎ নিতান্ত দুরবস্থ হইলেও, গো-সেবা সহজে পরিত্যাগ করিবে না: কারণ শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভোগ-বাসনা-ত্যাগী উদাসীন, যোগনিরত

* গঙ্গাপ্রায়শ্চিত্তেও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং গোগ্রাস দানাদি অঙ্গকার্য্য সকল করা আবশ্যক।

মুনিগণও শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বাস করিয়া, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরেও গো-সেবায় ত্রুটি করিতেন না। রামায়ণে মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সংবাদেও ইহার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশিত আছে। নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন, যে গৃহে ব্রাহ্মণেরা পাদ প্রক্ষালন না করেন, যেখানে বালক ও বৎসগণ রোদন না করে এবং যে স্থলে (হোম শ্রাদ্ধ পূজাদির জন্য) স্বাহা-স্বধা-স্বস্তি প্রভৃতি মন্ত্রউচ্চারিত না হয়, সেই গৃহ শ্মশান তুল্য।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য, জল এবং রাজা, ইঁহারা জগতের মঙ্গলজনক ও পবিত্রতার কারণ; সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবেরা, সতত ইঁহাদিগকে দর্শন, প্রণাম, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে, দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া, সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন, গোর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলে, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণের ফল হয়; গোর অস্থি লঙ্ঘন করিবে না এবং মৃত গোর গন্ধে নাসিকা আচ্ছাদন করিবে না। বিষ্ণুঋষি বলিয়াছেন,—গো-মূত্র, গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা, গোসম্বন্ধীয় এই ছয়টি দ্রব্যই পবিত্র ও মাঙ্গল্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নিত্য গো-সেবায় মহাপাতকেরও নাশ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোর পাদোদ্ধৃত ধূলিকণা দেহে লাগিলে, বায়ব্য-স্নান সিদ্ধি হয় ও গো-স্পর্শে শরীর তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। গোর প্রসন্নতাই ঘোর-পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত-সিদ্ধির লক্ষণ, এইজন্য প্রায়শ্চিত্তে গো-গ্রাস দিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্ত-কল্পতরু গ্রন্থে যমঋষি গোমতী-বিদ্যা নামক একটি স্তব বলিয়াছেন; যথা—গো সকল গুগ্‌গুল-গন্ধের ন্যায় নিত্য-সৌরভ-যুক্ত; গো সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা ও পবিত্রতার কারণ ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন এবং জীবের অন্ন-মূলক; গো দেব-ভোগ্য হবির প্রবর্ত্তক ও ঋষিদিগের অগ্নি-হোত্রাদি-যজ্ঞীয় হোমের প্রযোজক; গো পরম মঙ্গলের ও পবিত্রতার আশ্রয় এবং স্বর্গের সোপান; সংসারের নিত্য-বস্তু গোই ধন্য! ব্রহ্মা, এক কুল দ্বিভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ ও গোর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার এক অংশ মন্ত্রের এবং অপর অংশ ঘৃতের আশ্রয়। অতএব, এই প্রকার সুরভী-বংশ-সম্ভূতা ব্রহ্মসুতা অতীব পবিত্রা, শ্রীমতী গোকে আমি বারম্বার প্রণাম করি।

চিকিৎসকেরা গব্য সকল নানাপ্রকার ঔষধে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন নিত্য গো-মূত্র-পানে রক্ত পরিষ্কার হওয়ায় কুষ্ঠাদি রোগ আরোগ্য হয়। প্লীহাদি যান্ত্রিক পীড়ারও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, গো-নিশ্বাস সর্ব্বদা গ্রহণ করিলে, শ্বাসরোগের উপকার হয় এবং গো-শরীরের তাড়িতদ্বারা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। গোময় অতি পবিত্র এবং উহা লেপনে অগ্নিদগ্ধ স্থান শীঘ্র শীতল হয়। শুষ্ক গোময়ের ধূমে বায়ু শোধন হয়; উহার ভস্ম দুর্গন্ধ-নিবারক; উহার শুষ্ক ভস্মদ্বারা দন্ত-ধাবনে অম্লরোগের উপকার হয় এবং পচা গোময় কৃষির পক্ষে উৎকৃষ্ট সুলভ সার। নীতি-শাস্ত্রে বলিয়াছেন

যে, গব্যহীন ভোজন বৃথাভোজন এবং ঘৃত-হীন মাংস বা ব্যঞ্জন আহার করিলে, সুরপতিরও লক্ষ্মী ত্যাগ হয়। উদ্ভিজ্য-রসহইতে উৎপন্ন বলিয়া ফলমূলাদির ন্যায় গব্যই উৎকৃষ্ট সাত্বিক আহার। জগতে একমাত্র দ্রব্য ভক্ষণে জীবিত থাকিতে হইলে, কেবল দুগ্ধই সেই দ্রব্য। দুগ্ধপায়ী যোগিগণ ও শিশু-গণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দুগ্ধে ষড়্ রসই বিদ্যমান আছে; এজন্য উহাতে লবণ দিতে হয় না। বোধ হয় রাসায়নিক-ধর্ম্মানুসারে অনিষ্টকর হয় বলিয়াই দুগ্ধে লবণ সংযোগ হইলে, গোমাংস তুল্য হইবে * বলিয়া, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঘৃত আয়ুস্কর, পবিত্র ও ব্রহ্মতেজবর্দ্ধক; কিন্তু, অনুষ্ণ ঘৃত ভোজনে স্বাস্থ্য-হানি হয়।

অতএব, আহার ব্যবহার কৃষি বাণিজ্য-ধর্ম্মপ্রভৃতি সকল কার্য্যের মূল কারণ, গো; এইজন্যই তত্ত্বদর্শী কৃতজ্ঞ আর্য্য-সমাজ গোধনের প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, এবং কোনরূপে উহার অনিষ্ট হইলে, মহাপাপ-জ্ঞানে কঠোর-প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন। সর্ব্বদা উহার বংশের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া, আর্য্যেরা সুন্দর উপায় বৃষোৎসর্গাদির প্রথা করিয়া গিয়াছেন, (এবিষয় বৃষোৎসর্গে লিখিব)। অতএব, হে ভারতসন্তানগণ! গোজাতির উন্নতির জন্য বদ্ধ-পরিকর হউন। ভারতে

* দ্রব্যান্তর সংযুক্ত দুগ্ধে লবণ-মিশ্রণে দোষ হয় না বলিয়া, অনেক স্থানে ব্যঞ্জনেও দুগ্ধ দেওয়া ব্যবহার আছে।

গো-সেবা মহৎ কার্য্য বলিয়াই কি সেই গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী যমুনা-পুলিনবিহারী আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া স্বয়ং রাখালবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রতিমা-পূজাদি প্রস্তাব।

পৌরাণিক কাল হইতেই ভারতে প্রতিমা পূজা বাহুল্যরূপে প্রচার হইয়াছে। প্রতিমা পূজা স্বল্পবিস্তর সকল দেশেই ছিল এখনও যখন কোন কোন বিখ্যাত মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, সভ্য. অসভ্য সকল জাতিই সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন যে কৃতজ্ঞ আর্য্যজাতিকে স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি পূজা করিতে দেখিয়া, বিধর্ম্মিগণ কি জন্য বিদ্রূপ করেন, তাহা বুঝি না। স্বেচ্ছাচারপ্রিয় ব্রাহ্ম মহাশয়েরাও নিরাকারের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিয়াও ত থাকিতে পারেন না। কেহ কেহ হিন্দুকে বহু-ঈশ্বর-বাদী বা জড়োপাসক বলেন, সেটি তাঁহাদের ভ্রম। আমরা (স্বর্ণালঙ্কার-বিশেষের ন্যায়) ব্রহ্মহইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই অসীম অদ্বিতীয়-জ্ঞানে সেই একমাত্র পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করি। যেমন মহৎ, ক্ষুদ্র, যে কোন রাজ-পুরুষের যথোচিত সম্মান করিলে, রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ অন্য যে কোন দেবতার পূজায়ও এক ভগবানেরই পূজা করা হয়। শক্তির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপা ষষ্ঠীর

পূজা যিনি করেন, তিনি কি আত্মাশক্তি মহামায়ার পূজা করেন না? অপর আমরা মৃণ্ময়াদি আধারে যাঁহার আহ্বান বা বিসর্জ্জন করি, তিনি নিরাকার ও এত সূক্ষ্ম যে, বাক্য মনেরও অগোচর। জড়ই যদি আমাদের উপাস্য হইত, তবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও বিসর্জ্জনের পরে প্রতিমাকে কেহই স্পর্শ করিতে পাইত না। যেরূপ মানচিত্র বা গোলক দেখিয়া, পৃথিবীর আকার নির্ণয় করা দোষাবহ না হইয়া, সুবিধা-জনক হয়, তদ্রূপ আমাদিগের ন্যায় চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রদ্ধা-ভক্তি-আকর্ষণার্থ প্রতিমাই উৎকৃষ্ট যন্ত্র, ইহার দৃষ্টান্ত দেখুন ;—দুর্গোৎসবাদি সময়ে সরল হৃদয়া কৃষকরমণীদিগের প্রতিমা সম্মুখে থাকাতে নৈসর্গিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে যে প্রকার প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, শূন্যমণ্ডপে প্রায় কখনই সেরূপ হয় না। উহাদের ভাবাবেশ ব্যতীত দেবমূর্ত্তির খড় মাটী স্মরণে কি ওরূপ ভাব হয়? কিন্তু যেমন ভূগোলশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির মানচিত্র অঙ্কনে যন্ত্রাদির সাহায্য ও [illegible]শ্যক হয় না, সেইরূপ আত্মদর্শী জ্ঞানির পক্ষে প্রতিমূর্ত্তির বিশেষ প্রয়োজন নাই ; এইজন্য বনবাসী ঋষি [illegible] রজোগুণাবলম্বী রাজা বা গৃহস্থেরাই অধিকতর প্রতিমূর্ত্তির সেবা তৎপর হয়েন। দুর্গোৎসবাদি কার্য্য গৃহস্থেরই উপযুক্ত। সকাম ও সাকার অনুষ্ঠান এবং উপাসনাদি ব্যতীত নিষ্কাম নিরাকারে অধিকার হয় না।

নিরাকারবাদী মহাত্মা ব্যাসাদি মুনিগণই ব্যক্তি বিবেচনায় সাকার উপাসনা করা আবশ্যক বলিয়া

গিয়াছেন ; কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, ক্ষুদ্রধর্ম্ম জ্ঞানাভিমানী আস্তিক মহাশয়েরা (বুঝিতে না পারিয়াও) স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ঋষি বাক্যের অংশবিশেষে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা মূর্খতা বোধ করেন না।

প্রতিমূর্ত্তি শব্দে প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ কল্পনা। সাধকের প্রার্থনায় বা অন্য কারণে সময়বিশেষে বিশ্বরূপ-ধারী ভগবানের নানা প্রকার মূর্ত্তি হইয়াছিল। পুরাণে আছে, দক্ষযজ্ঞ সময়ে শিবের মোহনার্থ দশ মহা-বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল. কালী তাঁহার প্রথম মূর্ত্তি। কলির লোক সকল নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সুতরাং, ষোড়শী প্রভৃতি যুবতী মূর্ত্তির উপাসনা করিতে গিয়া, হয় ত অসম্ভাব উপস্থিত হইতে পারে, বোধহয়, এইজন্যই নরমুণ্ড-মালিনী ভয়ানকা কালী-মূর্ত্তিই কলিতে চিত্তদ্রবকারিণী ও তূর্ণ-সিদ্ধি প্রদায়িনী হইয়াছেন। এরূপ হইলেও, অন্য দেবতাকে (গোঁড়ামী করিয়া) অশ্রদ্ধা না করিয়া, যিনি যাঁহার উপাসক, তাঁহাকেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম জ্ঞান করা আবশ্যক। এই জন্য শাস্ত্রে যেখানে যাঁহার মহিমা বর্ণনা হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজিত, এই জন্য লোকে বলে, সাধিলে ঢেঁকীও সিদ্ধি হয়।

যেমন শরীরের যে কোন স্থান চাপিয়া ধরিলে, সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চারী রক্তের গতিরোধ হইয়া প্রকাশ-প্রায় হয়, সেইরূপ অন্ধ বিশ্বাসেই হউক, আর প্রকৃত ঘটনা দ্বারাই হউক, বৃক্ষ প্রস্তরাদি যে কোন বস্তুতে

(বা কাতর হইয়া আত্মাবলম্বনে) ঐকান্তিক ভাবে মনঃশক্তি-সংযোগে উপাসনা করিলেই, ঐশী শক্তি স্ফুরণ হইতে পারে, এইজন্য রোগির আন্তরিক প্রার্থনায় ব্যক্তিবিশেষের উপর বা বৃক্ষ লোষ্ট্রাদিতে (দয়াপরতন্ত্রতাহেতু) সময় সময় দেবতার আবির্ভাব হইয়া দৈব ঔষধাদি বিতরিত হয়।

দক্ষিণাকালীপূজা-ব্যবস্থাদি ।

দক্ষিণাকালী সংজ্ঞার্থ।—নির্ব্বাণতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ দিকে সূর্য্যপুত্র যম বাস করেন ; তিনি কালী নাম শ্রবণমাত্রেই (জীবকে ত্যাগ করিয়া) পলায়ন করেন ; এই জন্য, মহেশ্বরী দক্ষিণা-কালী নামে কীর্ত্তিতা হয়েন। কালীপ্রদীপে বলিয়াছেন, কলিভয়নাশিনী বলিয়াই কালী নাম হইয়াছে ; সুতরাং, কলিতে যত্নপূর্ব্বক কালী সেবা করা আবশ্যক। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, সাধককে যথাভিলষিত দক্ষিণা দান করেন এবং [illegible]র দমনকারিণী বলিয়া, দক্ষিণাকালী নাম হইয়াছে।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূত সংহারক মহাকালও যাঁহাতে লয় হইবেন, যিনি বাক্যমনের অগোচর ও কর্ত্রী-হর্ত্রী এবং সাকারা হইয়াও নিরাকারা, এবং যিনি স্বীয়মায়া দ্বারা বহুরূপধারিণী তিনিই সকলের আদি-রূপিণী, তমোময়ী আদ্যা কালিকা। কলিতে শাক্তের মধ্যে কালীমন্ত্রোপাসাকই শ্রেষ্ঠ। কলিতে পূর্ণফলপ্রদা কালীই শীঘ্র সাধকের দর্শনার্থ সমুদ্যতা হয়েন। ব্রাহ্মণ বা শূদ্র যে বর্ণই হউন কালী

নাম জপ করিলে, সকলেই শিবতুল্য হইবেন। যেমন এক সমুদ্রহইতেই নদী সকলের উৎপত্তি, তদ্রূপ মূল প্রকৃতি কালীহইতেই ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন, যেমন শ্বেত-পীতাদি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে লয় হয়, তদ্রূপ সর্ব্বভূত কালিকাতেই লয় হইয়া থাকে এবং যেমন সর্ব্ববর্ণের অভাবের নামই কৃষ্ণবর্ণ, সেইরূপ সাধকের হিতের জন্য নিরাকারা নির্গুণা কালিকার কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

তন্ত্র।—তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনায় বোধহয় যে, দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় বেদপুরাণাদির পর কলিতে তন্ত্রশাস্ত্রেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, কলিতে শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রাদি বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য। কলিযুগে নানা কারণে ব্রাহ্মণাদির অবনতি হওয়ায়, বেদ-মার্গানুসারে চলিবার তাঁহাদের তাদৃশ শক্তি নাই এবং বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া, জাতি-চতুষ্টয় মিলিত প্রায় হইয়া যাওয়ায়, এক্ষণে সর্ব্ববর্ণই প্রায় সকল বিষয়ে তুল্যাধিকারী হইয়াছেন; এই সকল বিবেচনায় সর্ব্ববর্ণের সমানাধিকার-সম্পাদক ও সহজসাধনআয়ত্ত তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র দেখিতে সরল হইলেও, উহার আচরণ বড় দুরূহ; গুরুর সাহায্য-ব্যতীত উহা আর্জ্জন করিবার যো নাই। প্রলোভনে পড়িয়া, স্ববুদ্ধিতে তান্ত্রিকী সাধনা করিতে গিয়া, অনেকে উভয় কূল

হারাইয়া, অসৎ পথাবলম্বী হইয়া পড়েন; এইজন্য তন্ত্রে বৈদিকী ক্রিয়ার পর তান্ত্রিকী ক্রিয়া করিতে বলিয়াছেন; এই কারণেই শিষ্টেরা বৈদিক আচার ব্যবহার এবং বৈদিকী ও তান্ত্রিকী উভয়বিধ উপাসনা করিয়া থাকেন। যে সকল শূদ্র, বেদ-মন্ত্রে অধিকার নাই বলিয়া দুঃখিত, তাঁহারা তান্ত্রিক স্নান-তর্পণ-সন্ধ্যা পূজাদির সম্যক্ অনুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগী হউন।

তন্ত্রের একটি নাম আগম। ইহার সাধারণ তাৎপর্য্যার্থ, যাহা আগত হয়, অর্থাৎ অনন্তস্থূল জগৎ-হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম আত্মচৈতন্য জ্ঞান যে শাস্ত্রদ্বারা জন্মায়, তাহা আগম এবং যাহা অন্তরহইতে স্বতঃ নির্গত হয় তাহাকে নিগম বলে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখহইতে ও শুদ্ধচিত্ত ভগবদ্ভাবাপন্ন মুনিদিগের মুখ হইতে যে সকল বাক্য নিগম হইত, উহা শ্রুতি বা আপ্তবাক্য নামে অভিহিত উহাই বেদ। এক্ষণে নানা পাপে চিত্ত মলিন হওয়ায়, আমাদের স্বাভাবিক অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই; সুতরাং; বাহ্যিক আচার উপাসনাদি প্রয়োগদ্বারা অন্তঃশুদ্ধির প্র[illegible]; এইজন্য কলিতে তন্ত্রের প্রাধান্য।

দীক্ষা।—বিশ্বসার-তন্ত্রে বলিয়াছেন, যাহা হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এবং পাপ ক্ষয় হয়, তাহাকে দীক্ষা বলে। পাষাণে বীজ রোপণের ন্যায় অদীক্ষিত ব্যক্তির জপ-পূজাদি নিষ্ফল। যে কোন স্থানে থাকিয়া, যে কোন গুরু মুখ হইতে কালিকা-মন্ত্র গ্রহণ করা যায়।

[ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের পরেই এবং শূদ্রেরও সেই বয়সেই দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন বয়সে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া দীক্ষিত হইব, সেটি ঔদাস্য-ভাবের কথা; কারণ, শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে,—"য ইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি। সমুদ্রে শান্ত-কল্লোলে স্নানমিচ্ছতি দুর্ম্মতি॥" অর্থাৎ বিষয়-ব্যাপার সকল নিবৃত্ত হইলে, হরি স্মরণ করিব, এরূপ ইচ্ছা করা আর স্নানার্থী হইয়া, সাগর-তীরে তরঙ্গ-শান্তির অপেক্ষা করা একই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। অতএব, বাল্যকালেই ধর্ম্ম-বীজ বপনপূর্ব্বক, উপাসনা-বারি সিঞ্চন করিলে, সময়ে সুফল লাভ করা যায়]

গুরুমাহাত্ম্যাদি।—গুরুকে মনুষ্য বোধ করিবে না, ব্রহ্মময় সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিবে। গুরুকৃপা-ব্যতীত দেবতা প্রসন্ন হয়েন না। সর্ব্বদা সহস্রার পদ্মে বা হৃৎপদ্মে গুরুকে ধ্যান করিবে। দেবতা, মন্ত্র ও গুরু, এই তিনকে নিরাকাররূপে একত্ব কল্পনা করিয়া, চিন্তা করিবে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, গ-শব্দে সিদ্ধিদাতা, র-শব্দে পাপদাহক, উ-শব্দে শম্ভু, এই তিন মিলিত হইয়া, গুরুনাম হইয়াছে। শাস্ত্রগর্হিত বিশেষ দোষ না থাকিলে, গুরু-কুল ত্যাগ করিবে না, (কারণ সুকৃতি থাকিলে, সাধনাবলে শিক্ষককে অতিক্রম করিয়াও বিদ্বান্ হওয়া আশ্চর্য্য নহে)। অগ্রে গুরু পূজা করিয়া, পরে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে, সেই পূজাকালে বা তৎপূর্ব্বে গুরু, গুরুপুত্র বা তৎপত্নী কিম্বা গুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমাগত হইলে,

ধন-পুত্রাদি সম্পৎ নষ্ট ও আয়ুঃক্ষয় হয়। দীপান্বিতা পূজার প্রতি বৎসর কর্ত্তব্যত্ব এবং অকরণে দোষ শ্রুতি থাকায় ও করণে নানা ফল-শ্রুতি থাকায়, দুর্গোৎসবের ন্যায় ইহাতে নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব ও কাম্যত্ব আছে। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে কোটী-যোগিনী পরিবৃত হইয়া, মহাকালী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; সুতরাং, ইহা জন্ম-তিথির ন্যায়, কন্যার্ক বা তুলার্ককালীন দীপান্বিতায় গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক মাস উল্লেখ হইবে। সকল তান্ত্রিকী কার্য্যেই (সৌর-মাস-হেতুক) রাশ্যুল্লেখ হয়।

দ্বিতীয় প্রহরের শেষ দণ্ড এবং তৃতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড এই দণ্ডদ্বয় কালব্যাপক মহানিশা (জন্মাষ্টমী পূজার ন্যায়) দীপান্বিতা কালী পূজার প্রশস্ত কাল, ইহাকেই নিশীথ বা অর্দ্ধরাত্রিপ্রাপ্তকাল বলে, এই কালে সকল ভাবের লোকেরাই শ্যামা পূজা করিবেন। ঐ প্রশস্তকাল উভয় দিন লাভ হইলেও সকলেই চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যায় পূজা করিবেন। উভয় দিন ঐ প্রশস্তকাল না পাইলে, দিব্য ও বীরেরা পূর্ব্বদিনে এবং পশ্বাচারী সাধকেরা পরদিনে পঞ্চম মূহুর্ত্তাদি কালব্যাপক অমাবস্যায় পূজা করিবেন। যেস্থলে পূর্ব্বদিনে তৃতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড মাত্র পাইয়া পরদিনে একদণ্ডমাত্র অধিক প্রথম প্রহর প্রাপ্ত হইয়াছে; তথায় উভয় দিন প্রশস্ত কালের অভাবে পরদিন প্রথম প্রহরের শেষার্দ্ধে অপ্রশস্ত কালেই পশ্বাচারীদিগের পূজা হইবে, নচেৎ কালের অভাবে কৃত্য লোপ হয়।

কাম্য-পূজা ।—গ্রহ-বিরুদ্ধাদিকারণে রোগশোকদুঃখ বা ভয়প্রভৃতি-দ্বারা ক্লেশ উপস্থিত হইলে, কিম্বা কোন সম্পৎ বা জয় কিম্বা মুক্তি লাভ বাসনা থাকিলে, সর্ব্ব-দুঃখ-নাশিনী, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী জগন্মাতা কালিকার পূজা করিবে। কাম্য-পূজাতেও সঙ্কল্প-বাক্য "উপস্থিত-জ্বরাদি-রোগ-ঝটিতি-প্রশমন-পূর্ব্বক দক্ষিণ-কালিকা-প্রীতিকাম", এই প্রকারে যোজনা করিলে ভাল হয়; কারণ, দেবতার প্রীতিকামনায় কর্ম্ম করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়; উহাতেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

কাম্য-পূজাকাল ।—অষ্টম্যাদি পর্ব্বতিথি পুষ্যানক্ষত্র-যুক্তা নবমী তিথি ও শনি-মঙ্গলবারে পূজা করা যায় এবং শুক্রবারে দ্বিতীয়া বা দশমী, শনিবারে পূর্ণিমা, মঙ্গলবারে অমাবস্যা হইলে, পূজা প্রশস্ত এবং রেবতী নক্ষত্রযুক্ত দিনে পূজা, জপ, পুরশ্চরণাদি সমস্তই প্রশস্ত। কাম্য-পূজায় বিশেষ-বিধান-হেতু কার্ত্তিক, মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখের অমাবস্যায় অর্দ্ধরাত্রিতেই পূজা প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র গুপ্ত-সাধন-তন্ত্রোক্ত প্রথম প্রহর গত হইলে, পঞ্চম মুহূর্ত্ত (দশ দণ্ডাদি) কাল প্রশস্ত, প্রথম প্রহরের শেষার্দ্ধ দেবীর নিদ্রার কাল, সুতরাং সর্ব্বত্রই সেই কালে স্তব-পূজাদি প্রশস্ত নহে।

সাধারণ ব্যবস্থা ।—নিত্যাদি ত্রিবিধা পূজা সাত্ত্বিকাদি-ভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন প্রকার। দেবাতার রূপ চিন্তা করিয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক মানসোপচারে (নিষ্কাম) যে পূজা, তাহা সাত্ত্বিক,

আত্মার্থে বা পরার্থে দেবতার প্রীতি-কামনায় বা অন্য কামনায় নানা উপচারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মসেবার ন্যায় যে পূজা, তাহা রাজসিক এবং আপনার বা পরের জন্য অহঙ্কার-প্রকাশার্থ যে পূজা, তাহা তামসিক। সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাবিহীন পূজা ফলপ্রদ নহে।

কাম্য নৈমিত্তিক-পূজার পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী ও সংযতচিত্ত হইবে। উপাসনা নিমিত্ত কাম্য-পূজায় স্বয়ং অসমর্থে গুরু গুরুপত্নী বা গুরুপুত্রব্যতীত অন্য প্রতিনিধি দিবে না। ইষ্ট-পূজাকালে অন্য লোকের মুখ দেখা উচিত নহে। বরং পূজা না করা ভাল, তথাচ জনসন্নিধানে ইষ্ট-পূজা করিবে না, উহাতে দেবী কুপিতা হয়েন; দেবতা বা মন্ত্র প্রকাশে বিশেষ হানি হয়। তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, মাতার উপপতির ন্যায় মন্ত্রাদি গোপন করিবে এবং প্রকাশ্য আচরণ শাক্তেরা বৈষ্ণবাদির ন্যায় ও বৈষ্ণবেরা শাক্তাদির ন্যায় করিবেন। গুরুর নিকটহইতে বা তন্ত্র শাস্ত্রহইতে স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্রার্থ * জ্ঞাত হওয়া সাধকের প্রয়োজন; উহাতে ফলাধিক্য আছে।

---

* শব্দবিজ্ঞান আলোচনায়, বোধ হয় যে, বাদ্য-যন্ত্রোত্থিত ধ্বনির ন্যায় দেহ-যন্ত্রের নানাবয়ব হইতে উৎপন্ন ক্ষীণ ধ্বনিগুলি, মিলিত হইয়া, বায়ুপথ (কণ্ঠনালী) দ্বারা একটি ব্যক্ত ছন্দঃস্বরে পরিণত হয়, [বোধ হয় মাতৃকাদি ন্যাস,

পূজাস্থান।—পুণ্যক্ষেত্রে, পর্ব্বতে, গোসমীপে, যুবতীদিগের সমীপে, বট-অশ্বথ-বকুল-আমলকী-তুলসী বা বিল্বাদি বৃক্ষ-মূলে, শ্মশানে, চতুষ্পথে, গুরুভবনে, সিদ্ধপীঠস্থানে, শূন্যগৃহে, কিম্বা যে কোন চিত্ত-স্থিরকর রমণীয় নির্জ্জন স্থানে পূজা-জপাদি করিবে। জপকালে নিদ্রাতুর হইলে, জপ বিফল হয়।

অর্থাৎ, বর্ণস্থাপন-স্থান-বোধক ও তাড়িত-সঞ্চালক ক্রিয়া]; মন্ত্র-সকলও এই ছন্দঃস্বরে রচিত। ইহার অর্থবোধ না হইলেও, কেবল উচ্চারণই শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক এবং ইহা চিত্ত-স্থিরকর ও চৈতন্যশক্তির প্রস্ফুরক একটি সাধনার প্রধান উপাদান। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কতক-গুলিন অপভাষায় গঠিত মন্ত্র উচ্চারণ-দ্বারা তাড়িত-শক্তি সঞ্চালন (ঝাড়ান) করিয়া, গুণী ব্যক্তিগণ মানবের ও পশু-পক্ষি-প্রভৃতির উৎকট রোগ নিরাময় করিয়া থাকেন এবং মন্ত্রশক্তিতে দুর্জ্জয় সর্পের হিংসা-প্রবৃত্তি ও বিষ নিবারণ করেন, অতএব (হার্মোণিয়ম্ বা অর্গান যন্ত্রের বাঁধা সুরের ন্যায়) শব্দবিজ্ঞানবিৎ সাধক ঋষিদিগের প্রণীত বা শিব-প্রণীত মন্ত্র-সকল যে মনোমুগ্ধকর ও সাক্ষাৎ-মুক্তিপ্রদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এইজন্য তপোবনে বেদধ্বনিতে মোহিত হইয়া, বাঘে হরিণে একত্র ক্রীড়া করিত; এইজন্যই শাস্ত্রে 'শব্দ-ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিবোক্ত বীজ-মন্ত্র-গুলি নানার্থ-প্রকাশক, অথচ সাঙ্কেতিক শব্দের ন্যায় সংক্ষিপ্ত। আলোচনা করিলেই, বিজ্ঞেরা ক্রমে এই সকলের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, কিরূপ প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্বলিত মন্ত্র রচনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, এজন্য উৎকৃষ্ট ভাষা ও ভাব থাকিলেও, আমাদের রচিত মন্ত্র অগ্রাহ্য।

ভাব।—যে ব্যক্তি, সকল দেবতার ও গুরুর সেবা করেন, নিত্য সন্ধ্যা-পূজা-তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করেন, এবং তীর্থ-দর্শনাদি (গৃহস্থোচিত) কার্য্য করেন, তাঁহাকে 'পশ্বাচারী' বলে। প্রথমে পশু-ভাব, পরে বীর ও দিব্য ভাব আচরণ করিতে হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাকে 'বীর' বলে, কেবল মদ্যপানে বীর হওয়া যায় না। কলিতে দিব্য ও বীরভাব নাই, কেবল পশুভাব দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ষট্‌চক্র, ষোড়শাধার ও ব্যোম-পঞ্চক স্বদেহে না জানিলে, সিদ্ধি লাভ হয় না।

শাক্ততিলক।—ভস্ম চন্দন বা মৃত্তিকা অভাবে জল-দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক করিয়া, তদধোদেশে চন্দন কিম্বা কুঙ্কুম-দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখাত্রয় অঙ্কিত করিয়া, ভ্রূমধ্য-স্থলে রক্তচন্দন, সিন্দূর কিম্বা কুঙ্কুম-দ্বারা বিন্দু অঙ্কিত করিবে, তন্মধ্যে দেবীর অস্ত্র-চিহ্ন ধারণ করিবে। পরে হৃদয়ে শ্বেতবর্ণ পদ্ম লিখিয়া, তন্মধ্যে তারা-বীজ লিখিবে এবং কণ্ঠকূপে বর্ত্তুলাকার তিলক অঙ্কিত করিয়া, তন্মধ্যে শক্তিবীজ লিখিবে, তৎপরে বাহুদ্বয়ে বে[illegible]র পত্রের ন্যায় দীর্ঘাকার তিলক করিবে।

তোড়লোক্ত-বৃহৎ-পূজা-সূত্র ॥

সূত্রাকারেণ দেবেশি পূজাবিধিমিহোচ্যতে। স্বস্তিবাচ্য চ সংকল্প্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ॥ মন্ত্রেণা-

চমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ। তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসারণং ততঃ। আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ। করশুদ্ধিং তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ। বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ। মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তরমাতৃকাং মাতৃকাধ্যানমুচ্চার্য্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ। পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা, প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ। ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরং। এবং সমাহিতমনাস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ। বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ—মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ। বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং। মুদ্রাদিদর্শনং কার্য্যং আবাহন-ষড়ঙ্গকং। ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মূলপূজনং। আজ্ঞাপ্রার্থনমঙ্গানি কাল্যাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ব্রাহ্ম্যাদীরসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ। খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং। জপং সমর্পয়েৎ ধীমান্ প্রাণায়ামং পুনশ্চরেৎ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্মানন্তু সমর্পয়েৎ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ। শিবোঽহমিতি সংচিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট-পূর্ব্বিকা। অর্ঘ্যং সংধার্য্য শিরসি চন্দনঞ্চ ললাটকে। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। আদাবৃষ্যাদি বিন্যস্য করশুদ্ধিস্ততঃপরং। অঙ্গুলী-ব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ-পরং। ধ্যানং মানসযাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপনমেব চ। পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততস্ত্বাবাহনঞ্চরেৎ। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ শুদ্ধদেবতাং। অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদীত্রাহ্ম্যাদীরষ্টভৈরবান্। মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপংক্তিং যজেত্ততঃ। খড়্গাদীন্ পূজয়িত্বা তু পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ। দেব্যা হস্তে জপফলং সমর্পণমথাচরেৎ। প্রাণায়ামং পুনঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ। স্তুতিঞ্চ কবচং পঠিত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। আত্মসমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট-পূর্ব্বিকা। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

অথ দক্ষিণকালিকা পূজারম্ভ।

পূজাস্থানে আগমন করিয়া, (বৈদিক আচমন পূর্ব্বক) "ওঁ বজ্রোদকে হুংফট্ স্বাহা," এই মন্ত্রে জলদ্বারা আসন শোধন করিয়া, উত্তরাস্য হইয়া, উপবেশন পূর্ব্বক, "ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ ধর্ম্মপা-

পাপি সময়াশেষ বিকল্মমপনয় হুং" এই মন্ত্রে হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে। 'ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ তে নমঃ॥ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥ এই মন্ত্রদ্বয় পাপ-ক্ষয়ার্থ পড়িবে। "হুং" মন্ত্রে পূজাস্থান দর্শনপূর্ব্বক "ফট্" মন্ত্রে পূজাভূমি প্রোক্ষণ করিয়া, তদ্দোষ-নাশার্থ ভূমিতে "ক্রীং" এই মন্ত্র লিখিবে। ["ওঁ মণি-ধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্," এই মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে রক্ষা-বন্ধন এবং শিখা বন্ধন করিবে।

পরে গুরু উপস্থিত থাকিলে, যথাশক্তি ক্রমে পূজা করিবে এবং অসন্নিহিত স্থলে গুরুস্মরণ পূর্ব্বক পূজা করিয়া, ইষ্ট-পূজার্থ আজ্ঞা লইবে। পরে যথাশক্তি পঞ্চোপচারাদিদ্বারা শিব পূজা করিবে। [পুরশ্চরণ প্রকরণ ৭ম ভাগে দেখ]।

স্বস্তি-বাচন।—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা পূজা কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ও পুণ্যাহং ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন করিয়া, কুশ তিল জলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,—বিষ্ণুরোম্ তৎস-

দোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রী অমুক-দেবশর্ম্মা (অমুক কামনা পূর্ব্বক) শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকা-প্রীতি-কামঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকলিকা পূজনমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে,—দেবোবো—ইত্যাদি (প্র৭৪ পৃ) মন্ত্র পড়িয়া, "ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধন্তু সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ শত্রুণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু," এই মন্ত্র পড়িবে।

ঘটস্থাপন।—ঘট লইয়া, "ক্লীং" মন্ত্রে সংপ্রোক্ষণ "ঐ" মন্ত্রে সংশোধন; "হ্রী" মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপন এবং "স্ত্রী" মন্ত্রে জলদ্বারা ঘট পূরণ করিয়া,—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ-পাতাল-ভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং॥" পরে ত্রিপত্র দ্বারা বক্ষ্যমাণ

মন্ত্রে দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবে ; যথা,—'শ্রীং' মন্ত্রে পল্লব, 'হুং' মন্ত্রে ফল, 'স্ত্রীং' মন্ত্রে স্থিরীকরণ, 'রং' মন্ত্রে সিন্দূর, 'যং' মন্ত্রে পুষ্প, 'মূল' মন্ত্রে দূর্ব্বা এবং "ওঁ হূং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে ঘট স্পর্শ পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ করিবে।

পরে ঘটে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ সূর্য্যায় নমঃ" [এই ক্রমে] দুর্গায়ৈ, শিবায়, নারায়ণায়, লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, দিক্পালেভ্যঃ, দিগ্গজেভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, ঋষিভ্যঃ, নবগ্রহেভ্যঃ, মাসেভ্যঃ, তিথিভ্যঃ, যোগেভ্যঃ, করণেভ্যঃ। ক্রমশঃ প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে।

মন্ত্রাচমন, যথা,—(হৃদ্পদ্মে দেবীকে চিন্তা করিয়া,) মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার আচমন করিয়া,—ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ, ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ, ওঁ ঘনায়ৈ

নমঃ, ওঁবলাকারৈ নমঃ, ওঁমাত্রায়ৈ নমঃ, ওঁমুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ। এই সকল মন্ত্রে ঠিক্ বৈদিক আচমনের স্থায় যথাস্থান স্পর্শ করিবে।

পরে, সামান্যার্ঘ্য (প্র ৫৩ পৃষ্ঠা) করিয়া, সেই পরিশুদ্ধ জলদ্বারা "ফট্" এই মন্ত্রে পূজাদ্রব্য অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দ্বার দেবতাদিগের পূজা করিবে; যথা,—এতে গন্ধপুষ্পে গাং গণেশায় নমঃ। (এই ক্রমে) ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। বাং বটুকায় নমঃ। যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। গাং গঙ্গায়ৈ, যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ, ঐং সরস্বত্যৈ, ওঁ ব্রহ্মণে, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

বিঘ্নোৎসারণ।—মূল মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন এবং 'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং ভূমিতে বাম পাদের গোড়ালি দ্বারা তিন বার আঘাত করিয়া, ভৌম বিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক 'ফট্' মন্ত্রে নারাচ মুদ্রা-দ্বারা শ্বেত সর্ষপ বা আলোচাউল লইয়া,—ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা—(প্র ৫৪ পৃ) মন্ত্রে

ছড়াইয়া,—'ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হূং ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে ভূমিতে জল ছিটাইবে এবং ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক বলিবে,—'ওঁ পবিত্র বজ্র হূং হূং ফট্ স্বাহা'।

পরে আসনশুদ্ধি (প্র ৫৪ পৃ) করিয়া, নৈবেদ্যাদি উপচার—দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পশুদ্ধি করিবে ; যথা,—ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, 'ওঁ শতাভিষেক শতাভিষেক হূং ফট্ স্বাহা,' (পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া) 'ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হূং ফট্ স্বাহা। [আবাহন পর্য্যন্ত পূজাদ্রব্য আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে]। তৎপরে—'ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা। ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহা।' এই দুই মন্ত্রে জলগ্রহণ পূর্ব্বক বিন্দুপ্রমাণ পান করিয়া, কায়, বাক্ ও চিত্ত শোধন পূর্ব্বক হৃদয় স্পর্শ করিয়া,—'রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা,' মন্ত্রে আত্মরক্ষা করণানন্তর গুর্ব্বাদিকে প্রণাম করিবে,—"বামে" ওঁ

গুরুভ্যো নমঃ, ওঁপরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁপরাপরগুরুভ্যো নমঃ, 'দক্ষিণে' ওঁগণেশায় নমঃ, 'মধ্যে' মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ॥

করশুদ্ধি।—ঐং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে একটি সচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া, 'ক্লীং' মন্ত্রে দুই করতলে পেষণ করিয়া, 'ঐং' মন্ত্রে আঘ্রাণপূর্ব্বক, 'হ্সৌঃ' মন্ত্রে ঈশান কোণে প্রক্ষেপ করিবে। পরে,—'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দিয়া, ছুটিকাদ্বারা দশ-দিগ্বন্ধন পূর্ব্বক, 'রং' মন্ত্রে মস্তকে জল দিয়া, ভূতশুদ্ধি [এ ৭৭ পৃষ্ঠায় দেখ] করিবে। তৎপরে আত্মহৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকাগ্র-ভাগ স্থাপন পূর্ব্বক, আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে; যথা,—আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা (এই ক্রমে) জীব ইহ স্থিতঃ, সর্ব্বে-ন্দ্রিয়াণি, বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

[মাতৃকান্যাস সপ্তমভাগে ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

পীঠন্যাস।—স্বহৃদয়ে হস্ত রাখিয়া,—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ—এই ক্রমে (৭ম ভাগের ৩৬ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি হইতে—হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত) কার্য্য করিয়া, হৃদয়ে কালিকার পীঠশক্তির ন্যাস করিবে ; যথা,—ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, (এইক্রমে) জ্ঞানায়ৈ,ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ,মনোন্মন্যৈ, ঐং ওঁ পরায়ৈ, ঐং ওঁ পরাপরায়ৈ, হে্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ ॥

তৎপরে 'মূল' মন্ত্রে বা 'হ্রীং'-মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, ঋষ্যাদি-ন্যাস করিবে ; যথা,—অস্য (মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হূং শক্তিঃ 'মূল'-কীলকং পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। একটি পুষ্প-দ্বারা যথাস্থান স্পর্শ করিবে,—[শিরসি] ওঁ ভৈরবঋষয়ে নমঃ। [মুখে] উষ্ণিক্‌চ্ছন্দসে নমঃ, [হৃদয়ে] শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, [গুহ্যে] হ্রীং বীজায় নমঃ, [পাদয়োঃ] হূং শক্তয়ে

নমঃ, [করতল-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে] 'মূল'-কীলকায় নমঃ ॥ তৎপরে, হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, (প্র ৫৬ পৃষ্ঠা) এই ক্রমে করন্যাস করিয়া, হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ— এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে ॥ বর্ণন্যাস—তত্ত্বমুদ্রা (প্র ৫২ পৃষ্ঠা) দ্বারা পুষ্প লইয়া, যথাস্থান স্পর্শ করিবে,—[হৃদয়ে] অং নমঃ-হইতে 'ঃং নমঃ'-পর্য্যন্ত, [দক্ষিণ ভুজে] 'এং নমঃ'-হইতে 'ঘং নমঃ-পর্য্যন্ত, [বাম ভুজে] 'ঙং নমঃ'-হইতে 'ঢং নমঃ'-পর্য্যন্ত [দক্ষিণ জঙ্ঘায়] 'ণং নমঃ'-হইতে 'ভং নমঃ'-পর্য্যন্ত ও [বাম জঙ্ঘায়] 'মং নমঃ'-হইতে 'ক্ষং নমঃ'-পর্য্যন্ত। ॥

সংক্ষেপ-ষোঢ়ান্যাস।—[শিরসি] ওঁ নমঃ, [ভ্রূমধ্যে] হুং নমঃ, [কণ্ঠে] এং নমঃ, [হৃদি] 'মূল' নমঃ [নাভৌ] ঐং নমঃ, [লিঙ্গে] ক্লীং নমঃ, [গুহ্যে] সৌঃ নমঃ, [দক্ষিণবাহুতে] হুং নমঃ, [বামবাহুতে] শ্রীং নমঃ, [দক্ষিণপাদে] হ্রীং নমঃ, [বামপাদে] ক্লীং নমঃ [পৃষ্ঠে] ক্রোং নমঃ ॥

তত্ত্বন্যাস।—ক ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা (পাদাদি নাভি-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে), র ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা (নাভি হইতে হৃদয়-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে), ঈং ওঁ শিব-তত্ত্বায় স্বাহা (হৃদয়-হইতে মস্তক-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে)।

বীজন্যাস ; যথা,—ব্রহ্মরন্ধ্রে ['মূল',] ললাটে ['মূল',] ভ্রূ-মধ্যে ['মূল',] নাভি-দেশে [হূং,] গুহ্যে [হূং,] মুখে [হ্রীং,] সর্ব্বাঙ্গে [হ্রীং,] একটি পুষ্প-দ্বারা যথাস্থান স্পর্শ করিবে। পরে, মূলমন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপকন্যাস (প্র ৬৭ পৃষ্ঠা) করিবে॥

তৎপরে ঈঁকারাত্মক কামকলারূপা আত্মাকে (১) চিন্তা-পূর্ব্বক, মূলাধার-হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র-পর্য্যন্ত (বিদ্যুতের ন্যায়) কুণ্ডলিনীশক্তির চিন্তা করিয়া, স্বীয় হৃৎ-পদ্মে প্রেতাসনারূঢ়া প্রত্যক্ষীভূতা দেবীর রত্নবেদিকার উপরে সংস্থিত নানা

(১) তাৎপর্য্য এই যে, সাধক আপনাকে (বাহ্যাভ্যন্তরে) প্রাতঃসূর্য্যসঙ্কাশা ত্রৈলোক্যব্যাপিনী কামপ্রকাশিনী এবং ঈঁকারভূত-বর্ণচতুষ্টয়স্বরূপিণী দেবীরূপা চিন্তা করিবেন।

বিচিত্র পুষ্প ফল ও পক্ষিপরিশোভিত এবং চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত মণিময় পীঠাসন চিন্তা করণান্তর (১) পুষ্প লইয়া, দেবীকে ধ্যান করিবে ।

দক্ষিণাকালী-ধ্যান * ।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং । কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ড-মালাবিভূষিতাং । সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং । অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাং । মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং । কর্ণাবতংসতা-নীত-শব (শর) যুগ্ম-ভয়ানকাং ।

(১) তন্ত্রসারমতে এস্থলে যথাবিধি খড়্গাদি-মু[illegible] ৫০ পৃষ্ঠা) দেখাইতে হয় ।

ধ্যানার্থ ।—অতিবিস্তৃতাননা ভয়ানকা, আলু[illegible]য়িতকেশা, চতুর্ভুজা (ইত্যাদিরূপা) দক্ষিণাকালীকে (সাধক) চিন্তা করিবেন । যিনি বহির্দৃষ্টির অগোচর ও পঞ্চাশৎ-অসুর-মুণ্ড-দ্বারা রচিত মালা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার অধঃ ও ঊর্দ্ধ বামকরপদ্মদ্বয়ে (যথাক্রমে) সদ্যশ্ছিন্ন নরশিরঃ ও খড়্গ এবং ঊর্দ্ধ

ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণ-ব্যাপি-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং। শিবাভি-

---

ও অধঃ দক্ষিণ পাণিদ্বয়ে অভয় ও বর (প্রদানীয় ভাবে) শোভা পাইতেছে, যিনি মহামেঘের ন্যায় অতি-শয় কৃষ্ণবর্ণা এবং শ্যামা (অর্থাৎ যাঁহার দেহ শীতকালে ঈষদুষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল), যিনি দিগম্বরী, যিনি স্বকণ্ঠসংলগ্ন মুণ্ডশ্রেণী-হইতে ক্ষরিত-রক্তধারা-দ্বারা রঞ্জিতাবয়বা, শবশিশুদ্বয় [কিম্বা পালকযুক্ত বাণদ্বয়] কর্ণভূষণরূপে ধৃত হওয়ায় যিনি ভয়ানকা হইয়াছেন, যাঁহার মুখবিবরে উচ্চতর দন্ত ও প্রলম্বিত জিহ্বা শোভিত হইতেছে, যাঁহার পয়োধর-যুগল স্থূল ও উচ্চ এবং কটিদেশ শবের সহস্র কর দ্বারা কৃত মেখলা শোভা পাইতেছে, যাঁহার মুখ (সর্ব্বদা) হাস্যযুক্ত এবং ওষ্ঠাধর প্রান্ত হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা প্রকাশিত, যাঁহার শব্দ অতি ভীষণ, যিনি উগ্রস্বভাবা এবং শ্মশানরূপ আলয়ে বাসশীলা, যিনি নবোদিত

ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন [illegible] মণিময় পীঠাসন রতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং। [illegible] শ্মশানালয়বাসিনীং॥

ধ্যানান্তে যথাশক্তিক্রমে মানসোপচারে [illegible] হইতে ধেনু ভুতনী যোনি ও খড়্গাদি মুদ্রা (ঐ ৫০।৫১ পৃষ্ঠা) [illegible] বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা) করিয়া, অর্ঘ্যজল কোশায় কিঞ্চিৎ ঢালিয়া, ঐ জলে স্বমস্তক ও পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। এই সময় ভূপুর-মন্ত্র-লিখন বা করি-

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তবর্ণ লোচনত্রয় এবং উপর্য্যুপরি সংস্থিত বিষম দন্তরাশি ধারণ করিতেছেন, যিনি, [শিববক্ষে দক্ষিণপদ সংস্থান হেতু] দক্ষিণাঙ্গব্যাপী ও মুক্তা সুক্কাগ্রভাগ। এরূপ যে। কেশরাশি (তাহা) ধারণ করিয়া, শবরূপ শিবের হৃদয়ের উপর অবস্থান করিতেছেন, যিনি প্রচণ্ডাবয়ব শৃগাল সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিতা; যিনি [দিগম্বরের উপর দিগম্বরীরূপে অবস্থিতি জন্য প্রতীয়মান প্রায় হইতেছেন, যেন

বীর-দ্রোণ-রক্তজবা-প্রভৃতি যন্ত্রপুষ্প কিম্বা ত্রিদল বি[illegible] একটী, যন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া, প্রতিমাস্থানে স্থিরতর আধারে রাখিবে। কালী-বিষয়ে করবীর-পুষ্প-যন্ত্রই প্রশস্ত। অনেকেই বলেন, প্রতিমাস্থানে অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। এই যন্ত্রে কিম্বা ঘটে 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ', এই ক্রমে (স, ৩৬ পৃষ্ঠার 'আধার শক্তয়ে নমঃ-হইতে হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ' পর্য্যন্ত কথিত) পীঠদেবতার পূজা করিয়া, কালিকার পীঠশক্তির পূজা করিবে ; যথা,—

ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, (এই ক্রমে) জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ, মনোন্মন্যৈ, ঐং ওঁ পরায়ৈ, ঐং [illegible]

মহাকালের সহিত বিপরীত-রমণ বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ও সুখ হেতু যাঁহার বদন প্রসন্ন এবং ঈষদ্ বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং [শ্মশান শব্দে রুদ্রস্থান কৈলাস, তাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে কালিকার নিত্য-বাসস্থান, সেই] শ্মশানরূপ আলয়ে যিনি বাস করেন।

ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং (বৈ সার্দ্ধং) বিপরীত-রতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীং ॥

ধ্যানান্তে যথাশক্তিক্রমে মানসোপচারে পূজা পূর্ব্বক, [হুং গর্ভত্রিকোণ-হইতে ধেনু ভূতনী যোনি ও খড়্গাদি মুদ্রা (প্র ৫০।৫১ পৃষ্ঠা) প্রদর্শনান্ত] বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (প্র ৬৮ পৃষ্ঠা) করিয়া, অর্ঘ্যজল কোশায় কিঞ্চিৎ ঢালিয়া, ঐ জলে স্বমস্তক ও পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। এই সময় ভূপুর-মন্ত্র-লিখন বা কর-

---

সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় রক্তবর্ণ লোচনত্রয় এবং উপর্য্যুপরি সংস্থিত বিষম দন্তরাশি ধারণ করিতেছেন, যিনি, [শিববক্ষে দক্ষিণপদ সংস্থান হেতু] দক্ষিণ[illegible]ব্যাপী ও মুক্তা মুক্তাগ্রভাগ [এরূপ যে] কেশরাশি (তাহা) ধারণ করিয়া, শবরূপ শিবের হৃদয়ের উপর অবস্থান করিতেছেন, যিনি প্রচণ্ডাবয়ব শৃগাল সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিতা, যিনি [দিগম্বরের উপর দিগম্বরীরূপে অবস্থিতি জন্য প্রতীয়মান প্রায় হইতেছেন, যেন

রীর-দ্রোণ-রক্তজবা-প্রভৃতি যন্ত্রপুষ্প কিম্বা ত্রিদল বিল্বপত্র, ইহার যে কোন একটী, যন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া, প্রতিমাস্থানে স্থিরতর আধারে রাখিবে। কালী-বিষয়ে করবীর-পুষ্প-যন্ত্রই প্রশস্ত। অনেকেই বলেন, প্রতিমাস্থানে অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। এই যন্ত্রে কিম্বা ঘটে 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ', এই ক্রমে (স, ৩৬ পৃষ্ঠার 'আধার শক্তয়ে নমঃ-হইতে হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ' পর্য্যন্ত কথিত) পীঠদেবতার পূজা করিয়া, কালিকার পীঠশক্তির পূজা করিবে; যথা,—

ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, (এই ক্রমে) জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ, মনোন্মন্যৈ, ঐং ওঁ পরায়ৈ, ঐং ঙং

মহাকালের সহিত বিপরীত-রমণ বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ও সুখ হেতু যাঁহার বদন প্রসন্ন এবং ঈষদ্ বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং [শ্মশান শব্দে রুদ্রস্থান কৈলাস, তাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে কালিকার নিত্য-বাসস্থান, সেই] শ্মশানরূপ আলয়ে যিনি বাস করেন।

পরাপরায়ৈ, হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। পুনশ্চ ঈঁকারাত্মক-কামকলারূপা আত্মাকে চিন্তা করিয়া, পুনর্ব্বার দেবীর ধ্যান করিবে।

পুনর্ধ্যানান্তর 'যং' মন্ত্রে বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, দীপ হইতে দীপান্তর প্রকাশের ন্যায় পরম শিবে শক্তি সংযোগপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত তেজোময় দেবতাকে নাসারন্ধ্র পথ দ্বারা করতলস্থ পুষ্পে আরোপণ করাইয়া, প্রতিমাদিতে স্থাপন পূর্ব্বক, আবাহন মন্ত্র পড়িবে, যথা, —

ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা॥ ১॥ ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দ-বিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি॥ ২॥ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ৩॥

কালিকে দেবি! ইহাগচ্ছাগচ্ছ—ইত্যাদিক্রমে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা-দ্বারা আবাহন পূর্ব্বক 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ', এই ক্রমে দেবতাকে

ষড়ঙ্গ-বিন্যাসানন্তর তুড়ি-দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিয়া, ধেনু-যোনি-আকর্ষণী-মুদ্রাদি (প্র ৫০ পৃষ্ঠা) দেখাইয়া, গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক, দেবীর চক্ষুর্দ্দান করিয়া,—'ওং আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ'—এই ক্রমে দেবতার হৃদয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (৬ষ্ঠ ভাগে ১০৬ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি দেখ)।

ষোড়শোপচার পূজা *।—[তাম্রটাটে কিম্বা উপচার দানের অন্য পাত্রে যথোক্ত আসন রাখিয়া, ধরিয়া] মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক,—'রজতাসনায় নমঃ' বলিয়া; তিনবার অর্চ্চনা করিয়া,—এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমন্ত্র) রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানৈ কালিকায়ৈ নমঃ। [ওঁ আসনং গৃহ্ন চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে পরমেশ্বরি। ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং দেহি ত্রিলোচনে ॥] মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইদং রজতাসনং শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ১।

* অর্চ্চনাদির পর উপচার-প্রদান-কালে প্রায় প্রত্যেকেরই মন্ত্র আছে; কিন্তু সকল পদ্ধতিতে নাই; সুতরাং, ইহা অবকাশস্থলে পাঠ্য। (ষোড়শোপচার দ্রব্যাদি প্র, ৮০ পৃষ্ঠায় দেখ।) অন্যান্য উপচার-দ্রব্যও যথাস্থানে দিবে, অর্থাৎ, যেমন কাষ্ঠাসন বা কম্বলাসন দিতে হইলে, রজতাসন-দানের পর দিতে হয়; এইরূপ সিন্দূরাদি ভূষণ-

শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে মাতঃ স্বাগতং 'সুস্বাগতং, । ২ । (আসনবৎ অর্চ্চনাদি করিয়া) পাদ্যং-নমঃ । ৩ । অর্ঘ্যং স্বাহা । ৪ । আচমনীয়ং—স্বধা । ৫ । মধুপর্কং—স্বধা । ৬ । পুনরাচমনীয়ং—স্বধা । ৭ । [স্নানীয় জল, আসনবৎ অর্চ্চনাদি করিয়া, দান করিবে। দানমন্ত্র যথা,—স্নানার্থং মঙ্গলং বারি শীতলঞ্চাতি-নির্ম্মলং। গৃহাণ বরদে দেবি দক্ষিণে কালিকে শুভে।] স্নানীয় জলং—নমঃ । ৮ । [বস্ত্রদান মন্ত্র,—বস্ত্রং গৃহাণ দেবি ত্বং কালিকে দক্ষিণে শিবে। অধোবাসঃ পরাকল্পং ময়া দত্তং প্রগৃহ্যতাং।] বস্ত্রং—নিবেদয়ামি। ৯ । [আভরণদানমন্ত্র,—ইদমাভরণং দেবি অঙ্গলগ্নং মনোহরং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং শঙ্কর-প্রিয়ে।] আভরণং নিবেদয়ামি । ১০ । গন্ধদানমন্ত্র,—অয়ং গন্ধঃ শুভো দিব্যঃ শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়ং তব কালিকে। এষ গন্ধঃ—নমঃ । ১১ । [পুষ্পদানমন্ত্র,—পুষ্পঞ্চ বিমলং দেবি সুগন্ধি সুমনোহরং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাং] পুষ্পং বৌষট্ । ১২ । বিল্বপত্রং নিবেদয়ামি। [ধূপমন্ত্রঃ—বনস্পতি র[illegible]পন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।] এষ ধূপঃ—স্বধা (নিবে[illegible]মি বা) 'ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা

সকল আভরণ-দানের পর এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য নৈবেদ্য-দানের পর দেওয়া আবশ্যক। সকল উপচার অর্চ্চনা করিয়া, (বিশেষ মন্ত্র না থাকিলে) 'নিবেদয়ামি' (কিম্বা 'নমঃ') মন্ত্রে দেওয়া যাইতে পারে।

ঘন্টার পূজা পূর্ব্বক বাজাইয়া, ধূপ, দীপ আরত্রিকবৎ তিনবার ঘুরাইবে। ১৩। [দীপমন্ত্র,—স্বপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ জ্যোতির্দ্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং] এষ দীপ—নিবেদয়ামি। ১৪ [নৈবেদ্য দান মন্ত্র,—আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং নানা স্বাদুসমন্বিতং। সোপহার ফলং দেবি প্রগৃহাণ দিগম্বরি।] নৈবেদ্যং—নিবেদয়ামি। ১৫। পানার্থ জলং—নমঃ। আচমনীয়ং—স্বধা। তাম্বূলং নিবেদয়ামি। মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে।

[বন্দন-মন্ত্র,—মহামায়ে জগন্মাতঃ কালিকে ঘোর দক্ষিণে। গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি] ভূমিতে অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া, প্রণাম করিবে। পরে মূলমন্ত্রোচ্চারণ—পূর্ব্বক 'শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে ॥ ১৬ ॥

এই সময় তৈজসাধার সবস্ত্র ভোজ্য জল ছত্র পাদুকাদি অর্চ্চনাপূর্ব্বক, মাস পক্ষাদির উল্লেখ করিয়া, দেবীর প্রীতিকামনায় দেবী সম্প্রদানক উৎসর্গ করিয়া দিবে।

আবরণ-পূজা *।

অঙ্গপূজা।—অনুজ্ঞা,—ওঁ সচ্চি (ম্বি)-ন্ময়ি পরে দেবি পরামৃত-চরুপ্রিয়ে।

* প্রতিমা স্থানে যন্ত্র রচনা করিলেও, অঙ্গ ও আবরণাদি সমস্ত পূজাই প্রতিমা বা ঘটে করা হইয়া থাকে; সুতরাং, এক্ষণে অনাবশ্যক-বিবেচনায় যন্ত্র কোণাদির উল্লেখ করিলাম না।

অনুজ্ঞাং কালিকে দেহি পরিবারার্চ্চনায় তে॥ ধ্যান,—তুষারস্ফটিকশ্যাম-নীল-কৃষ্ণারুণার্চ্চিষঃ। বরদাভয়ধারিণ্যঃ প্রধানভুবনস্ত্রিয়ঃ (প্রধানতনবঃ শ্রিয়ঃ)॥ এই ধ্যানান্তে "ওঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-ষড়ঙ্গ-যুবতী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প-দ্বারা পূজা করিয়া, শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-ষড়ঙ্গ-যুবতীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তিন বার বা একবার তর্পণ করিবে। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসি স্বাহা, (এই ক্রমে) ষড়ঙ্গ-পূজা করিবে॥ কাল্যাদি-পঞ্চদশশক্তি-পূজা। তদ্ধ্যান, যথা,—সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্ব-স্ব-বাহন-ভূষিতাঃ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যৈ নমঃ, (এই ক্রমে) কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ, উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ, নীলায়ৈ, ঘণায়ৈ, বলাকায়ৈ, মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, মিতায়ৈ, * ॥ ১৫ ॥

---

* পূজান্তে 'কালীং তর্পয়ামি নমঃ' এই ক্রমে প্রত্যেকের (এবং অন্য আবরণ দেবতারও)

ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিপূজা। ধ্যান,—ব্রাহ্মীং হংসসমারূঢ়াং স্বর্ণবার্ণং চতুর্ভুজাং। চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং। দণ্ডং পদ্মাক্ষ-সূত্রঞ্চ দধতীং চারু-হাসিনীং। জটাজূটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ (প্রতিমা-স্থানে আবাহন না করিলেও হয়) ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ (পঞ্চোপচারে পূজা করিবে)। নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশীং চতুর্ভুজাং। ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোল্লাস-দৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং॥ ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ॥—মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুক্লাং ত্রিনয়নান্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়শূলকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানালঙ্কার-ভূষিতাং॥ ঊং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥ চামুণ্ডামট্টহাসাং বিকটিতদশনাং

তিন বার বা একবার তর্পণ শ্যামারহস্য-মতে কেহ কেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু, শেষে সপরিবারা দেবীর তর্পণ করা হয় মনে করিয়া, অনেক পদ্ধতিকারেরা প্রত্যেকের পৃথক্ তর্পণ লিখেন নাই।

ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিত-বপুষাং নারমুণ্ডালিমালাং। খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং, প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধু-মদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাং ॥ ওঁ হ্রূং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ॥ কৌমারীং কুঙ্কুমা-ভাসাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাঙ্কুশাভয়বিধারিণীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ওঁ হ্রূং (৯ং) কৌমার্য্যৈ নমঃ ॥ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভা-মক্ষসূত্র-বরপ্রদাং। কমলং মাতুলঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ ॥ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবাহনাং শুভাং। কলকং খড়্গামুষলং হলং বেদভুজৈর্দ্ধৃতাং ॥ ঐং বারাহ্যৈ নমঃ ॥ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতীং সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাং ॥ অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টভৈরবপূজা।—যথাশক্তিক্রমে পঞ্চোপচার বা গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজা

করিবে,—ঐং হ্রীং অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং হ্রুং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ, ঐং হ্রীং এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ, ঐঁ হ্রীং ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ঐ হ্রীং অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ ॥ ৮ ॥

বটুক-পূজা ।—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্র-বটুকায় নমঃ । (এই ক্রমে) মাহেশ্বরীপুত্র-বটুকায় । বৈষ্ণবীপুত্র-বটুকায় । কৌমারীপুত্র-বটুকায় । ইন্দ্রাণী-পুত্র-বটুকায় । মহালক্ষ্মীপুত্র-বটুকায় । বারাহীপুত্র-বটুকায় । চামুণ্ডাপুত্র-বটুকায় ॥ ৮ ॥ পঞ্চোপচারে,—ওঁ ডাকিনীভ্যো নমঃ, ওঁ যোগীনীভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ ॥

লোকপাল-পূজা ।—যথাশক্তি উপচারে, ওঁ লাং ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় সুরাধি-পতয়ে সায়ুধ-সবাহন-পরিবারায় নমঃ । (এই ক্রমে) রাং অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়

তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধ—ইত্যাদি। যাং যমায় কৃষ্ণবর্ণায় প্রেতাধিপতয়ে—। ক্ষাং নৈঋর্তায় ধূম্রবর্ণায় রক্ষোধিপতয়ে—। বাং বরুণায় শুক্লবর্ণায় জলাধিপতয়ে—। যাং বায়বে ধূম্রবর্ণায় প্রাণাধিপতয়ে—। সাং কুবেরায় শুক্লবর্ণায় ক্ষেত্রাধিপতয়ে—। হাং ঈশানায় শুক্লবর্ণায় ভূতাধিপতয়ে—। হ্রীং অনন্তায় গৌরবর্ণায় নাগাধিপতয়ে—। আং ব্রহ্মণে রক্তবর্ণায় প্রজাধিপতয়ে সায়ুধ-সবাহন-পরিবারায় নমঃ ॥ ১০ ॥

লোকপালাস্ত্র-পূজা।—'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ,' (এই ক্রমে পূজা করিবে,—) শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা, শূল, চক্র, পদ্ম ॥ ১০ ॥

দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা।—ধ্যান যথা,—'মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রা-ভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত-কটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রং মুক্তকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং। জটাভার-

লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং ॥ ধ্যানান্তে, মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনর্ধ্যান-পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজা করিবে। পূজা মন্ত্র, যথা,—'হূঁ ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। এতৎ পাদ্যং ওঁ মহাকালভৈরবায় নমঃ।' পূজান্তে 'হূং ক্ষ্রৌং'—ইত্যাদি মূল উচ্চারণপূর্ব্বক 'মহাকালভৈরবং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে তিন বার তর্পণ করিবে। পরে বলি-দ্রব্য [রম্ভাদি] লইয়া,—'হূং, মহাকালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ন-নিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে স্বাহা।' এই মন্ত্রে বলি দিবে। পরে গন্ধ-পুষ্পদ্বারা দেবীর করস্থিত খড়্গ, মুণ্ড, অভয় এবং বর, ইহার পূজা করিবে।

গুরুপংক্তি-পূজা।—'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ দিব্যৌঘ-গুরুগণ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।' ওঁ দিব্যৌঘ-গুরুগণাং তর্পয়ামি স্বাহা, (এই ক্রমে সর্ব্বত্র পূজা ও

তর্পণ করিবে,—) সিদ্ধৌঘগুরুগণ, মানবৌঘগুরুগণ, শ্রীগুরুশ্রীপাদুকা *, পরমগুরুশ্রীপাদুকা, পরাপরগুরুশ্রীপাদুকা, পরমেষ্ঠিগুরুশ্রীপাদুকা । ৭ । [ওঁ শ্রীঅমুকীদেব্যম্বা-সহিত-শ্রীঅমুকানন্দ নাথ গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ শ্রীঅমুকীদেব্যম্বা সহিত শ্রীঅমুকানন্দ নাথ গুরুং তর্পয়ামি স্বাহা] ॥

তৎপরে অঙ্গন্যাস-করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক পুনশ্চ দেবীকে ধ্যান (প্র, ৯৩ পৃষ্ঠা) করিয়া, যথাশক্তি মুদ্রা দেখাইয়া, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা-পূর্ব্বক মূল উচ্চারণ করিয়া, ‘শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে মাতস্তৃপ্যতাং, এই মন্ত্রে তিন বার তর্পণ করিবে। ‘এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ মূল) সায়ুধ-সবাহন-সপরিবার মহাকাল সহিত শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।’ পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয় দিবে। কর-

---

* তর্পণে ‘ওঁ শ্রীগুরুং তর্পয়ামি’ এইরূপ দ্বিতীয়ার একবচনান্ত পদ হইবে।

যোড়ে বলিবে,—সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ মহাকালসহিতাঃ শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকাঃ পূজিতাঃ সন্তু ॥’

ত্রিকোণমণ্ডলের উপর বলিদ্রব্য (একটী রম্ভাদি) রাখিয়া, ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া বলিবে,—‘ওঁ এহেহি জগতাং মাতর্জ্জননি জগতাং গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু সর্ব্বসত্ত্বং মে বশমানয় হুঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা, ওঁ হ্রীং শ্রীং দক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা এষ বলির্নমঃ ॥’

[অনেক পদ্ধতিকারের মতে (পূজাকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া) এই সময় মূল মন্ত্রে বা হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, অষ্টোত্তর শত বা সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ-পূর্ব্বক (প্র, ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ) গুহ্যাতি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া, পুনঃ প্রাণায়ামান্তে দেবীকে প্রণাম করিবে, পরে বলিদান ও হোম করিবে। কাহার কাহার মতে, (সাবকাশ স্থলে) বলিদান ও হোমের পর জপ করিবে।]
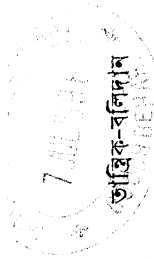
তান্ত্রিক-বলিদান

ছাগ পশুকে স্নান করাইয়া আনাইয়া, সিন্দূর মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করাইয়া, স্বীয় বামপার্শ্বে পূর্ব্বাস্য করিয়া স্থাপন করাইবে। মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পশুকে দেখিয়া,—অপসর্পন্তু তে ভূতা—মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ ছড়াইয়া, কোশার জলদ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক,—'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা (প্র, ৫০ পৃঃ) দেখাইয়া, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সপ্তবার পশুকে পুনশ্চ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে 'ওঁ ছাগ-পশবে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া, পশুকর্ণে মন্ত্র পড়িবে, যথা,—'ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীব প্রচোদয়াৎ।'

পরে তিল-হরিতক্যাদি যুক্ত কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—অদ্যেত্যাদি—শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-প্রীতিকাম ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং শ্রীমদ্দক্ষিণকালি-

কায়ৈ দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে * ॥ খড়্গ-পূজা ।—খড়্গে সিন্দুর লেপন করিয়া, তন্মধ্যে 'হ্রীং' মন্ত্র লিখিয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা উহার অগ্রে, মধ্যে ও মূলে যথাক্রমে পূজা করিবে, পূজামন্ত্র, যথা,—হুং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাং নমঃ। হুং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ। হুং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ। ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ। প্রণাম,—ওঁ খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে ॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া বলি সমর্পণ করিবে,—ওঁ বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি পশুং সর্ব্বগুণান্বিতং। যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং ॥ ওঁ কালি কালি মহাকালি

* কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ, এই ক্রমে কুষ্মাণ্ড বা ইক্ষুদণ্ড অর্চ্চনা করিয়া, অদ্যেত্যাদি দক্ষিণকালিকা প্রীতিকাম মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ কুষ্মাণ্ডবলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। কুষ্মাণ্ডাদি এই সময় উৎসর্গ করিয়া রাখিয়া, ছাগাদি বলি ছেদের পর উহা ছেদ করিবে।

কালিকে কালরাত্রিকে। ছাগলেন বলিং দদ্মি প্রগৃহাণ দিগম্বরি॥ আং হুং ফট্, মন্ত্রে খড়্গ পশুস্কন্ধে স্পর্শ করাইবে।

বাদ্যকোলাহল পূর্ব্বক সাবধান হইয়া, এক আঘাতেই বলি ছেদ করিবে। তৎপরে, ঘৃত মধু গন্ধপুষ্প জল সৈন্ধব ও কদলী সংযুক্ত পাত্রে সমাংস রুধির এবং ছিন্ন ছাগশির উত্তরাস্য করিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিয়া, ছাগ মস্তকে দীপ জালিয়া দিয়া, এই মন্ত্র পড়িবে, - ওঁ আহারে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ্ন জয়ং কুরু। মম শত্রু বিনাশায় পূজাং গৃহ্ন সুরেশ্বরি। মূল উচ্চারণপূর্ব্বক এব সপ্রদীপ ছাগশীর্ষবলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকয়ৈ নমঃ। মূল উচ্চারণ করিয়া, এষ সোপকরণ-সমাংস-রুধির বলিঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ নম

উহার অবশিষ্ট রুধির বিদ্যমান জ্ঞানে বটুকাদিকে দিবে ; যথা,—এষ রুধির-বলিঃ হূং বাং বটুকায় নমঃ (এই ক্রমে) হূং যাং যোগিনীভ্যোঃ নমঃ, হুঁ ক্ষাং

ক্ষেত্রপালায় নমঃ, হুঁ গাঁং গণপতয়ে নম। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশকি রুধিরেণাপ্যায়তাং ॥

এই সময় পূজিত দেবতাদিগকে মৎস্য মাংস অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিয়া দিয়া, যথাবিধানে আরত্রিক করিতে হইবে। [কেহ কেহ ভোগের পর বলি দিয়া থাকেন।]

তান্ত্রিক-সংক্ষেপহোম।

স্থণ্ডিল।—পূজাগৃহের ঈশানকোণ-সন্নিহিত স্থানে এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ পরিমাণ স্থান নির্ণয় করিয়া, তন্মধ্যে বালুকা পাতাইয়া দিয়া, উহার মধ্যস্থানে কুশদ্বারা একটি ত্রিকোণ-মণ্ডল করিয়া, ইহার মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে; পরে মণ্ডলের বাহিরে উপর্য্যুপরি আর একটি ত্রিকোণ (ব-আকার)-মণ্ডল করিয়া, ষট্‌কোণ-মণ্ডল করিবে, উহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল (বেড়) দিবে, তাহার বাহিরে, (অর্থাৎ, বেড়ের গাত্রে আট দিকে) অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, তাহার বাহিরে, অর্থাৎ, স্থণ্ডিলের প্রান্তস্থান-চতুষ্টয়ে দুই দুই রেখা করিয়া, ভূপুর (ভূগৃহ *) অঙ্কিত করিবে, স্থণ্ডিলের বাহিরে পূর্ব্বাগ্র তিনটী এবং উত্তরাগ্র তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে।

* ভূপূর-অঙ্কন কোন কর্ম্মঠ পুরোহিতের নিকটে দেখিয়া লইয়া, শিক্ষা করা আবশ্যক।

হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাভ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, ওঁ ইত্যাভ্যষ্ট-মূর্ত্তিভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্ম্যাভ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পদ্মাভ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাভ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।

পরে, কুশাগ্রদ্বয়-নির্ম্মিত পবিত্র, ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না (নাড়ীকে) চিন্তা করিয়া, স্রুব (দারুময় হাতা বা কুশী) দ্বারা ঘৃত লইয়া, ওঁ অগ্নেয়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা, পুনশ্চ 'নমঃ,' মন্ত্রে ঘৃত লইয়া,—'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা,' এই সকল মন্ত্রে (অগ্নির দক্ষিণ বাম ও ঊর্দ্ধনেত্র এবং মুখ ক্রমশঃ চিন্তাপূর্ব্বক) অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে।

মহাব্যাহৃতি-হোম।—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা"

এই শেষোক্ত মন্ত্র তিন বার পড়িয়া, তিন বার হোম করিবে। তৎপরে 'অগ্নের্গর্ভা-ধানাদি-সংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা,' এই মন্ত্রে হোম করিয়া,—'এতে গন্ধ-পুষ্পে পীঠাদি-সহিত-শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ' পূজাপূর্ব্বক—'মূলমন্ত্রোচ্চারণানন্তর স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা পঞ্চবিংশতি বার হোম করিবে, (বহ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া) স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে পুনশ্চ একাদশ বার হোম করিবে। পরে—ওঁ দক্ষিণ-কালিকায়া অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা, মন্ত্রে (এবং মহা-কালের বীজমন্ত্রে) হোম করিবে। তৎপরে সংকল্প—অদ্যেত্যাদি—দক্ষিণ-কালিকা-প্রীতিকামনয়া দক্ষিণকালিকা-পূজা-কর্ম্মণি মূল উচ্চারণপূর্ব্বক স্বাহেতি-মন্ত্র-করণক-অষ্টাবিংশতি (কিম্বা অষ্টোত্তর-শত) সংখ্যক-সাজ্য-বিল্বপত্র-সমিদ্ভি-র্হোমমহং করিষ্যে। হোমান্তে কেবল মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে।

[পূজান্তে জপ সমাপন না হইয়া থাকিলে, এক্ষণে জপ সমাধা করিয়া, স্তবাদি

পাঠ, অষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং দেবতাঙ্গে আবরণ দেবতার লয় চিন্তা করিয়া] শান্তি দান ও হোমের ভস্মদ্বারা তিলক দিয়া, দক্ষিণান্ত করিয়া, অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্য সমাধানপূর্ব্বক [প্র, ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ] শিবোঽহং' এই চিন্তা করিয়া, আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক (প্র, ৭০ পৃষ্ঠা) সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্ম্মাল্য লইয়া "ওঁ উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া বিসর্জ্জন (প্র, ৭০ পৃষ্ঠা) করিবে।

॥ ইতি দক্ষিণকালিকা-পূজা সমাপ্তা ॥

শ্যামাপূজার ফর্দ্দ *।

প্রতিমা ১। ঘট ১টা। তীরকাটী ৪ টা। ঘটের নারিকেল ৩ টা। রাঙ্গাসুতা। আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ। মধুপর্কের বাটী ২ টা। কালীর শাটী ১ খানা। মহাকালের ধুতি ১ যোড়া। ঘটের গামচা ১ খানা। অন্নপাত্র। জলপাত্র। দানবস্ত্র। শঙ্খ ১ যোড়া। পুষ্পমালা। বিল্বপত্র মালা। তিল। হরীতকী। কেশে। পুষ্প। বিল্বপত্র। রম্ভা। ধূপ। দীপ। ধূনা। গুগ্‌গুল। কর্পূর। সিন্দূর। নৈবেদ্য বড় ৩ খানা। কুচানৈবেদ্য ৫০ খানা। চিনির নৈবেদ্য ২ খান। জলপানি ১ দফা। বলিদানের ছাগ ১ টা। কুষ্মাণ্ড ১ টা। ইক্ষু ১ খানা অভাবে কদলি ১ টা। ভোগের অন্নব্যঞ্জনাদি। হোমের ঘৃত /।০ একপোয়া। হোমের কাষ্ঠ। বালি। হোমের বিল্বপত্র ১০৮ টা। পূজার দক্ষিণা। [সাধারণ পূজারও প্রায় এই ফর্দ্দ]।

* সমর্থ হইলে বরণবস্ত্র দিবে। উপচার দ্রব্য শক্তি অনুসারে না করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না।

মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

সর্ব্ব রসভাবসমন্বিত সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক চণ্ডীর ন্যায় ভক্তিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতম স্তোত্রগ্রন্থ অতি বিরল, কিন্তু ইহা এ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণ হয় নাই, এই বিবেচনায় অনেকের অনুরোধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্ত্তীকৃত বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত "তত্ত্বপ্রকাশিকা" নাম্নী টীকা এবং মৎকৃত মূলানুযায়ী সরল অনুবাদ ও বিস্তৃতরূপে চণ্ডীপাঠ নিয়ম প্রভৃতি সম্বলিত "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" সপ্তমভাগ "হিন্দুসৎকর্ম্ম-মালার" আকারে ফুলট কাগজে নূতন অক্ষরে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি। ইহা প্রায় তিনশত পৃষ্ঠায় সমাধা হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। [লেখা বাহুল্য আমার সকল পুস্তকেরই মূল্য সুলভ ধার্য্য থাকিলেও দরিদ্র বলিয়া জানাইলে, ধর্ম্মপ্রচারার্থে পুনশ্চ যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া থাকি]।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা,—পোঃ,—বরাহনগর পালপাড়া চতুষ্পাঠী।

বিজ্ঞাপন ।

জানাচ্চি

বিজ্ঞাপন।

সংগ্রন্থের বহুল প্রচার মানসে বিদেশস্থ ব্যক্তিগণকে [illegible]তেছি যে, আপনাদের কোন পুস্তকের প্রয়োজন হইলে এজেন্টস্বরূপ আমাদিগকে পত্র লিখিবেন, তাহা হইলে আপনাদের অভিপ্রায়ানুসারে দোষগুণ নির্ব্বাচন করিয়া শীঘ্র পুস্তক পাঠাইব। (যে কোন বিষয়ের জন্য হউক প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির আবশ্যক থাকিলে ডবলকার্ডে [illegible]জন।) নানাকারণে বহুতর বিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের সহিত আমাদের পরিচয় হওয়ায় তাঁহাদের অনুরোধেই নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিয়া এ কার্য্য চালাইতেছি।

পুরাণ তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রাদি প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু রসিক লাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের পুস্তকাদিও আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য।

পোষ্ট—বরাহনগর-পালপাড়া ;—কলিকাতা।

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা।

ষষ্ঠ-ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সব্যবস্থা-উপপাতক মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান ও কালীপূজাদি সম্বলিত পুস্তক।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য
প্রভৃতি মহাশয়গণ দ্বারা সংশোধিত।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

পোষ্ট-বরাহনগর ;—পালপাড়া, চতুষ্পাঠী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্যামপুকুর মল্লিকের লেন ২।১ নং ভবনস্থ দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রেসে বসু, মিত্র এণ্ড কোম্পানিদ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১ সাল। মাহ শ্রাবণ।

 মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।